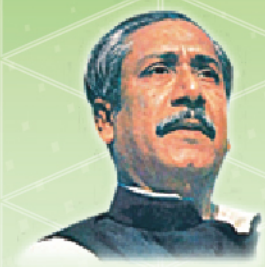

উন্নয়ন অগ্রযাত্রা

২০০৯-২৩

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়

উন্নয়ন অগ্রযাত্রা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়

উন্নয়ন অগ্রযাত্রা

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়

প্রকাশকাল

সেপ্টেম্বর, ২০২৩

প্রচ্ছদ ভাবনা

ডা. সঞ্জীব সূত্রধর
উপপরিচালক (উপসচিব)
ও
ডা. মো. এনামুল কবীর
তথ্য কর্মকর্তা (প্রাণিসম্পদ)
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তর

প্রকাশনায়

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তর
বিএফডিসি ভবন
২৩-২৪, কারওয়ান বাজার, ঢাকা।
www.flid.gov.bd

মুদ্রণে

রাইয়্যান প্রিন্টাস
২৭৭/২এ, এলিফ্যান্ট রোড, কাঁটাবন, ঢাকা-১২০৫

"I have a very good exportable commodities like jute, like tea, like hide and skins, fish. I have forest goods. I can export many things."...

Bangabandhu, father of the nation.

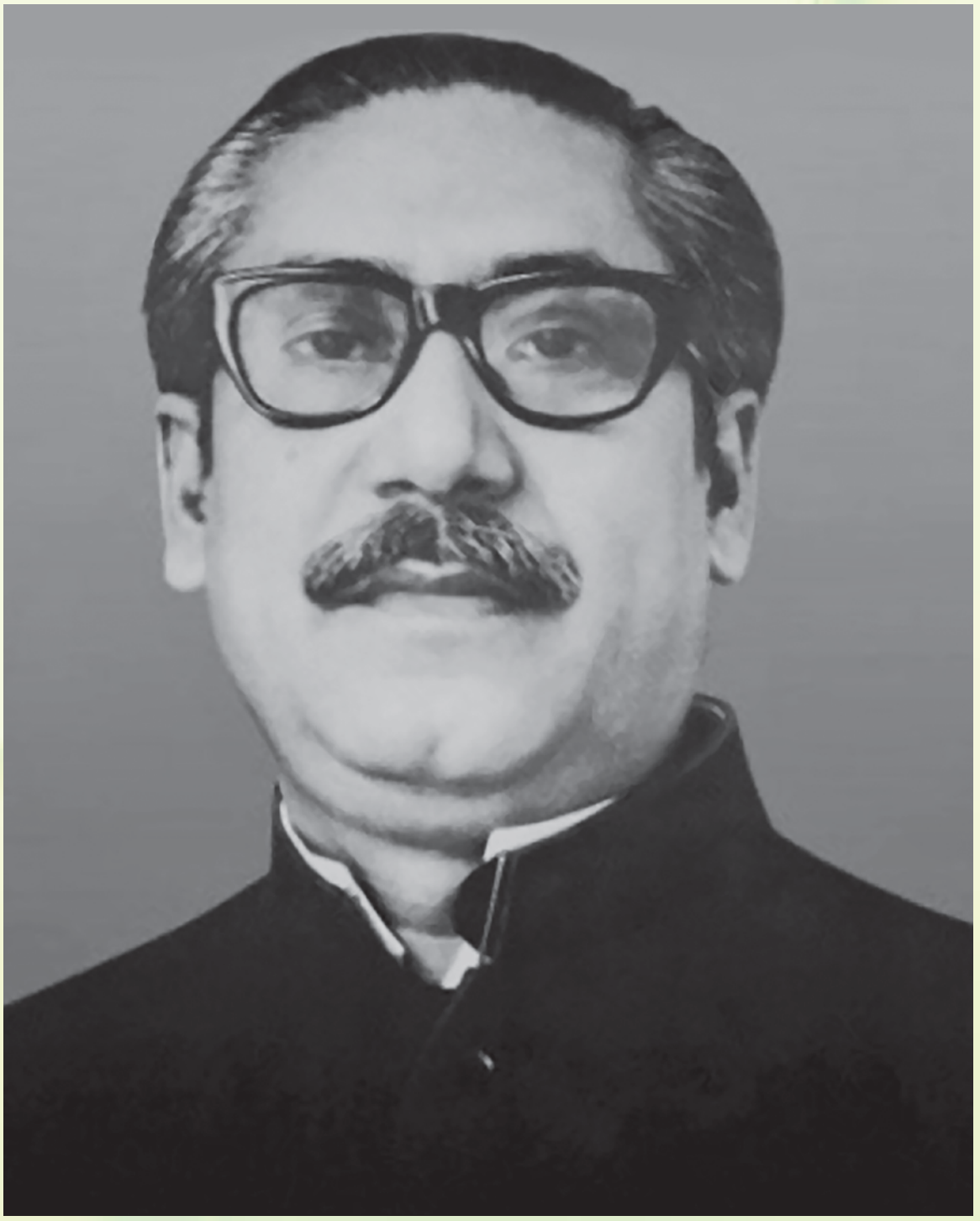

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

শেখ হাসিনা

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

শ ম রেজাউল করিম, এমপি
মন্ত্রী
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

দেশের আপামর জনসাধারণের খাদ্য ও পুষ্টি চাহিদা পূরণ, উদ্যোক্তা তৈরি, কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে বেকারত্ব হ্রাস, গ্রামীণ অর্থনীতি সচল রাখা, রপ্তানি আয় বৃদ্ধিসহ দেশের সামগ্রিক উন্নয়নে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাতের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতার পর দেশ পুনর্গঠন পরিকল্পনায় মৎস্য ও প্রাণিসম্পদের গুরুত্ব অনুধাবন করে সে সময় নানা দূরদর্শী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন। সে সময় বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, "আমরা বাংলাদেশের মানুষ, আমার মাটি আছে, আমার সোনার বাংলা আছে, আমার পাট আছে, আমার মাছ আছে, আমার লাইভস্টক আছে। যদি ডেভেলপ করতে পারি ইনশাল্লাহ এই দিন আমাদের থাকবে না"। জাতির পিতা ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত যে সোনার বাংলার স্বপ্ন দেখেছিলেন তা পূরণে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছেন। তাঁর নেতৃত্বাধীন সরকারের সময়োপযোগী নীতি নির্ধারণ ও কার্যকর পদক্ষেপের ফলে বাংলাদেশ মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাতে অভাবনীয় সাফল্য অর্জন করেছে। বর্তমানে দেশের মোট জিডিপি'র ৪.২৬ শতাংশ এবং কৃষিজ জিডিপি'র ৩৮.০৪ শতাংশ মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাতের অবদান।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সুনির্দিষ্ট দিক নির্দেশনায় মৎস্যখাতে সরকারের সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা গ্রহণ ও এর সফল বাস্তবায়নের ফলে ২০১৬-১৭ অর্থবছরে বাংলাদেশ মাছ উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করেছে। বিগত ১৫ বছরে মৎস্য খাতে সরকারের গবেষণা সাফল্যের ধারাবাহিকতায় এ পর্যন্ত ৪০ প্রজাতির দেশীয় বিলুপ্তপ্রায় মাছের প্রজনন কৌশল ও চাষ পদ্ধতি উদ্ভাবন করা হয়েছে। দেশীয় মাছের সুরক্ষায় ২০২০ সালে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে লাইভ জিন ব্যাংক। সাম্প্রতিক সময়ে দ্রুত বর্ধনশীল ও অধিক উৎপাদনশীল সুবর্ণ রুই উদ্ভাবন মৎস্য বিজ্ঞানীদের অন্যতম সাফল্য। জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার সর্বশেষ প্রতিবেদন অনুযায়ী স্বাদু পানির মাছ উৎপাদনে বাংলাদেশ এখন বিশ্বে ৩য়, চাষের মাছ উৎপাদনে বিশ্বে ৫ম এবং ইলিশ আহরণকারী ১১টি দেশের মধ্যে ১ম। সর্বশেষ ২০২২-২৩ অর্থবছরে দেশে মোট মাছ উৎপাদন হয়েছে ৪৯.১৫ লাখ মেট্রিক টন, যা ২০০৮-০৯ অর্থবছরে মোট উৎপাদনের (২৭.০১ লাখ মেট্রিক টন) চেয়ে প্রায় ৮২ শতাংশ বেশি। জাটকা সংরক্ষণ, অভয়াশ্রম ব্যবস্থাপনা ও প্রধান প্রজনন মৌসুমে মা ইলিশ রক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়ন, মৎস্যজীবীদের ভিজিএফ সহায়তা প্রদান ও বিকল্প কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা গ্রহণের ফলে ইলিশের আহরণ বৃদ্ধি পেয়ে ২০২২-২৩ অর্থবছরে ৫.৭১ লাখ মেট্রিক টনে উন্নীত হয়েছে, যা ২০০৮-০৯ অর্থবছরে মোট উৎপাদনের (২.৯৯ লাখ মেট্রিক টন) চেয়ে প্রায় ৯১ শতাংশ বেশি। দেশের অভ্যন্তরে ও আন্তর্জাতিক বাজারে নিরাপদ ও মানসম্পন্ন মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য সরবরাহের মাধ্যমে রপ্তানি বাজার সম্প্রসারণের লক্ষ্যে ঢাকা, চট্টগ্রাম ও খুলনায় তিনটি আন্তর্জাতিকমানের মাননিয়ন্ত্রণ ল্যাব প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। বর্তমানে বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ চাহিদা মিটিয়েও বিশ্বের ৫২টি দেশে মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য রপ্তানি করছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কূটনৈতিক দূরদর্শীতায় সমুদ্রসীমা বিজয়ের মাধ্যমে সুনীল অর্থনীতির নবদিগন্ত উন্মোচন হয়েছে। সমুদ্রের প্রচলিত ও অপ্রচলিত মৎস্যসম্পদ অনুসন্ধান, সংরক্ষণ ও টেকসই আহরণের লক্ষ্যে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় নানা কার্যক্রম বাস্তবায়ন করেছে। ইতোমধ্যে এ মন্ত্রণালয় থেকে প্রণয়ন করা হয়েছে সামুদ্রিক মৎস্য আইন ২০২০ ও সামুদ্রিক মৎস্য আহরণ নীতিমালা ২০২২। 'সাসটেইনেবল কোস্টাল এন্ড মেরিন ফিশারিজ' প্রকল্পের আওতায় দেশের সমুদ্রসীমায় মনিটরিং, কন্ট্রোল ও সার্ভিল্যান্স জোরদারকরণে ৮ হাজার ৫০০ আর্টিসানাল মৎস্য নৌযান ও ৫টি বাণিজ্যিক মৎস্য নৌযানে প্রযুক্তিভিত্তিক ভেসেল মনিটরিং সিস্টেম সংযোজন করা হয়েছে। চট্টগ্রামে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে জয়েন্ট মনিটরিং সেন্টার। সুনীল অর্থনীতির সম্ভাবনা কাজে লাগাতে গভীর সমুদ্রে টুনা ও সমজাতীয় পেলাজিক মাছ আহরণে পাইলট প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এছাড়া কক্সবাজারে আধুনিক শুটকি পল্লী তৈরির কাজ দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে। পাশাপাশি চট্টগ্রাম ও কক্সবাজারে মৎস্য বন্দর আধুনিকায়নের কাজও চলমান রয়েছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সুযোগ্য নেতৃত্বে বিগত ১৫ বছরে দেশের প্রাণিসম্পদ খাত অভাবনীয় সাফল্য অর্জন করেছে। সরকারের ধারাবাহিক প্রচেষ্টায় মাংস ও ডিম উৎপাদনে বাংলাদেশ স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করেছে এবং দুধ উৎপাদনে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে। প্রাণিসম্পদ খাতে সরকারের গবেষণা উদ্যোগে বিগত ১৫ বছরে দুধ, মাংস ও ডিমের উৎপাদন বৃদ্ধির সহায়ক নতুন নতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবন হয়েছে। এর মধ্যে দেশীয় আবহাওয়ায় পালন উপযোগী অধিক ডিম উৎপাদনশীল ২টি লেয়ার স্ট্রেইন মুরগির জাত 'শুভ্রা' ও 'স্বর্ণা' এবং ১টি অধিক মাংস উৎপাদনকারী মুরগির জাত 'সুবর্ণ' উদ্ভাবন অন্যতম। প্রাণিস্বাস্থ্য সুরক্ষা ও প্রাণিসম্পদের উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে সরকারি উদ্যোগে টিকা উৎপাদন বৃদ্ধি ও এর প্রয়োগ বাড়ানো হয়েছে। অপরদিকে প্রাণিচিকিৎসা সেবা খামারির দোরগোড়ায় পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে দেশের ৬১টি জেলার ৩৬০টি উপজেলায় মোবাইল ভেটেরিনারি ক্লিনিক চালু করা হয়েছে। বিগত চার-পাঁচ বছর যাবৎ ভারত-মিয়ানমার থেকে গবাদিপশু আমদানি ছাড়াই সম্পূর্ণ দেশে উৎপাদিত গবাদিপশু দিয়ে কোরবানির চাহিদা মেটানো সম্ভব হচ্ছে। ২০০৮-'০৯ অর্থবছরে দুধ, মাংস ও ডিম উৎপাদন ছিল যথাক্রমে ২২.৮৬ লাখ মেট্রিক টন, ১০.৮৪ লাখ মেট্রিক টন, এবং ৪৬৯.৬১ কোটি, যা ২০২২-'২৩ অর্থবছরে বেড়ে যথাক্রমে ১৪০.৬৮ লাখ মেট্রিক টন, ৮৭.১০ লাখ মেট্রিক টন এবং ২,৩৩৭.৬৩ কোটিতে উন্নীত হয়েছে। বিগত ১৫ বছরে প্রাণিজ আমিষের প্রধান উৎস দুধ, মাংস ও ডিমের উৎপাদন যথাক্রমে প্রায় ৫ গুণ, ৭ গুণ এবং ৪ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রাণিজাত পণ্যের গুণগতমান রক্ষা ও প্রাণিজাত পণ্য রপ্তানির লক্ষ্যে প্রাণিসম্পদ উৎপাদন উপকরণ ও প্রাণিজাত খাদ্যের মাননিয়ন্ত্রণ ল্যাব প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এছাড়াও বাংলাদেশ জাতীয় চিড়িয়াখানা ও রংপুর চিড়িয়াখানার আধুনিকায়ন ও আন্তর্জাতিকমানের রূপান্তরে মাস্টারপ্ল্যান প্রণয়ন করা হয়েছে।

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাতে উৎপাদন বৃদ্ধির পাশাপাশি সংকট মোকাবিলায়ও সাফল্য দেখিয়েছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন সরকার। এ খাতে করোনা মহামারিতে ক্ষতিগ্রস্ত ৬ লাখ ৭৯ হাজার ৭৭১ জন খামারিকে ৮১৮.৮৩ কোটি টাকা মোবাইল ব্যাংকিং এর মাধ্যমে নগদ আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। এ সময় সরকারের উদ্যোগে ৯ হাজার ৫০০ কোটি টাকা মূল্যের মাছ, মাংস, দুধ, ডিম এবং অন্যান্য মৎস্য ও প্রাণিজাত পণ্য ভ্রাম্যমাণ পদ্ধতিতে বিক্রয় করা হয়েছে। করোনাকালে নানা প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও বিশ্বে যে তিনটি দেশ মাছ উৎপাদনে সাফল্য দেখিয়েছে তার অন্যতম বাংলাদেশ।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন সরকারের ২০০৯ থেকে ২০২৩ মেয়াদে বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকান্ড নিয়ে সংকলন প্রকাশের সিদ্ধান্ত অত্যন্ত সময়োপযোগী বলে আমি মনে করি। এ সংকলনের মাধ্যমে বিগত ১৫ বছরে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাতে সরকারের উন্নয়ন ও অর্জন সম্পর্কে দেশের সর্বস্তরের জনসাধারণ স্বচ্ছ ধারণা পাবে এবং উপকৃত হবেন বলে আমার বিশ্বাস। এ সংকলন উন্নত-সমৃদ্ধ স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার পথে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাতের অর্জিত সাফল্যের এক অনবদ্য দলিল হয়ে থাকবে বলে আমি মনে করি। এ সংকলন প্রস্তুত ও প্রকাশনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

জয়বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক ।

(শ ম রেজাউল করিম এমপি)

ধীরেন্দ্র দেবনাথ শম্ভু, এমপি
সভাপতি
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত
সংসদীয় স্থায়ী কমিটি

বাণী

বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাতের অবদান অসামান্য। খাদ্যে প্রাণিজ আমিষের ৯০ শতাংশ মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাত যোগান দিয়ে থাকে। দেশের আপামর জনসাধারণের পুষ্টির চাহিদা পূরণে সরকার গত ১৫ বছরে এ মন্ত্রণালয়ের আওতায় ব্যাপক কার্যক্রম গ্রহণ করেছে; যার ফলে দেশ আজ মাছ, মাংস ও ডিম উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ। বর্তমান সরকারের 'রূপকল্প-২০৪১' বাস্তবায়নের মাধ্যমে স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণ এবং জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়তে তাঁর-ই সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বলিষ্ঠ নেতৃত্বে যুগোপযোগী টেকসই পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে কাজ করে যাচ্ছে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়। দারিদ্র্য বিমোচন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও নারীর ক্ষমতায়নে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। কৃষি ভিত্তিক অর্থনীতিতে অপার সম্ভাবনাময় এ খাতের সার্বিক উন্নয়ন, সম্প্রসারণ ও অবদানে জাতীয় অর্থনীতি সমৃদ্ধ ও শক্তিশালী হচ্ছে। ফলে দেশের অর্থনীতিতে ইতিবাচক প্রভাবসহ মানুষের মাথাপিছু আয় ও গড় আয়ু আশানুরূপ বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রাণিজ আমিষ মানুষের দৈহিক বৃদ্ধি, ক্ষয়পূরণ ও রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়; যা সুস্থ ও মেধাসম্পন্ন জাতি গঠনে অপরিহার্য। পাশাপাশি মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য এবং প্রাণিজ পণ্য রপ্তানির মাধ্যমে প্রচুর পরিমাণে বৈদেশিক-মুদ্রা অর্জন সম্ভব হচ্ছে।

জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব, করোনা মহামারি ও ইউক্রেন-রাশিয়া যুদ্ধের প্রভাব মোকাবেলা করে দেশীয় উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে খাদ্য নিরাপত্তা ও পুষ্টির যোগান নিশ্চিতে এই খাতের অবদান অসামান্য। বর্তমান সরকার গত ১৫ বছরে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধীনে অনেক প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করেছে; যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো ন্যাশনাল এগ্রিকালচারাল টেকনোলজি পোগ্রাম ফেজ-১ এবং ফেজ-২, ইলিশ সম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা প্রকল্প, সাসটেইনেবল কোস্টাল এন্ড মেরিন ফিশারিজ প্রকল্প, গভীর সমুদ্রে টুনা ও সমজাতীয় পেলাজিক মাছ আহরণে পাইলট প্রকল্প, ক্লাইমেট স্মার্ট এগ্রিকালচার এন্ড ওয়াটার ম্যানেজমেন্ট প্রজেক্ট, লাইভস্টক ও ডেইরি উন্নয়ন প্রকল্প, প্রাণিপুষ্টি উন্নয়ন প্রকল্প এবং জনস্বাস্থ্য সুরক্ষায় ভেটেরিনারি পাবলিক হেলথ সার্ভিস জোরদারকরণ প্রকল্প ইত্যাদি। দেশের মোট জিডিপিতে মৎস্য খাতের অবদান ২.৪৩ শতাংশ, যা কৃষিজ জিডিপির ২২.১৪ শতাংশ এবং মোট জিডিপিতে প্রাণিসম্পদ খাতের অবদান ১.৮৫ শতাংশ যা কৃষিজ জিডিপির ১৬.৫২ শতাংশ। বর্তমানে জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার তথ্য অনুযায়ী, বাংলাদেশ ইলিশ আহরণে বিশ্বে প্রথম, স্বাদু পানির মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির হারে দ্বিতীয়, অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয়ে মাছ আহরণে তৃতীয় এবং তেলাপিয়া চাষে চতুর্থ অবস্থানে রয়েছে। জনসংখ্যার প্রায় ২০ শতাংশ প্রত্যক্ষ এবং ৫০ শতাংশ লোক পরোক্ষভাবে প্রাণিসম্পদ খাতের উপর নির্ভরশীল।

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদের উন্নয়নে ব্যাপক প্রচার-প্রচারণার মাধ্যমে দেশের সাধারণ মানুষের মধ্যে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদের উন্নয়নে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য সরকারের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডের (২০০৯ থেকে ২০২৩ সাল পর্যন্ত) উল্লেখপূর্বক বই প্রকাশের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। আশা করি এ বই মৎস্য ও প্রাণিসম্পদের উৎপাদন বৃদ্ধিতে সহায়ক হবে এবং দেশের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে অগ্রণী ভূমিকা রাখবে।

বইটি প্রকাশের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

(ধীরেন্দ্র দেবনাথ শম্ভু, এমপি)

ড. নাহিদ রশীদ
সচিব
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

কৃষি নির্ভর বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমান সরকার ক্ষমতা গ্রহণের সাথে সাথে মৎস্যসম্পদ ও প্রাণিসম্পদের উৎপাদন বৃদ্ধির বিষয়টি গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করে ব্যাপক ও বহুমুখী কার্যক্রম গ্রহণ করে। জনবান্ধব ও উন্নয়ন বান্ধব বর্তমান সরকারের লক্ষ্য হলো আধুনিক ও বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে প্রাণিজ আমিষের উৎপাদন বৃদ্ধি করে দেশের জনগোষ্ঠীর প্রয়োজনীয় প্রাণিজ আমিষ ও পুষ্টির চাহিদা পূরণ করে সুস্থ-সবল ও মেধাবী প্রজন্ম গড়ে তোলা। এ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সুযোগ্য কন্যা শেখ হাসিনার দূরদর্শী ও প্রাজ্ঞ নেতৃত্বে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণ প্রত্যয়ের ধারাবাহিকতায় মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাতও গবেষণা ও নিরলস প্রচেষ্টার মাধ্যমে নব নব প্রযুক্তি উদ্ভাবনায় সমৃদ্ধ হচ্ছে। এসব নব প্রযুক্তি চাষি ও খামারিদের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেয়ার ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। প্রত্যন্ত অঞ্চলের সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে সারা দেশের মানুষ সরকারের এসব উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডের সুফল ভোগ করছে। দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়ন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, দারিদ্র্য বিমোচন ও নারীর ক্ষমতায়নে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। কৃষি নির্ভর বাংলাদেশের অর্থনীতিতে অপার সম্ভাবনাময় এ খাতের সার্বিক উন্নয়ন, সম্প্রসারণ ও অবদানে দেশের জাতীয় অর্থনীতি সমৃদ্ধ ও শক্তিশালী হচ্ছে।

বর্তমান সরকারের গত ১৫ বছরে (২০০৯-২০২৩) মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধীন বিভিন্ন দপ্তর ও সংস্থার বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডের বিবরণ সম্বলিত একটি পুস্তিকা প্রকাশের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। আমি আশা করি এ প্রকাশনা মৎস্য ও প্রাণিসম্পদের অর্জিত অগ্রগতি সম্পর্কে আপামর জনগণের মনে স্বচ্ছ ধারণা সৃষ্টিতে সক্ষম হবে।

প্রকাশনা কার্যক্রমের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

(ড. নাহিদ রশীদ)

সূচিপত্র

০১	মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়	১৩-২৬
০২	মৎস্য অধিদপ্তর	২৭-৪০
০৩	প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর	৪১-৬২
০৪	বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট	৬৩-৮২
০৫	বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট	৮৩-৯৪
০৬	বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন	৯৫-১১৬
০৭	বাংলাদেশ মেরিন ফিশারিজ একাডেমি	১১৭-১২৬
০৮	বাংলাদেশ ভেটেরিনারি কাউন্সিল	১২৭-১৩৪
০৯	মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তর	১৩৫-১৪০

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়

www.mofl.gov.bd

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলা বিনির্মাণের লক্ষ্যে ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত উন্নতসমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ে তুলতে তাঁর সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। বঙ্গবন্ধু কন্যার উদ্ভাবনী ও দূরদর্শী নেতৃত্বে বাংলাদেশ দ্রুত উন্নয়নের পথে অগ্রসর হচ্ছে। অপ্রতিরোধ্য এ উন্নয়ন অগ্রযাত্রায় মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাত অন্যতম অংশীদার। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন কৃষিবান্ধব সরকারের একটানা ১৫ বছর মেয়াদে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় সকলের জন্য নিরাপদ, পর্যাপ্ত ও মানসম্মত প্রাণিজ আমিষ সরবরাহের লক্ষ্য নিয়ে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। দেশের মানুষের খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তায় কার্যকর ভূমিকা রাখছে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাত। পাশাপাশি উদ্যোক্তা তৈরি, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, দারিদ্র বিমোচন, গ্রামীণ অর্থনীতি সচল রাখা ও রপ্তানি আয়ে অব্যাহত ভূমিকা রেখে চলেছে এ খাত। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রাজ্ঞ নেতৃত্ব, পৃষ্ঠপোষকতা ও সার্বিক দিক নির্দেশনায় এটি সম্ভব হয়েছে। তাঁর নেতৃত্বে দেশের মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাতে বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধন হয়েছে।

মৎস্য খাতের অর্জন:

- **মৎস্য উৎপাদনে সাফল্য:** মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সুনির্দিষ্ট দিক নির্দেশনায় মৎস্যখাতে সরকারের সুদুরপ্রসারী ও বাস্তবভিত্তিক পরিকল্পনা গ্রহণ ও এর সফল বাস্তবায়নের ফলে ২০১৬-'১৭ অর্থবছরে বাংলাদেশ মাছ উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করেছে। সর্বশেষ ২০২২-'২৩ অর্থবছরে মাছ উৎপাদন হয়েছে ৪৯.১৫ লাখ মেট্রিক টন; যা ২০০৮-'০৯ অর্থবছরের মোট উৎপাদনের (২৭.০১ লক্ষ মে. টন) চেয়ে প্রায় ৮২ শতাংশ বেশি। সরকারের বাস্তবভিত্তিক পদক্ষেপের কারণে রুই জাতীয় মাছের উৎপাদন বৃদ্ধির পাশাপাশি পাঙ্গাস, তেলাপিয়া, কৈ, পাবদা, গুলসা ও শিং-মাগুর মাছ উৎপাদনে নীরব বিপ্লব সাধিত হয়েছে।
- **মৎস্য উৎপাদনে আন্তর্জাতিক অর্জন:** জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (এফএও) এর 'দ্য স্টেট অব ওয়ার্ল্ড ফিশারিজ অ্যান্ড অ্যাকুয়াকালচার ২০২২' শীর্ষক প্রতিবেদন অনুযায়ী চাষের মাছ উৎপাদনে বাংলাদেশ বিশ্বে ৩য় অবস্থান অর্জন করেছে (বিগত ৬ বছর ধরে পঞ্চম অবস্থানে ছিল)। এ প্রতিবেদন অনুযায়ী বাংলাদেশ স্বাদু পানির মাছ উৎপাদনেও বিশ্বে ৩য়, ইলিশ আহরণে ১ম, মুক্ত জলাশয়ে (অভ্যন্তরীণ ও মেরিন) মাছ আহরণে ১০ম অবস্থানে, সামুদ্রিক ও উপকূলীয় ক্রাস্টাশিয়ান্স ও ফিনফিস উৎপাদনে যথাক্রমে ৮ম ও ১১তম অবস্থানে এবং তেলাপিয়া উৎপাদনে বিশ্বে ৪র্থ ও এশিয়ায় ৩য় স্থানে রয়েছে।
- **জিডিপিতে মৎস্য খাতের অবদান:** দেশের মোট জিডিপি'র ২.৪১ শতাংশ এবং কৃষিজ জিডিপি'র ২১.৫২ শতাংশ মৎস্য খাতের অবদান (বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা, ২০২৩)।
- **রপ্তানি আয়ে ভূমিকা:** বর্তমানে দেশের রপ্তানি আয়ের ১.২৪ শতাংশ আসে মৎস্য খাত হতে। বিশ্বের ৫০টির অধিক দেশে মাছ রপ্তানি হয়। সর্বশেষ ২০২২-'২৩ অর্থবছরে ৬৯,৮৮.৫৯ মেট্রিক টন মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য রপ্তানির মাধ্যমে ৪,৭৯০.৩৪ কোটি টাকা আয় হয়েছে।

- **নিরাপদ ও স্বাস্থ্যসম্মত মৎস্য উৎপাদন:** দেশের অভ্যন্তরীণ বাজারসহ আন্তর্জাতিক বাজারে স্বাস্থ্যকর ও নিরাপদ মৎস্য ও মৎস্যপণ্য সরবরাহের লক্ষ্যে মৎস্য অধিদপ্তরের আওতায় তিনটি আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন মৎস্য মাননিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরি স্থাপন ও পরিচালনা করা হচ্ছে। প্রণীত হয়েছে মৎস্য ও মৎস্য পণ্য (পরিদর্শন ও মাননিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০২০। এছাড়া নিরাপদ মাছ উৎপাদন নিশ্চিতকরণে মৎস্য খাদ্য ও পশু খাদ্য আইন, ২০১০, মৎস্য খাদ্য বিধিমালা, ২০১০ এবং মৎস্যখাদ্য ও পশুখাদ্য উৎপাদন এবং বিপণন ব্যবস্থাপনা নির্দেশিকা, ২০২০ প্রণয়ন করা হয়েছে। দেশে চিংড়ি উৎপাদনের সকল স্তরে উত্তম মৎস্যচাষ অনুশীলন করা হচ্ছে। আন্তর্জাতিক বাজারের চাহিদার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে নিরাপদ ও মানসম্মত চিংড়ি উৎপাদন নিশ্চিতকরণে স্ট্যান্ডার্ড অপারেশন প্রসিডিউর (এসওপি) ম্যানুয়াল প্রণয়ন করা হয়েছে। মৎস্যচাষ পর্যায়ে ঔষধের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণের জন্য 'অ্যাকুয়াকালচার মেডিসিনাল প্রোডাক্টস নিয়ন্ত্রণ নির্দেশিকা' প্রণয়ন করা হয়েছে এবং মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়িত হচ্ছে। নিরাপদ মৎস্য ও মৎস্যপণ্য উৎপাদন নিশ্চিতকরণার্থে উৎপাদনের বিভিন্ন পর্যায়ে নিষিদ্ধ এন্টিবায়োটিকসহ ক্ষতিকর রাসায়নিকের রেসিডিউ দূষণ মনিটরিং এর জন্য ২০০৮ সাল হতে প্রতি বছর ন্যাশনাল রেসিডিউ কন্ট্রোল প্ল্যান প্রণয়ন এবং সে অনুযায়ী মাছ ও চিংড়ির নমুনা পরীক্ষা করা হচ্ছে।

- **কর্মসংস্থান:** বর্তমানে দেশের মোট জনগোষ্ঠীর প্রায় ১৪ লাখ নারীসহ ১৯৫ লক্ষ বা ১২ শতাংশের অধিক লোক মৎস্য খাতে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করছে।

- **ইলিশ ও বাগদা চিংড়ির জিআই সনদ অর্জন:** বাংলাদেশের ইলিশ ও বাগদা চিংড়ি জিআই (ভৌগলিক নির্দেশক) পণ্য হিসেবে স্বীকৃতি অর্জন করেছে। এ দুটি মাছ বিশ্ব পরিমন্ডলে বাংলাদেশের নিজস্ব অবস্থান তৈরি করেছে। ফলে রপ্তানি বৃদ্ধির সম্ভাবনা বহুলাংশে বৃদ্ধি পাবে।

- **ইলিশ সম্পদ ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়ন:** একক প্রজাতি হিসেবে দেশের মোট উৎপাদিত মাছের প্রায় ১২ শতাংশ ইলিশের অবদান। জাটকা সংরক্ষণ, অভয়াশ্রম ব্যবস্থাপনা ও প্রজননক্ষম মা ইলিশ রক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়নের ফলে ইলিশের আহরণ ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেয়ে ২০২২-২৩ অর্থবছরে ৫.৭১ লাখ মেট্রিক টনে উন্নীত হয়েছে যা ২০০৮-০৯ অর্থবছরে ছিল ২.৯৯ লক্ষ মেট্রিক টন। জাটকা সংরক্ষণে ২০০৯-১০ হতে ২০২২-২৩ অর্থবছর পর্যন্ত মোট ৫,২৮,৪৮৫.৫৬ মেট্রিক টন এবং মা ইলিশ সংরক্ষণে ২০১৬-১৭ হতে ২০২২-২৩ অর্থবছর পর্যন্ত ৬৬,৪৬২.৩৬ মেট্রিক টন চাল মৎস্য আহরণে বিরত মৎস্যজীবীদের খাদ্য সহায়তা (ভিজিএফ) প্রদান করা হয়েছে। মূলতঃ ভিজিএফ কর্মসূচির সফল বাস্তবায়নের ফলেই ইলিশের আকার ও উৎপাদন দুটোই বৃদ্ধি পেয়েছে।

- **সুনীল অর্থনীতিতে মৎস্য খাত:** সুনীল অর্থনীতির বিকাশে সমুদ্রে প্রচলিত ও অপ্রচলিত মৎস্যসম্পদ অনুসন্ধান, সংরক্ষণ ও টেকসই আহরণের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। স্বল্প, মধ্যম ও দীর্ঘমেয়াদি সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ উন্নয়ন কর্মকৌশল প্রণয়ন ও তা এসডিজির সাথে সমন্বয় করে হালনাগাদ করা হয়েছে। সামুদ্রিক মৎসের টেকসই আহরণ ও ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে সামুদ্রিক মৎস্য আইন, ২০২০ ও সামুদ্রিক মৎস্য আহরণ নীতিমালা ২০২২ প্রণয়ন করা হয়েছে। উপকূলীয় ও সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে 'সাসটেইনেবল কোস্টাল এন্ড মেরিন ফিসারিজ' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় বাংলাদেশের সমুদ্রসীমায় মনিটরিং, কন্ট্রোল ও সার্ভিল্যান্স জোরদারকরণে বঙ্গবন্ধু-১ স্যাটেলাইটের ব্যান্ডউইথ ব্যবহার করে ভেসেল

মনিটরিং সিস্টেম প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এ জন্য চট্টগ্রামে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে জয়েন্ট মনিটরিং সেন্টার। এ পর্যন্ত ৮৫০০টি আর্টিসনাল মৎস্য নৌযান ও ৫টি বাণিজ্যিক মৎস্য নৌযান প্রযুক্তিভিত্তিক ভেসেল মনিটরিং সিস্টেমের আওতায় আনা হয়েছে। সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদের টেকসই ব্যবহার এবং ব্যবস্থাপনাসহ সামগ্রিক পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং ভবিষ্যত নীতি নির্ধারণে তৈরি করা হচ্ছে মেরিন স্পেশাল প্ল্যানিং, যা সামুদ্রিক মৎস্য খাতে একটি মাইলফলক হিসেবে কাজ করবে। সুনীল অর্থনীতির সম্ভাবনা কাজে লাগাতে 'গভীর সমুদ্রে টুনা ও সমজাতীয় পেলাজিক মাছ আহরণে পাইলট প্রকল্প' বাস্তবায়ন করা হচ্ছে যা সুনীল অর্থনীতিতে নতুন মাত্রা সংযোজনের পাশাপাশি দেশের খাদ্য নিরাপত্তায় উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখবে। তাছাড়া ইতোমধ্যে বাংলাদেশ Indian Ocean Tuna Commission (IOTC) এর সদস্যপদ অর্জন করেছে। সামুদ্রিক মাছের মজুদ নিরূপণে মৎস্য গবেষণা ও জরিপ জাহাজ 'আর ভি মীন সন্ধানী' বঙ্গোপসাগরে ৪৪টি সার্ভে ক্রুজ পরিচালনা করেছে।

- **মৎস্য খাতে গবেষণায় সাফল্য:** দেশীয় মাছ সংরক্ষণের অংশ হিসেবে ৩৭ প্রজাতির দেশীয় বিলুপ্তপ্রায় মাছের প্রজনন কৌশল ও চাষ পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট। এ ইনস্টিটিউট প্রথমবারের মতো প্রতিষ্ঠা করেছে দেশীয় মাছের লাইভ জিন ব্যাংক। এ জিন ব্যাংকে এখন পর্যন্ত ১০২ প্রজাতির মাছ সংরক্ষিত আছে। এছাড়া এ প্রতিষ্ঠান রুই মাছের দ্রুত বর্ধনশীল ও অধিক উৎপাদনশীল নতুন জাত বিএফআরআই সুবর্ণ রুই উদ্ভাবন করা হয়েছে। ইলিশের প্রধান প্রজনন মৌসুম নির্ধারণ ও নতুন অভয়াশ্রম প্রতিষ্ঠা, কৈ মাছের ভ্যাকসিন তৈরি, মিঠা পানির ঝিনুকে মুক্তা উৎপাদন, কুঁচিয়া ও শীলা কাঁকড়ার পোনা উৎপাদনে সফলতা, বাণিজ্যিক গুরুত্বসম্পন্ন প্রজাতির সীউইড চাষ পদ্ধতি উদ্ভাবন প্রভৃতি বিগত ১৫ বছরের উল্লেখযোগ্য অর্জন। ইলিশ সম্পদ উন্নয়ন ও দেশীয় প্রজাতির মৎস্য সংরক্ষণে অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট একুশে পদক ২০২০ অর্জন করেছে।

- **জেলেদের নিবন্ধন ও পরিচয়পত্র প্রদান:** মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় জেলেদের নিবন্ধন ও পরিচয়পত্র প্রদান নির্দেশিকা ২০১৯ অনুমোদন ও তা বাস্তবায়ন করেছে। এ পর্যন্ত ১৭ লক্ষ ৩৭ হাজার ৭৮৬ জন মৎস্যজীবী-জেলেদের নিবন্ধন ও ডাটাবেইজ তৈরি এবং ১৪ লক্ষ ২০ হাজার জেলেদের পরিচয়পত্র প্রদান করা হয়েছে। এর মধ্যে ৩ লক্ষ ১১ হাজার ৬২ জন সামুদ্রিক মৎস্যজীবী-জেলেদের ডাটাবেইজ তৈরি করা হয়েছে।

- **মৎস্য খাতে তাৎক্ষণিক সেবা:** মৎস্য খাতে তাৎক্ষণিক সেবা প্রদানের লক্ষ্যে কল সেন্টার চালু করা হয়েছে।

প্রাণিসম্পদ খাতে অর্জন

- **প্রাণিসম্পদের উৎপাদন বৃদ্ধি:** বাংলাদেশ মাংস ও ডিম উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করেছে এবং দুধ উৎপাদনে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধন হয়েছে। ২০০৮-০৯ অর্থবছরে দুধ, মাংস ও ডিম উৎপাদন ছিল যথাক্রমে ২২.৮৬ লাখ মেট্রিক টন, ১০.৮৪ লাখ মেট্রিক টন, এবং ৪৬৯.৬১ কোটি, যা ২০২২-২৩ অর্থবছরে বেড়ে যথাক্রমে ১৪০.৬৮ লাখ মেট্রিক টন, ৮৭.১০ লাখ মেট্রিক টন এবং ২৩৩৭.৬৩ কোটিতে উন্নীত হয়েছে। বিগত ১৫ বছরে প্রাণিজ আমিষের প্রধান উৎস দুধ, মাংস ও ডিমের উৎপাদন যথাক্রমে প্রায় ৫ গুণ, ৭ গুণ এবং ৪ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। পাশাপাশি জনপ্রতি দুধ, মাংস ও ডিমের প্রাপ্যতাও বৃদ্ধি পেয়েছে।
- **দেশে উৎপাদিত পশুতে কোরবানির চাহিদা পূরণ:** বিগত চার-পাঁচ বছর যাবৎ ভারত-মিয়ানমার থেকে গবাদিপশু আমদানি ছাড়া দেশে উৎপাদিত গবাদিপশু দিয়ে কোরবানির চাহিদা মেটানো সম্ভব হচ্ছে। প্রাণিসম্পদ খাতে এটি অত্যন্ত বড় অর্জন।
- **জিডিপিতে প্রাণিসম্পদের অবদান:** জিডিপিতে প্রাণিসম্পদ উপখাতের অবদান ১.৮৫ শতাংশ এবং জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার ৩.২৩ শতাংশ। মোট কৃষিজ জিডিপিতে প্রাণিসম্পদ খাতের অবদান ১৬.৫২ শতাংশ ও আর্থিক মূল্যে যার পরিমাণ ৭৩,৫৭১ কোটি টাকা (বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা, ২০২৩)।
- **আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে স্বীকৃতি:** জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার প্রতিবেদন অনুযায়ী গবাদিপশু উৎপাদনে বাংলাদেশের অবস্থান বিশ্বে ১২তম। ছাগলের দুধ উৎপাদনে বিশ্বে দ্বিতীয়, আর ছাগলের সংখ্যা ও মাংস

উৎপাদনে বিশ্বে চতুর্থ। এফএওসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার মতে গবাদিপশুর জাতগত বৈচিত্র্যের দিক থেকেও বাংলাদেশ সমৃদ্ধ।

- **প্রাণিস্বাস্থ্য সুরক্ষায় সাফল্য:** প্রাণিস্বাস্থ্য সুরক্ষা ও প্রাণিসম্পদের উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে সরকারি উদ্যোগে টিকা উৎপাদন বৃদ্ধি ও এর প্রয়োগ বাড়ানো হয়েছে। ২০২১-২২ অর্থবছরে প্রাণিসম্পদ গবেষণা প্রতিষ্ঠান প্রায় ৩২.০৫ কোটি টিকা উৎপাদন করেছে এবং ৩১.৯২ কোটি ডোজ টিকা প্রয়োগ করেছে। অপরদিকে প্রাণিচিকিৎসা সেবা খামারির দোরগোড়ায় পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে 'শেখ হাসিনার উপহার, প্রাণির পাশেই ডাক্তার' এ স্লোগানকে সামনে রেখে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের মাধ্যমে দেশের ৬১টি জেলার ৩৬০টি উপজেলায় মোবাইল ভেটেরিনারি ক্লিনিক চালু করা হয়েছে। ফলে অসুস্থ প্রাণীকে এখন আর হাসপাতালে নিতে হয় না, হাসপাতাল প্রাণীর কাছে পৌঁছে যায়।

- **প্রাণিসম্পদ খাতে গবেষণায় সাফল্য:** দেশের ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার খাদ্য ও পুষ্টি চাহিদা পূরণে দুধ, মাংস ও ডিমের উৎপাদন বৃদ্ধির সহায়ক নতুন নতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবন করছে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএলআরআই)। এ ইনস্টিটিউট প্রাণিসম্পদ খাতে এ পর্যন্ত ৯৩টি প্রযুক্তি ও প্যাকেজ উদ্ভাবন করেছে; যার মধ্যে ৬৩টি খামারি পর্যায়ে হস্তান্তর করা হয়েছে। বিগত ১৫ বছরে বিএলআরআই মোট ৯টি প্রজাতির ২৭টি প্রাণী ও পোল্ট্রি (গরু, মহিষ, ছাগল, ভেড়া, মুরগি, হাঁস, কবুতর, কোয়েল ও তিতির) জাত সংরক্ষণ ও উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য গবেষণা কার্যক্রম বাস্তবায়ন করেছে। এর মধ্যে রেড চিটাগাং ক্যাটেল জাত হিসেবে জাতীয় পর্যায়ে স্বীকৃতি পেয়েছে। এছাড়া বিএলআরআই দেশীয় আবহাওয়ায় পালন উপযোগী অধিক ডিম উৎপাদনশীল ২টি লেয়ার স্ট্রেইন মুরগির জাত 'শুভ্রা' ও 'স্বর্ণা' এবং ১টি অধিক মাংস উৎপাদনকারী মুরগির জাত 'সুবর্ণ' উদ্ভাবন করেছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০১১ সালে শুভ্রা জাত খামারি পর্যায়ে সম্প্রসারণের জন্য উন্মুক্ত করেছেন। এ গবেষণা প্রতিষ্ঠান উচ্চ ফলনশীল ও লবণসহিষ্ণু ঘাসের জাতও উদ্ভাবন করেছে। উদ্ভাবন করেছে প্রাণিরোগ প্রতিরোধে ৬টি ভ্যাকসিন। এছাড়া প্রাণিসম্পদ খাতে অ্যান্টিবায়োটিকের যথেচ্ছ ও ক্ষতিকর ব্যবহার নিয়ন্ত্রণে প্রথমবারের মতো প্রতিষ্ঠা করেছে আন্তর্জাতিকমানের 'অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল রেজিট্যান্স গবেষণাগার'।

- **নিরাপদ ও মানসম্মত প্রাণিজাত খাদ্য উৎপাদন:** নিরাপদ ও মানসম্মত দুধ, ডিম ও মাংস উৎপাদনে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের মাধ্যমে আন্তর্জাতিকমানের প্রাণিসম্পদ উৎপাদন উপকরণ ও প্রাণিজাত খাদ্যের মাননিয়ন্ত্রণ গবেষণাগার প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এছাড়া গবাদিপশুর নিরাপদ ও সুষম খাদ্য সরবরাহ নিশ্চিতে এ প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে টিএমআর (টোটাল মিক্সড রেশন) প্ল্যান্ট স্থাপন করা হয়েছে। ফলে নিরাপদ মাংসসহ বিভিন্ন প্রাণিজাত ভ্যালু অ্যাডেড পণ্য উৎপাদন ও রপ্তানির সম্ভাবনা বহুগুণ বেড়ে গেছে ।

- **কর্মসংস্থান:** বিগত ১৫ বছরে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর প্রায় ৯২ লাখ কৃষক, খামারি ও যুবকদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে দিয়েছে। বর্তমানে দেশের মোট জনসংখ্যার ২০ শতাংশ প্রত্যক্ষ ও ৫০ শতাংশ পরোক্ষভাবে প্রাণিসম্পদ খাতে সম্পৃক্ত রয়েছে।

- **চিড়িয়াখানার মাস্টারপ্ল্যান প্রণয়ন ও আইন প্রণয়ন:** বাংলাদেশ জাতীয় চিড়িয়াখানা ও রংপুর চিড়িয়াখানার আধুনিকায়ন ও আন্তর্জাতিকমানে রূপান্তরে মাস্টারপ্ল্যান প্রণয়ন করা হয়েছে। এছাড়া চিড়িয়াখানা আইন প্রণয়নের কাজও চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে।
- **প্রাণিসম্পদ খাতে তাৎক্ষনিক সেবা:** প্রাণিসম্পদ খাতে তাৎক্ষণিক সেবা প্রদানে কল সেন্টার সুবিধা চালু করা হয়েছে।

কোভিড-১৯ মোকাবেলায় গৃহীত কার্যক্রম:

মন্ত্রণালয়ের অধীন সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীদের মধ্যে কোভিড-১৯ বিষয়ে ব্যাপক সচেতনতামূলক কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। সামাজিক দূরত্ব মেনে চলা, মাস্ক পরিধান করা, বার বার সাবান দিয়ে হাত-মুখ ধোয়া, স্যানিটাইজার ব্যবহার করা ইত্যাদির মাধ্যমে কোভিড-১৯ প্রতিরোধের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। করোনা ভাইরাস সংক্রমণ ঠেকাতে সরকার দেশব্যাপী লকডাউন ঘোষণা করে। তবে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদের মত নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের উৎপাদন, সরবরাহ ও বাজারজাতকরণ ব্যবস্থা সচল রাখতে সরকার নির্দেশনা প্রদান করে। বিষয়টির গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে মৎস্য অধিদপ্তর ও প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে স্থানীয় প্রশাসনের সহযোগিতায় মাছ, মাংস, দুধ, ডিমসহ মাছের পোনা, পোল্ট্রি/পশু/মৎস্য খাদ্য, কৃত্রিম প্রজননসহ প্রাণী চিকিৎসা কাজে ব্যবহৃত ঔষধ, টিকা, সরঞ্জামাদি সরবরাহ এবং বিপণন ব্যবস্থা চালু রাখা হয়। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে মাছ, মাংস, দুধ ও ডিম সম্পর্কে জনমনে বিভ্রান্তিকর অপপ্রচার রোধে বাংলাদেশ বেতার, বাংলাদেশ টেলিভিশনসহ অন্যান্য মিডিয়াতে প্রাণিজ বিভিন্ন উপজাত গ্রহণের উপকারিতা এবং রোগ প্রতিরোধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখার বিষয়ে সচেতনতামূলক প্রচারণাসহ বিভিন্ন মোবাইল অপারেটরের সহযোগিতায় সকল গ্রাহকের নিকট **“নিয়মিত মাছ, মাংস, দুধ ও ডিম খাই- রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াই”** শীর্ষক SMS প্রেরণ করা হয়।

উৎপাদিত মাছ ও মৎস্যজাত পণ্য এবং প্রাণী ও প্রাণিজাত পণ্য বাজারজাতকরণে ভ্রাম্যমাণ বাজার ব্যবস্থা চালু করা হয়। স্থানীয় প্রশাসনের সহযোগিতায় মৎস্য অধিদপ্তর ও প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ভ্রাম্যমাণ ও অনলাইন বিক্রয় ব্যবস্থার মাধ্যমে কোভিডকালে প্রায় ৯৫০০ কোটি টাকা মূল্যের মাছ, মাংস, দুধ, ডিম এবং অন্যান্য মৎস্য ও প্রাণিজাত দ্রব্য বিক্রয় করা হয়েছে। তাছাড়া অনলাইনে কোরবানির পশু বিক্রয় কার্যক্রমও চালু করা হয়।

কোভিডকালে প্রদত্ত প্রণোদনা:

কোভিড-১৯ এ ক্ষতিগ্রস্ত ৬ লক্ষ ৭৯ হাজার ৭৭১ জন খামারিকে ৮১৮.৮৩ কোটি টাকা মোবাইল ব্যাংকিং এর মাধ্যমে নগদ আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। এ সময়ে ১ লক্ষ ৫৫ হাজার ৯৭২ জনকে ৮৪ কোটি টাকার উৎপাদন উপকরণ বিতরণ করা হয়েছে। এছাড়া মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ প্রণোদনা প্যাকেজের আওতায় ক্ষতিগ্রস্ত ৬৩ হাজার ৮১ জন খামারিকে ১৪৪৩ কোটি টাকা সহজশর্তে ঋণ সহায়তা দেয়া হয়েছে। জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার তথ্য মতে করোনার মধ্যেও বিশ্বের যে তিনটি দেশ মাছ উৎপাদনে সাফল্য দেখিয়েছে তার মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম।

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি এবং উদ্ভাবন সংক্রান্ত কার্যক্রম:

- **ই-ফাইলিং:** দ্রুততম সময়ে নথি অনুমোদন, নথি ব্যবস্থাপনায় স্বচ্ছতা আনয়ন এবং পেপারলেস দপ্তর বিনির্মাণের লক্ষ্যে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সকল শাখায় ই-ফাইলিং সিস্টেম চালু করা হয়েছে। অত্র মন্ত্রণালয়ে ৯০%-এর অধিক কার্যক্রম ই-নথিতে নিষ্পত্তি করা হচ্ছে। ই-নথিঃ https://www.nothi.gov.bd/
- **ই-প্রকিউরমেন্ট:** সরকারি ক্রয় কার্যক্রমে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা এবং উন্মুক্ত প্রতিযোগিতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় মার্চ/২০১৮ হতে ই-প্রকিউরমেন্ট কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। ই-প্রকিউরমেন্টঃ https://www.eprocure.gov.bd/
- **দাপ্তরিক ই-মেইল সিস্টেম চালুকরণ:** মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের নিজস্ব ডোমেইন ওয়েবমেইল সার্ভিস চালু করেছে। ব্যবহারকারী ই-মেইল আইডি তৈরিসহ গ্রুপ মেইল প্রেরণের ব্যবস্থা আছে। দাপ্তরিক ই-মেইল: https://mail.mofl.gov.bd/
- **ওয়েবপোর্টাল ও ওয়েবসাইটে ই-সার্ভিসসমূহ:** মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সকল দপ্তর/সংস্থার প্রধান কার্যালয়সহ বিভাগ, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের সকল দপ্তর জাতীয় ওয়েবপোর্টালের সংগে সংযুক্ত হয়েছে। জনগণের সেবা সংক্রান্ত তথ্যাদি, সুশাসন সংক্রান্ত তথ্যাদি, প্রজ্ঞাপন, অফিস আদেশ, নোটিশ, আইন, বিধি ও নীতিমালা, বিভিন্ন ফরমসহ প্রয়োজনীয় তথ্যাদি ওয়েবপোর্টালে আপলোড করা হচ্ছে এবং তা নিয়মিত হালনাগাদ করা হচ্ছে।

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের ওয়েবপোর্টাল: https://mofl.gov.bd/ অথবা https://মপ্রাম.বাংলা/

- **মাতৃভাষা বাংলায় ডোমেইন চালু:** ইংরেজি ভাষার পাশাপাশি বাংলা ভাষায় ইতিমধ্যে অত্র মন্ত্রণালয়ের ওয়েবপোর্টাল সংযুক্ত করা হয়েছে। ইহা প্রচারের লক্ষ্যে ইতিমধ্যে আওতাধীন সকল দপ্তর/সংস্থাসহ সকল মন্ত্রণালয় ও বিভাগকে পত্র প্রেরণ করে জানানো হয়েছে। বাংলা ডোমেইন এ মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইট: https://মপ্রাম.বাংলা/
- **মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের ডাটাবেইজ:** মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের ডাটাবেইজ তথা পিডিএস প্রস্তুত করা হয়েছে। ফলে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের চাকুরি সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্যাদি, চাকুরির ইতিহাস, বিভিন্ন ধরণের ব্যক্তিগত তথ্যাদি, পিআরএল গমনসহ যাবতীয় তথ্যাদি সহজেই সংরক্ষণ ও ব্যবহার করা যাচ্ছে। ফলে, দাপ্তরিক বিভিন্ন সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়তা হচ্ছে।

- **মন্ত্রণালয়ের অনলাইন আইসিটি সল্যুশন সিস্টেম চালুকরণ:** মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের আইসিটি সেল হতে প্রদেয় সার্ভিস সংক্রান্ত একটি ডাটাবেইস প্রস্তুত করা হয়েছে। খুব সহজেই কে, কখন কি কাজ করছে তা অবলোকন করতে পারে।

- **উচ্চগতিসম্পন্ন ইন্টারনেট ও নেটওয়ার্কিং সিস্টেম স্থাপন:** ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে উচ্চগতি সম্পন্ন ইন্টারনেট ও নেটওয়ার্কিং সিস্টেম একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় অপটিক্যাল ফাইবারের মাধ্যমে ২৫০ এমবিপিএস ইন্টারনেট সংযোগ গ্রহণ করেছে। সার্ভার, রাউটার এবং ম্যানেজেবল সুইচের মাধ্যমে মন্ত্রণালয় নেটওয়ার্কিং এর আওতায় আনা হয়েছে। মন্ত্রণালয়ের সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ-কে দাপ্তরিক কাজে ইন্টারনেট ব্যবহারের সুবিধা প্রদান করা হয়েছে।

- **DIGITAL MoFL:** মন্ত্রণালয়ের দাপ্তরিক কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে এবং সঠিক সময়ে সম্পন্ন করার জন্য বিভিন্ন তথ্যের প্রয়োজন হয়। সকল তথ্য একই প্ল্যাটফর্মে পাওয়া যায় না। মোবাইল এ্যাপস এবং সার্ভিসগুলোর লিংক খুজে পেতে অনেক সমস্যা হয় এবং অনেকক্ষেত্রে পাওয়া যায় না। ফলশ্রুতিতে মন্ত্রণালয়ের সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীদের কম্পিউটারে আলাদা আলাদাভাবে বুকমার্ক করে দিতে হয়। অত্র মন্ত্রণালয়ের সকল ডিজিটাল সেবাসমূহ একত্রে না থাকায় মন্ত্রণালয়ের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীসহ সিটিজেনদের ভোগান্তি পোহাতে হয়। ক্ষেত্রবিশেষে আইসিটি পার্সোনালদের সহযোগিতা প্রয়োজন হয়। উল্লিখিত সমস্যার ফলে অনেক সময়ক্ষেপণ হয় এবং দাপ্তরিক কাজ বিঘ্নিত হয়। সকল সার্ভিসসমূহ, সিটিজেন সেবাসমূহের তথ্য, মোবাইল এ্যাপসসমূহ এবং দাপ্তরিক কাজে ব্যবহৃত সকল ওয়েব পোর্টালগুলো বুকমার্ক হিসেবে এক প্ল্যাটফর্মে নিয়ে আসার জন্য এই উদ্ভাবনী ধারণা বাস্তবায়ন করা হয়েছে। **Digital MoFL**: http://is.mofl.gov.bd:৩১০৭/

- **অনলাইন ছুটি ব্যবস্থাপনা:** "অনলাইন ছুটি ব্যবস্থাপনা" ডিজিটাল সেবার মাধ্যমে যে কোন উপজেলা, জেলা, বিভাগসহ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থা এবং মন্ত্রণালয় পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ বিভিন্ন ধরণের ছুটির আবেদন করতে পারবে। সিস্টেমের মাধ্যমে যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে উক্ত সিস্টেমেই ছুটির প্রত্যাশী ছুটি মঞ্জুর সংক্রান্ত সেবা পাবে। এছাড়া, "অনলাইন ছুটি ব্যবস্থাপনা" সেবাটির একটি ডাইনামিক ড্যাশবোর্ড রয়েছে যার মাধ্যমে যেকোন ব্যবহারকারী তাঁর ড্যাশবোর্ড দেখতে পাবে এবং প্রয়োজনে বিভিন্ন তথ্য অনুসন্ধান করা যাবে। ফলশ্রুতিতে, ছুটি সেবা কার্যক্রম সহজে, স্বল্প সময়ে এবং ডিজিটালি ব্যবস্থাপনা ও সম্পাদনা করা যাবে। "অনলাইন ছুটি ব্যবস্থাপনা" ডিজিটাল সেবাটি মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে (www.mofl.gov.bd) ই-সার্ভিস মেন্যুতে সংযুক্ত ছবি মোতাবেক পাওয়া যাবে এবং নির্ধারিত মেন্যুতে ক্লিক করে সিস্টেমে প্রবেশ ও ছুটি সংক্রান্ত কার্যক্রম সম্পন্ন করা যাবে।

অনলাইন ছুটি ব্যবস্থাপনাঃ http://is.mofl.gov.bd:৩১০৫/

➤ **ফেসবুক পেইজ:** জনগণের সাথে সরাসরি যোগাযোগ স্থাপনের লক্ষ্যে সোস্যাল মিডিয়ার কার্যকর ব্যবহারের মাধ্যমে সেবা উদ্ভাবন প্রক্রিয়ার বিষয়ে মতামত গ্রহণের জন্য ফেসবুক পেইজ খোলা হয়েছে। **https://www.facebook.com/moflbd/** এই ঠিকানায় গিয়ে মন্ত্রণালয়ের ফেসবুক পেইজে যুক্ত হওয়া যাবে। **ফেসবুক পেইজঃ** https://www.facebook.com/moflbd/

➤ **ভিডিও কনফারেন্সিং:** মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের সঙ্গে মত বিনিময়ের জন্য ভিডিও কনফারেন্সিং সিস্টেম স্থাপন করা হয়েছে এবং নিয়মিত ভিডিও কনফারেন্সিং করা হচ্ছে।

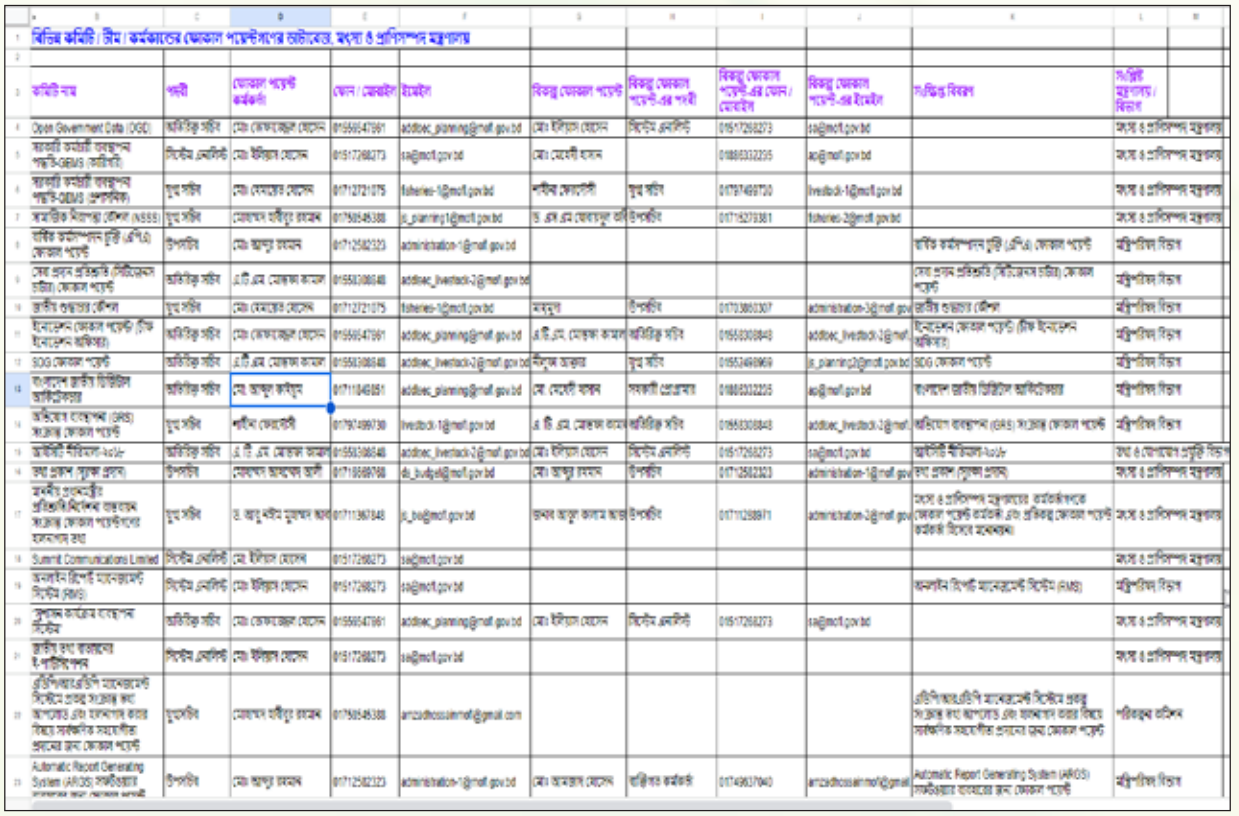

➤ **সম্মেলন কক্ষ বুকিং সিস্টেম:** মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ে ব্যবহারের জন্য "কনফারেন্স রুম বুকিং সিস্টেম" নামক একটি ডিজিটাল সিষ্টেম চালু করা হয়েছে। উক্ত ডিজিটাল সিস্টেমের মাধ্যমে সভা/সেমিনার/ওয়ার্কশপ ইত্যাদি অনুষ্ঠান সম্মেলন কক্ষে করার জন্য দেওয়া যাবে। মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটের সাথে (www.mofl.gov.bd) লিংকৃত ফর্ম পূরণের মাধ্যমে কনফারেন্স রুম বুকিং কার্যক্রম সম্পন্ন করা যাবে। এছাড়া, বর্তমানে কনফারেন্স রুমটি কত তারিখে, কয় ঘটিকায় কোন অনুষ্ঠানের জন্য বুকিং দেওয়া আছে তা দেখার সুযোগ রয়েছে এবং বুকিংসমূহ দেখা যাবে - মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটের মাধ্যমে (www.mofl.gov.bd)। উল্লেখ্য, মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইট হতে ই-সার্ভিস মেন্যুর "**সম্মেলন কক্ষ বুকিং দিন**" এবং "সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠানের সময়সূচী" সাব-মেন্যুতে ক্লিক করেও উল্লেখিত কার্যক্রম সম্পাদন করা যাবে।

➤ **ফোকাল পয়েন্ট ডাটাবেইজ:** ফোকাল পয়েন্ট তালিকা হালনাগাদ করার জন্য এবং নতুন ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তার তালিকা সন্নিবেশ করার জন্য মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ে ফোকাল পয়েন্ট এন্ট্রি নামক নতুন একটি ডিজিটাল সেবা চালু করা হয়েছে। ফলে ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তার তথ্য সহজেই সন্নিবেশ এবং হালনাগাদ করা যাচ্ছে।

বিভিন্ন কমিটি / টীম / কর্মকাণ্ডের ফোকাল পয়েন্টগণের ডাটাবেজ, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়

কমিটির নাম	পদবী	ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা	ফোন / মোবাইল	ইমেইল	বিকল্প ফোকাল পয়েন্ট	বিকল্প ফোকাল পয়েন্ট-এর পদবী	বিকল্প ফোকাল পয়েন্ট-এর ফোন / মোবাইল	বিকল্প ফোকাল পয়েন্ট-এর ইমেইল	সংক্ষিপ্ত বিবরণ	সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/ বিভাগ
Open Government Data (OGD)	অতিরিক্ত সচিব	[illegible]	[illegible]	addlsec_planning@mofl.gov.bd	[illegible]	[illegible]	[illegible]	sa@mofl.gov.bd		মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	sa@mofl.gov.bd	[illegible]		[illegible]	ao@mofl.gov.bd		মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
[illegible]	যুগ্ম সচিব	[illegible]	[illegible]	fisheries-1@mofl.gov.bd	[illegible]	যুগ্ম সচিব	[illegible]	livestock-1@mofl.gov.bd		মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
[illegible]	যুগ্ম সচিব	[illegible]	[illegible]	js_planning1@mofl.gov.bd	[illegible]	উপসচিব	[illegible]	fisheries-2@mofl.gov.bd		মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
[illegible]	উপসচিব	[illegible]	[illegible]	administration-1@mofl.gov.bd					[illegible]	[illegible]
[illegible]	অতিরিক্ত সচিব	[illegible]	[illegible]	addlsec_livestock-2@mofl.gov.bd					[illegible]	[illegible]
[illegible]	যুগ্ম সচিব	[illegible]	[illegible]	fisheries-1@mofl.gov.bd	[illegible]	উপসচিব	[illegible]	administration-3@mofl.gov	[illegible]	[illegible]
[illegible]	অতিরিক্ত সচিব	[illegible]	[illegible]	addlsec_planning@mofl.gov.bd	[illegible]	অতিরিক্ত সচিব	[illegible]	addlsec_livestock-2@mofl	[illegible]	[illegible]
SDG ফোকাল পয়েন্ট	অতিরিক্ত সচিব	[illegible]	[illegible]	addlsec_livestock-2@mofl.gov.bd	[illegible]	যুগ্ম সচিব	[illegible]	js_planning2@mofl.gov.bd	SDG ফোকাল পয়েন্ট	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

- **ই-মনিহারি এবং রিকুইজিশন সিস্টেম:** ই-মনিহারি এবং রিকুইজিশন সিস্টেম-এর মাধ্যমে নিম্নোক্ত কার্যক্রম সম্পূর্ণ করা যায় এবং তথ্যাদি সহজেই পাওয়া যায়:
  - ✓ মনিহারি দ্রব্যাদির একটি ডাটাবেইজ প্রস্তুত রয়েছে,
  - ✓ চাহিদাপত্রের পরিবর্তে অনলাইনে চাহিদা প্রেরণ,
  - ✓ চাহিদাপত্র প্রেরণের সময় তা স্টকে আছে কিনা জানা যায়,
  - ✓ চাহিদাপত্র তৈরির সময় প্রাপ্যতা অনুযায়ী মনিহারি দ্রব্যাদির তথ্য দেখা,
  - ✓ দ্রব্যাদির স্টক দেখে কোন কোন মনিহারি দ্রব্যাদি কী পরিমাণ ক্রয় করা প্রয়োজন তা কর্তৃপক্ষ সহজেই সিদ্ধান্ত নিতে পারে,
  - ✓ দ্রব্যাদির স্টক সহজেই ব্যবস্থাপনা করা সম্ভব।
- **অনলাইন জিআরএস:** মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সহায়তায় মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় সেবার মানউন্নয়নে সেবা গ্রহীতার মতামত/পরামর্শ ও যেকোনো অভিযোগের দ্রুত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে অনলাইন জিআরএস সেবা চালু করেছে। যে কেউ মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইট-এ প্রবেশ করে এ সংক্রান্ত সেবা গ্রহণ করতে পারে। জিআরএস: http://grs.gov.bd/
- **পিআরএল, লাম্বগ্রান্ট, পেনশন ও আনুতোষিক মঞ্জুর:** নির্দিষ্ট চাকরি জীবনের পর সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের প্রাপ্য পিআরএল, লাম্বগ্রান্ট, অবসর সুবিধাসহ আনুতোষিক মঞ্জুরির জন্য সেবা সহজিকরণের মাধ্যমে পেনশন কেস দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য প্রক্রিয়াটি সম্পূর্ণরূপে অনলাইনে নিষ্পত্তি করা আবশ্যক। এতে বয়স্ক সরকারি চাকুরিজীবীদের ভোগান্তি কমাচ্ছে, দ্রুত সেবা পাওয়া যাচ্ছে এবং সরকারি অর্থের সাশ্রয় হচ্ছে।
- **ই-সার্ভিস ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা:** স্মার্ট বাংলাদেশ, ভিশন ২০৪১ এবং ডিজিটাল বাংলাদেশের অগ্রযাত্রাকে সামনে রেখে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় ইতিমধ্যেই 'মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাতে ই-সেবা' নামক একটি ইন্টিগ্রেটেড ই-সার্ভিস http://eservices.mofl.gov.bd/ চালু করেছে, যেখানে মন্ত্রণালয়সহ আওতাধীন সকল দপ্তর/সংস্থার সকল সেবা একই স্থান/পোর্টাল হতে পাওয়া যাচ্ছে । প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে তথ্য ও প্রযুক্তির সর্বোত্তম ব্যবহারের মাধ্যমে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় হবে প্রথম ও শতভাগ পেপারলেস অফিস। সেইসাথে কেন্দ্রীয়ভাবে সকল ই-সেবা জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে যাবে এবং ২০৪১-এর মধ্যে স্মার্ট-মৎস্য (SMART Fisheries) এবং স্মার্ট-প্রাণিসম্পদ (SMART Livestock) বাস্তবায়িত হবে।

মৎস্য অধিদপ্তর

www.fisheries.gov.bd

মৎস্য অধিদপ্তর

উন্নয়ন প্রকল্প ও রাজস্বখাতের আওতায় বাস্তবায়িত/বাস্তবায়নাধীন উদ্ভাবন ও ডিজিটালাইজেশন কার্যক্রমের অর্জন সংক্রান্ত প্রতিবেদন

বাংলাদেশের মৎস্যসম্পদের সংরক্ষণ, উৎপাদন বৃদ্ধি ও উন্নয়নে মৎস্য অধিদপ্তর প্রধান ভূমিকা পালন করে আসছে। প্রশাসনিকভাবে এটি মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধীন একটি অধিদপ্তর। বাংলাদেশের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ, পুষ্টি চাহিদাপূরণ, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, দারিদ্র বিমোচন, রপ্তানি বাণিজ্যের সম্প্রসারণ; সর্বোপরি আর্থসামাজিক উন্নয়নে মৎস্য সেক্টরের গুরুত্ব অপরিসীম। বঙ্গবন্ধুর ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত সোনার বাংলা বিনির্মাণের স্বপ্নপূরণে তাঁর সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক অভ্যন্তরীণ এবং সামুদ্রিক জলাশয়ের উৎপাদন ও ব্যবস্থাপনার নিমিত্ত সময়োপযোগী পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়নের ফলে বাংলাদেশ মাছ উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনে সক্ষম হয়েছে।

২. ২০০৯-২০২৩ অর্থবছরে মৎস্যখাতে অর্জিত সাফল্য

সমৃদ্ধির অগ্রযাত্রায় অপ্রতিরোধ্য বাংলাদেশ শীর্ষক সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার বাস্তবায়ন, ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত-সমৃদ্ধ দেশে উন্নীতকরণ, টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট এবং ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় উল্লিখিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের লক্ষ্যে মৎস্য অধিদপ্তর নানাবিধ কর্মসূচি ও কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন করছে। মৎস্য অধিদপ্তরের সামগ্রিক অর্জনসহ ২০০৯ সাল হতে ২০২৩ সাল পর্যন্ত বাস্তবায়িত উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের উল্লেখযোগ্য অর্জন নিম্নেবর্ণিত হলো:

ক) মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি এবং স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন

মৎস্যখাতে সরকার কর্তৃক গৃহীত সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা গ্রহণ ও উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের সফল বাস্তবায়নের ফলে বিগত এক দশক ধরে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি ছিল সন্তোষজনক। ২০২১-২২ অর্থবছরে মৎস্য উৎপাদন হয়েছে ৪৭.৫৯ লক্ষ মে. টন; যা ২০১০-১১ অর্থবছরে মোট উৎপাদনের (৩০.৬২ লক্ষ মে. টন) চেয়ে ৫৫.৪২ শতাংশ বেশি। মাথাপিছু দৈনিক মাছ গ্রহণের পরিমাণ চাহিদার চেয়ে (৬০ গ্রাম/দিন/জন) বৃদ্ধি পেয়ে ৬৭.৮০ গ্রামে উন্নীত হয়েছে (বিবিএস, ২০২২)। বাংলাদেশের মোট জনগোষ্ঠীর প্রায় ১৪ লক্ষ নারীসহ ১৯৫ লক্ষ বা ১২ শতাংশের অধিক লোক এ সেক্টরের বিভিন্ন কার্যক্রমে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নিয়োজিত থেকে জীবন-জীবিকা নির্বাহ করে। দেশের মোট জিডিপি'র ২.৪১ শতাংশ, কৃষিজ জিডিপি'র ২১.৫২ শতাংশ মৎস্য উপখাতের অবদান (বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা, ২০২৩)। বাংলাদেশের জলজসম্পদের যথাযথ ব্যবহারের মাধ্যমে মৎস্যচাষি, মৎস্যজীবী, উদ্যোক্তাসহ সম্পৃক্ত সকলের সমন্বিত প্রয়াস আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে এ সেক্টরকে প্রতিষ্ঠিত করেছে এক অনন্য উচ্চতায়। জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার The State of World Fisheries and Aquaculture, 2022-এর প্রতিবেদন অনুযায়ী অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয়ে মাছ উৎপাদনে বাংলাদেশ বিশ্বে ৩য়, বদ্ধ জলাশয়ে চাষকৃত মাছ উৎপাদনে ৫ম; সামুদ্রিক ও উপকূলীয় ক্রাস্টাশিয়ান্স ও ফিনফিস উৎপাদনে যথাক্রমে

৮ম ও ১১তম স্থান অর্জন করেছে। বিশ্বে ইলিশ উৎপাদনকারী ১১টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশ ১ম; তেলাপিয়া উৎপাদনে বিশ্বে ৪র্থ এবং এশিয়ার মধ্যে ৩য় স্থান অর্জন করেছে।

খ) জেলে নিবন্ধন ও পরিচয়পত্র প্রদান প্রকল্প

প্রকৃত জেলেদের সনাক্ত করে নিবন্ধিকরণ ও পরিচয়পত্র প্রদানের লক্ষ্যে "জেলে নিবন্ধন ও পরিচয়পত্র প্রদান প্রকল্প" এর মাধ্যমে ১৬ লক্ষ ২০ হাজার মৎস্যজীবী-জেলের নিবন্ধন ও ডাটাবেইজ প্রস্তুত এবং ১৪ লক্ষ ২০ হাজার জেলের মাঝে পরিচয়পত্র বিতরণ সম্পন্ন হয়েছে। জেলেদের নিবন্ধন ও পরিচয়পত্র প্রদান কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে "জেলেদের নিবন্ধন ও পরিচয়পত্র প্রদান নির্দেশিকা (Guidelines), ২০১৯" প্রকাশিত হয়েছে। উক্ত নির্দেশিকার আলোকে জেলেদের নিবন্ধন ও তালিকা হালনাগাদকরণের কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। উল্লিখিত কার্যক্রম বাস্তবায়নের ফলে প্রকৃত মৎস্যজীবীদের জলমহাল ব্যবস্থাপনায় অধিকার প্রতিষ্ঠাসহ সরকারি প্রণোদনা ও সহায়তা প্রদান সহজতর হয়েছে। প্রাকৃতিক দুর্যোগে (ঝড়, সাইক্লোন, জলোচ্ছ্বাস ইত্যাদি) জীবননাশ ঘটলে জেলে পরিবারকে আর্থিক অনুদান প্রদান করা হচ্ছে। এছাড়া সাসটেইনেবল কোস্টাল এন্ড মেরিন ফিশারিজ প্রজেক্ট-এর আওতায় ১.৫০ লক্ষ মৎস্যজীবীদের আইডি কার্ড এবং ১০ হাজার মৎস্যজীবীদের স্মার্ট আইডি কার্ড প্রিন্টিং এর জন্য মৎস্যজীবীদের তালিকা প্রণয়নের কাজ শেষ হয়েছে এবং কার্ডসমূহ প্রিন্টিং এর কাজ চলমান রয়েছে; যা প্রকৃত জেলেদের চিহ্নিতকরণে অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে। এ উদ্যোগের ফলে চলমান ভিজিএফ ও বিকল্প কর্মসংস্থান সৃষ্টি কার্যক্রম আরও বেগবান ও ফলপ্রসূ হবে।

গ) স্ট্রেংদেনিং অব ফিশারিজ এন্ড অ্যাকুয়াকালচার ফুড সেফটি এন্ড কোয়ালিটি ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম ইন বাংলাদেশ প্রকল্প

নিরাপদ মৎস্য উৎপাদন ও রপ্তানি নিশ্চিতকরণে ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের সাহায্যপুষ্ট "মৎস্যপণ্য পরিদর্শন ও মাননিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম জোরদারকরণ" প্রকল্পের আওতায় চট্টগ্রাম ও খুলনায় ০২টি মৎস্য মাননিয়ন্ত্রণ পরীক্ষাগার এবং BEST প্রকল্পের আওতায় ঢাকায় ০১টি বিশ্বমানের মাননিয়ন্ত্রণ পরীক্ষাগার স্থাপন করা হয়েছে। ২০১৫ সাল হতে ল্যাবরেটরি ০৩টি Accreditation প্রাপ্ত হয়ে মৎস্য ও মৎস্যপণ্যের মাননিয়ন্ত্রণকল্পে প্রয়োজনীয় পরীক্ষা কার্যক্রম সফলভাবে সম্পাদন করছে। বিগত বছরগুলোতে মাছ/চিংড়ি পণ্যে রেসিডিউ নিয়ন্ত্রণে বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রমের সাফল্যের স্বীকৃতিস্বরূপ ২০১৫ সালের এপ্রিল মাসে ইইউ মিশনের সুপারিশে বাংলাদেশের মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য ইউরোপের সমকক্ষ আখ্যায়িত করেছেন এবং ইইউভুক্ত দেশে বাংলাদেশের মৎস্য ও মৎস্যপণ্য রপ্তানিতে টেস্ট সার্টিফিকেট জমাদানে বাধ্যবাধকতা প্রত্যাহার করা হয়েছে।

ঘ) সাসটেইনেবল কোস্টাল এন্ড মেরিন ফিশারিজ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)

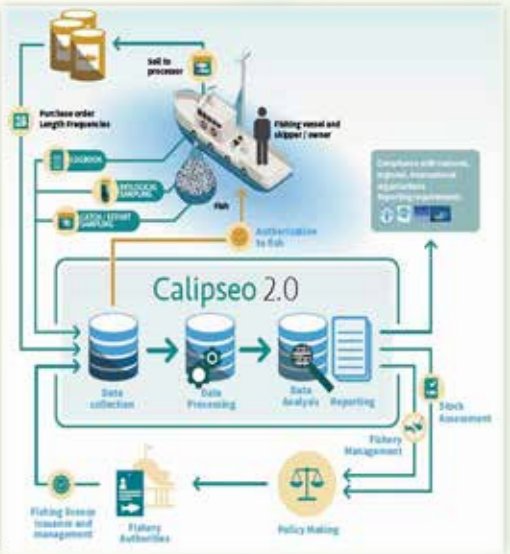

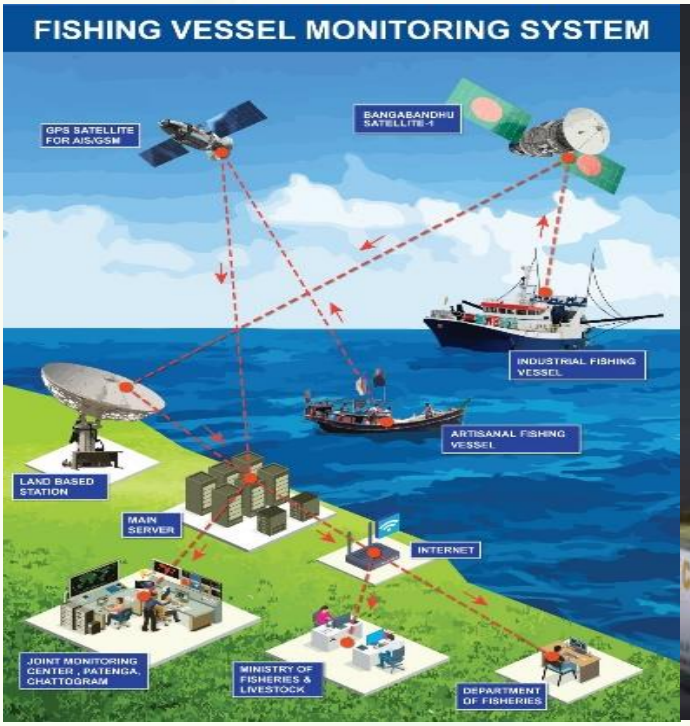

উল্লিখিত প্রকল্পের আওতায় অনলাইনের মাধ্যমে চিংড়ি চাষিদের ডাটাবেইজড তৈরি ও ই-ট্রেসিবিলিটি কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে; যার ফলে ক্রেতা সহজেই তার প্রোডাক্টস-এর উৎসসহ সকল তথ্য জানতে পারবে। ফলে নিরাপদ মৎস্য উৎপাদন নিশ্চিত-এর পাশাপাশি মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য রপ্তানি বৃদ্ধির মাধ্যমে বৈদেশিক আয় বৃদ্ধি সম্ভব হবে। সফটওয়্যার ব্যবহার করে সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ জরিপ ও ফলাফল বিশ্লেষণের মাধ্যমে মজুদ নিরূপণের নিমিত্ত উক্ত প্রকল্পের আওতায় Catch and Effort Data Collection Software; Bansis Software; Online Electronic Registration and Licensing Software তৈরি করা হয়েছে; যার ফলে বাংলাদেশের সমুদ্রসীমায় মৎস্য, চিংড়ি ও অন্যান্য মৎস্য জাতীয় সম্পদের মজুদ, বিস্তৃতি ও প্রজননকাল নির্ধারণের মাধ্যমে সমুদ্র হতে টেকসই আহরণ নিশ্চিত করার পাশাপাশি মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি সম্ভব হবে।

এ প্রকল্পের আওতায় মাছ ধরার সরঞ্জামাদির তথ্য সংগ্রহ ও হালনাগাদকরণের নিমিত্ত Fishing Gear and Database Software ডেভেলপ করা হয়েছে; যার মাধ্যমে মাছ ধরার নৌযান ও সরঞ্জামাদি সম্পর্কে প্রকৃত চিত্র জানা যাবে এবং 'মেরিন ফিশারিজ ম্যানেজমেন্ট প্ল্যান' বাস্তবায়ন সহজতর হবে। সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়নে অধিকতর কার্যকর পরিবীক্ষণ, নিয়ন্ত্রণ ও নজরদারি (Monitoring Control and Surveiliance- MCS) প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত উপকূল ও সমুদ্রে স্বয়ংক্রিয় ভেসেল মনিটরিং সিস্টেম (VMS) প্রতিষ্ঠা করা হচ্ছে; ফলে উপকূল ও সমুদ্রে টেকসই মৎস্য আহরণ নিশ্চিত করা সহজতর হবে; সমুদ্রগামী নৌযানসমূহের অবস্থান জানা যাবে এবং নৌযানসমূহ আইনের ব্যত্যয় করলে লাইসেন্স বাতিল করাসহ আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

এছাড়াও উল্লিখিত প্রকল্পের আওতায় সামুদ্রিক মৎস্যচাষ সম্প্রসারণে চাষ প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও সম্প্রসারণের নিমিত্ত বিভিন্ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান/গবেষককে ৩০টি প্রায়োগিক গবেষণা (সী উইড চাষ, মেরিকালচার, কাঁকড়া চাষ, মৎস্য ক্যান প্রডাক্ট ও মৎস্যজাত প্রডাক্টের ভ্যালু এডিশন প্রভৃতি) এর বিপরীতে ১৫.৮৪ কোটি টাকা ম্যাচিং গ্র্যান্ট প্রদান করা হয়েছে। এর মধ্যে অন্যতম একটি উদ্যোগ হচ্ছে ইলিশের ক্যান প্রোডাক্ট যার ফলে সারা বছরের Ready to Eat ইলিশের সরবরাহ নিশ্চিতসহ কৌটাজাতকৃত ইলিশ বিদেশে রপ্তানির সুযোগ সৃষ্টি হবে এবং বাজার সম্প্রসারণ হলে কয়েক লাখ মানুষের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে।

ঙ) ইলিশ সম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা প্রকল্প

রিপোর্টিং ডাটাবেইজ সফটওয়ার এর মাধ্যমে রিপোর্টিং সিস্টেম সহজীকরণের নিমিত্ত প্রকল্পের আওতায় রিপোর্টিং ডাটাবেইজ সফটওয়্যার তৈরি করা হয়েছে। এ সফটওয়্যার ব্যবহার করে প্রকল্প সংশ্লিষ্ট উপজেলা, জেলা ও বিভাগীয় দপ্তর খুব সহজেই রিপোর্ট এন্ট্রি দিতে পারেন এবং নিয়ন্ত্রণকারী কর্মকর্তা সহজেই অনুমোদন করতে পারেন। ফলে রিপোর্ট প্রদানের সময়, ব্যয় ও পরিশ্রম উল্লেখযোগ্য পরিমাণে কমেছে। নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ খুব সহজে বাস্তবায়িত কার্যক্রমের মনিটরিং-এর পাশাপাশি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারছেন। মা ইলিশ সংরক্ষণ, জাটকা সংরক্ষণ ও সাগরে ৬৫ দিন মাছ আহরণ নিষিদ্ধকালীন প্রতিদিন রিপোর্ট প্রদান করার সময় মাঠে থাকাকালীন সময়েই হাতে থাকা স্মার্ট ফোন দিয়ে প্রতিবেদন প্রদান, অনুমোদন ও একীভূত (compiled) প্রতিবেদন আদান-প্রদান সহজ হয়েছে; যা ইতোপূর্বে সময়সাপেক্ষ ও কষ্টসাধ্য ছিল।

প্রকল্প এলাকায় ইলিশ সংরক্ষণে ড্রোনের মাধ্যমে মনিটরিং-এর লক্ষ্যে সংশোধিত ডিপিপিতে ড্রোন ক্রয় অন্তর্ভূক্তির উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। প্রাকৃতিক জলাশয়ে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য মৎস্য সংরক্ষণ আইন বাস্তবায়ন অপরিহার্য। নদী-নালা, খাল-বিল, হাওর-বাঁওড়সহ বিস্তৃর্ণ উপকূলীয় জলরাশি ও সামুদ্রিক এলাকায় মৎস্যসম্পদ রক্ষা ও সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার জন্য দুর্গম এলাকায় মৎস্য আইন বাস্তবায়ন, প্রজনন মৌসুমে পোনামাছ নিধন রোধ, মা মাছ ও ডিমওয়ালা মাছ সংরক্ষণ, ইলিশ সম্পদসহ সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ রক্ষাসহ বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য ড্রোন ব্যবহার করে সুষ্ঠুভাবে পর্যবেক্ষণ করা সম্ভব। বাংলাদেশের মেঘনা, যমুনা, পদ্মা অববাহিকা তথা দেশের দক্ষিণাঞ্চলে প্রবাহিত নদীতে মৎস্য আইন বাস্তবায়ন ও ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে ড্রোন-এর মাধ্যমে পর্যবেক্ষণ করলে মৎস্যসম্পদ রক্ষার্থে ব্যাপক সাফল্যের সম্ভাবনা রয়েছে। মুক্ত জলাশয়ে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি পেলে জনগণের প্রাণিজ আমিষ ও পুষ্টির চাহিদাপূরণ, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, রপ্তানি আয় বৃদ্ধি ও আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন হবে।

চ) ক্লাইমেট স্মার্ট এগ্রিকালচার এন্ড ওয়াটার ম্যানেজমেন্ট প্রকল্প (মৎস্য অধিদপ্তর অংশ)

উল্লিখিত প্রকল্পের আওতায় অনলাইন ফিস মার্কেটিং প্ল্যাটফর্ম তৈরির উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে যার মাধ্যমে মৎস্যজীবীগণ মাছের মার্কেটিং তথা মাছের বাজারদর, সরবরাহ ইত্যাদি সম্পর্কে যাবতীয় তথ্য পাবে। এটি মৎস্য অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটের সাথে ওয়েবলিঙ্কেজ-এর মাধ্যমে যুক্ত থাকবে। অনলাইন ফিস মার্কেটিং প্ল্যাটফর্মটি ই-কমার্স ও ইন্টারনেট-ভিত্তিক উদ্ভাবনের অনলাইন ও ডিজিটাল পরিসেবাগুলির সাথে ভৌত/ভার্চুয়ালি যুক্ত থাকবে ফলে উৎপাদক/উদ্যোক্তাগণের সরাসরি বাজার ব্যবস্থায় প্রবেশাধিকার নিশ্চিত হবে এবং উৎপাদিত পণ্যের সঠিক

মূল্য প্রাপ্তি নিশ্চিত হবে। এছাড়াও উল্লিখিত প্রকল্পের আওতায় ডিজিটাল কমিউনিটি ডাটাবেইজ তৈরি করা হবে। উক্ত ডাটাবেইজ এ সংশ্লিষ্ট এলাকাধীন মৎস্যজীবী/মৎস্য চাষিদের পরিবারের কর্মসংস্থান, আয়ের উৎস, শিক্ষা, চিকিৎসা, পারিবারিক ব্যয় ইত্যাদি যাবতীয় তথ্য লিপিবদ্ধ থাকবে। ফলে সরকারি বিভিন্ন প্রণোদনা, বিকল্প কর্মসংস্থান, ভিজিএফ ইত্যাদি বিতরণে প্রকৃত সুফলভোগী নির্বাচন সহজতর হবে। প্রকল্পের আওতায় ক্রয়কৃত বিভিন্ন স্থায়ী ও অস্থায়ী সম্পদের হিসাব ও ব্যবস্থাপনা অধিকতর সহজীকরণের নিমিত্ত একটি ডিজিটাল ইনভেন্টরি ব্যবস্থাপনা সফটওয়্যার তৈরি করা হবে।

ছ) দেশীয় প্রজাতির মাছ এবং শামুক সংরক্ষণ ও উন্নয়ন প্রকল্প

Doc. 001(তথ্য ফরম-০০১)

Farm Information (খামার তথ্যাবলী)

	দেশ	জেলা	উপজেলা	ইউনিয়ন	মৌজা/ জে.এল নং	ঘের নং
Area code (আঞ্চলিক কোড)	088	0468	09	05	30	0071
Registration No. (নিবন্ধন নং)	088-0468-09-05-30-0071					

অনলাইনের মাধ্যমে বেসরকারি মৎস্য খামার নিবন্ধন, মৎস্য খামার ও উৎপাদনের সঠিক তথ্য হালনাগাদকরণের নিমিত্ত Farm Database (Private Fish Farm Registration) তৈরি করা হচ্ছে; যার ফলে বেসরকারি মৎস্য খামারের প্রকৃত তথ্য প্রাপ্তিসহ মৎস্য খামারের ক্যাটাগরি করা, মাছের সঠিক উৎপাদন পরিকল্পনা, GAP বাস্তবায়ন সহজতর হবে এবং সরকারের রাজস্ব আয় বৃদ্ধি পাবে।

জ) কমিউনিটি বেইজড ক্লাইমেট রেজিলিয়েন্ট ফিশারিজ এন্ড অ্যাকুয়াকালচার ডেভেলপমেন্ট ইন বাংলাদেশ প্রকল্প

মৎস্য সেক্টরে জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি হ্রাসে এবং মৎস্যচাষি ও মৎস্যজীবীদের অ্যাডাপটেশন বৃদ্ধিতে এ প্রকল্পের আওতায় Early Warning Advisory Service প্রবর্তন করা হয়েছে। এর আওতায় বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর ও পানি উন্নয়ন বোর্ড-এর আবহাওয়া ও বন্যা এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগের তথ্যের ওপর ভিত্তি করে মৎস্যচাষি ও মৎস্যজীবীদের করণীয় বিষয়ে আগাম সতর্কবার্তা বিষয়ে পরামর্শ প্রদান করা হবে। এ কার্যক্রমটি ওয়েববেইজড, এ্যাপভিত্তিক ও ম্যানুয়ালভাবে প্রকল্প এলাকায় পাইলটিং করা হবে। এর ফলে মৎস্যচাষি ও মৎস্যজীবীদের জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি হ্রাস পাবে এবং অ্যাডাপটেশন ও রেজিলিয়েন্স বৃদ্ধির মাধ্যমে মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে। চলতি অর্থবছরে এ কার্যক্রমটির বাস্তবায়ন শুরু হয়েছে।

ঝ) ন্যাশনাল এগ্রিকালচারাল টেকনোলজি প্রোগ্রাম ফেজ II প্রকল্প (এনএটিপি-২) (১ম সংশোধিত)

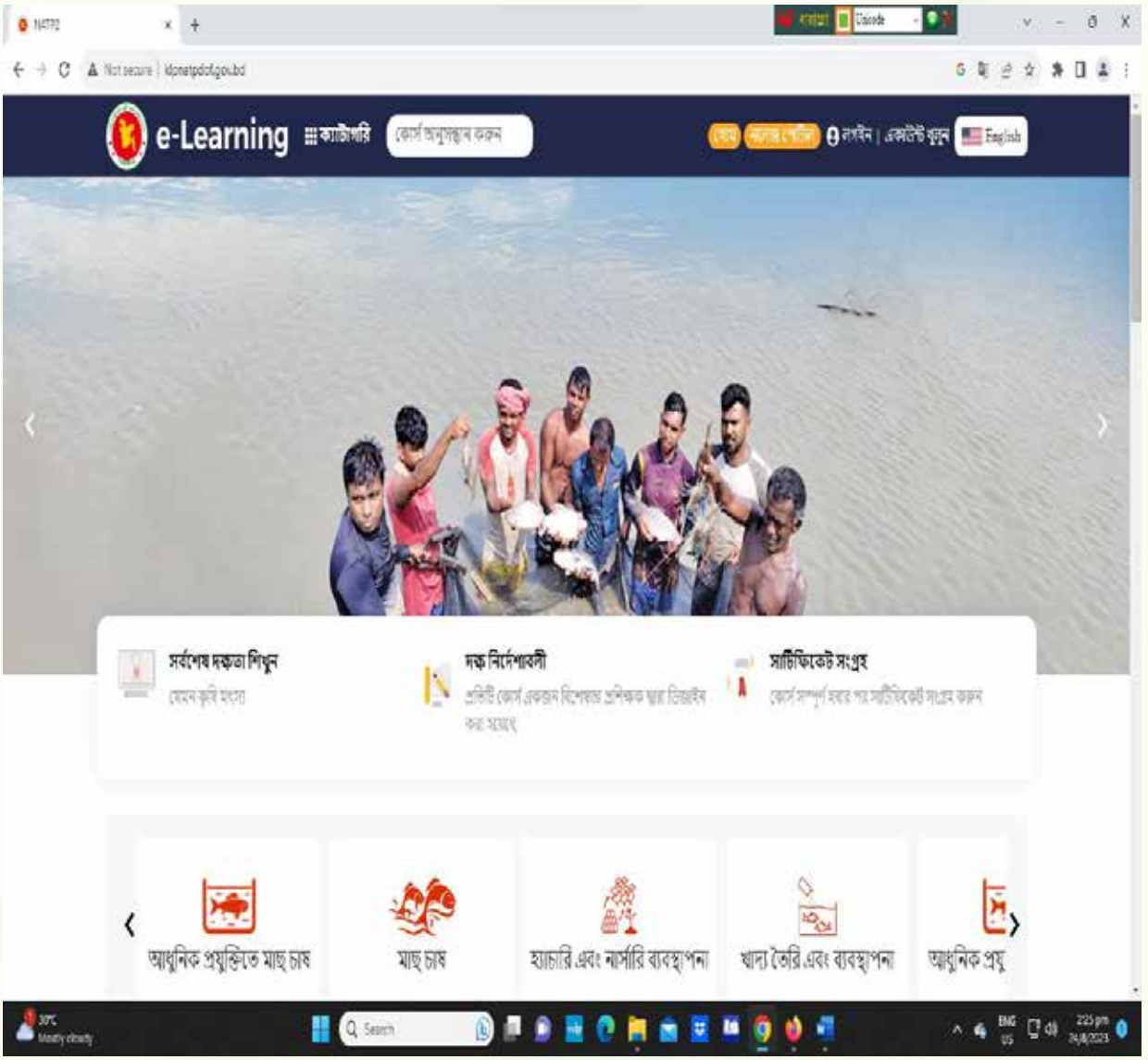

প্রকল্পের আওতায় পিও ফিশ মার্কেট ওয়েবসাইট (www.pofishmarket.com), অনলাইন ফিশ মার্কেট প্ল্যাটফর্ম এবং POFISHMARKET নামক একটি এ্যাপ ডেভেলপ করা হয়েছে। এর মাধ্যমে চাষির সাথে আড়তদার/ক্রেতার সরাসরি যোগাযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে। এ্যাপ এবং ওয়েবসাইট ব্যবহার করে এনএটিপি-২ এর আওতাধীন গঠিত ২২টি প্রডিউসার অর্গানাইজেশনভুক্ত ১৭,৪০০ জন চাষি মাছ বিক্রয় করতে পারেন এবং সারাদেশের যেকোনো আগ্রহী ক্রেতা ক্রয় করতে পারেন। এ উদ্যোগের ফলে মধ্যস্বত্বভোগীদের দৌরাত্ম্য কমে গিয়েছে। প্রকল্পভুক্ত চাষিদের বাজারে প্রবেশাধিকার বৃদ্ধির মাধ্যমে তাদের পণ্যের ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তি নিশ্চিত হয়েছে। এছাড়াও প্রকল্পের মাধ্যমে নলেজ ও ই-লার্নিং প্ল্যাটফর্ম (http://klpnatpdof.gov.bd) তৈরি করা হয়েছে। নলেজ লার্নিং প্ল্যাটফর্মটিতে ৫টি মডিউল সংযুক্ত করা হয়েছে; যার মাধ্যমে যে কোনো আগ্রহী ব্যক্তি আধুনিক মৎস্যচাষ ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করতে পারবেন এবং তার পছন্দের প্রশিক্ষণ মডিউল এর কোর্স

সমাপ্ত করে ৮০টি প্রশ্নের উত্তরপত্র প্রদান করে উত্তীর্ণ হলে সেলফ জেনারেটেড সার্টিফিকেট ডাউনলোড করে নিতে পারবেন। মডিউল ৫টি হলো আধুনিক প্রযুক্তিতে মাছ চাষ (বায়োফ্লক প্রযুক্তি), মাছচাষের উন্নত কলা-কৌশল, হ্যাচারি ও নার্সারি ব্যবস্থাপনা, খাদ্য তৈরি ও ব্যবস্থাপনা, মাছের রোগ ব্যবস্থাপনা এবং মৎস্য আহরণোত্তর পরিচর্যা।

ঞ) দেশীয় প্রজাতির মাছ এবং শামুক সংরক্ষণ ও উন্নয়ন প্রকল্প

এ প্রকল্পের আওতায় দেশীয় প্রজাতির মাছচাষ প্রদর্শনীসহ মুক্তা চাষ প্রযুক্তি সম্প্রসারণ করা হচ্ছে; ফলে দেশের অভ্যন্তরে উৎপাদিত মুক্তা সরবরাহ বৃদ্ধিসহ আমদানি ব্যয় হ্রাস পাবে। স্থানীয় গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থানের সৃষ্টি ও নারীদের ক্ষমতায়নে এ প্রকল্পটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখছে।

ট) রাজশাহী বিভাগে মৎস্যসম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প

দেশের অভ্যন্তরে জীবন্ত মাছ সরবরাহে রাজশাহী বিভাগ অন্যতম। অনলাইনের মাধ্যমে মাছচাষি ও খামারের ডাটাবেইজ তৈরি ও নিরাপদ মাছ উৎপাদনে সহায়তার নিমিত্ত প্রকল্পের মাধ্যমে রাজশাহী বিভাগে মৎস্য খামার নিবন্ধন কার্যক্রম এর উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এর ফলে মাছচাষি ও খামারের ডাটাবেইজ তৈরি হলে ক্রেতা সহজেই তার প্রোডাক্টস এর উৎসসহ সকল তথ্য জানতে পারবে। ফলে নিরাপদ মৎস্য উৎপাদন নিশ্চিতকরণের পাশাপাশি বিদেশে মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য রপ্তানির মাধ্যমে বৈদেশিক আয় বৃদ্ধি সম্ভব হবে।

ঠ) মৎস্য ডিপ্লোমা কোর্স বাস্তবায়ন প্রকল্প এবং গোপালগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ ও সিরাজগঞ্জ জেলায় মৎস্য ডিপ্লোমা ইনস্টিটিউট স্থাপন প্রকল্প

মৎস্যচাষে দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলাসহ দেশের মৎস্যসম্পদের কাঙ্খিত ও টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে "মৎস্য ডিপ্লোমা কোর্স বাস্তবায়ন প্রকল্প" এর আওতায় চাঁদপুর জেলায় একটি মৎস্য ডিপ্লোমা ইনস্টিটিউট স্থাপন করে চার বছর মেয়াদি ডিপ্লোমা-ইন-ফিসারিজ কোর্স চালু করা হয়েছে। একই উদ্দেশ্যে মৎস্য অধিদপ্তরাধীন "গোপালগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ ও সিরাজগঞ্জ জেলায় মৎস্য ডিপ্লোমা ইনস্টিটিউট স্থাপন" প্রকল্পের আওতায় গোপালগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ এবং সিরাজগঞ্জে ৩টি মৎস্য ডিপ্লোমা ইনস্টিটিউট স্থাপন করা হয়েছে। ইতোমধ্যে এ ৪টি ইনস্টিটিউট থেকে ৩৫৬ জন শিক্ষার্থী মৎস্য বিষয়ে ডিপ্লোমা ডিগ্রি অর্জন করেছেন।

ড) মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাস্তবায়িত মৎস্য ও প্রাণিসম্পদখাতে ই-সেবা সম্প্রসারণ প্রকল্পের আওতায় মৎস্য অধিদপ্তরে হস্তান্তরিত সেবাসমূহ

উল্লিখিত প্রকল্পের আওতায় মৎস্য অধিদপ্তর সম্পর্কিত তিনটি সেবা- ১. লাইসেন্স ও এনওসি ব্যবস্থাপনা সিস্টেম ২. সেলস ও ডিট্রিবিউশন ব্যবস্থাপনা সিস্টেম ৩. প্রশিক্ষণ ও অ্যাকোমোডেশন ব্যবস্থাপনা সিস্টেম সফটওয়ার প্রস্তুত করা হয়েছে। এর ফলে সংশ্লিষ্ট সেবাসমূহ দ্রুততম সময়ে প্রদান করা সম্ভব হবে।

ঢ) রাজস্বখাত ও ইনোভেশন ফান্ডের মাধ্যমে মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত কার্যক্রম

মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক নিম্নবর্ণিত ৪টি মোবাইল এ্যাপ এর মাধ্যমে দেশব্যাপী মৎস্যচাষ সংক্রান্ত সেবা প্রদান অব্যাহত রেখেছে-

১. মৎস্য বিষয়ক পরামর্শ/ফিস অ্যাডভাইস

মৎস্য অধিদপ্তর ও A2i প্রোগ্রামের উদ্যোগে Fish Advice/মৎস্য পরামর্শ সেবা নামক এ্যাপসের মাধ্যমে মৎস্যচাষি/সুফলভোগী বিনা খরচে বিনা পরিশ্রমে সহজে ঘরে বসে মৎস্য বিষয়ক বিভিন্ন চাষ পদ্ধতি, রোগবালাই ছবিসহ সমাধান ও মৎস্যচাষ বিষয়ক যাবতীয় পরামর্শ ও তাৎক্ষণিক সমস্যার সমাধান পাওয়া যাচ্ছে। ১৩ এপ্রিল ২০১৬খ্রি. তারিখে সচিব, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় কর্তৃক উদ্বোধনের মাধ্যমে সমগ্র দেশে সেবাটি চালু রয়েছে। মোবাইল এ্যাপটি প্রায় ৭০,০০০ বার ডাউনলোড করা হয়েছে । এ্যাপটির রেটিং-৪.৫ ।

২. মৎস্য চাষি বার্তা:

ক্ষুদে বার্তার মাধ্যমে চাষিকে নিয়মিত ও জরুরি মুহূর্তে প্রয়োজনীয় সেবা প্রদান করা যায়। যেমন- পুকুর প্রস্তুতির সময় ও পদ্ধতি, পোনা ছাড়ার সময়, পোনার সংখ্যা; ভাল পোনার গুরুত্ব; সুস্থ পোনা চেনার উপায়; ভাল পোনার উৎস; খাদ্য ব্যবস্থাপনা; রোগ প্রতিরোধে করণীয়; মাছ বিক্রয়ের উপযুক্ত সময় ইত্যাদি বিষয় ছোট ছোট মোবাইল বার্তার মাধ্যমে চাষিকে অগ্রিম/চলতি পরামর্শ দেয়া যায়। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী ২৮.০২.২০১৮ খ্রি. তারিখে মৎস্য চাষি বার্তা মোবাইল এ্যাপসটির উদ্বোধন করেন। এ্যাপটি প্রায় ৫৫০ বার ডাউনলোড হয়েছে। এ্যাপটির রেটিং-৪.৩

৩. ড. ফিশ

জনসাধারণ মোবাইল এ্যাপটির মাধ্যমে অফলাইনে বা অনলাইনে মৎস্য রোগ বিষয়ক সমস্যাবলীর সমাধান করতে পারবে। ফলশ্রুতিতে সেবাগ্রহীতার সময়, খরচ, যাতায়াত হ্রাস পেয়েছে এবং সময়মত সঠিক পরামর্শ গ্রহণের ফলে মাছের মৃত্যু হ্রাস পাচ্ছে অর্থাৎ চাষির আর্থিক ক্ষতি হ্রাস পাচ্ছে। এ্যাপটি প্রায় ৫০০০ বার ডাউনলোড হয়েছে। এ্যাপটির রেটিং-৪.৭।

৪. মৎস্য চাষি স্কুল

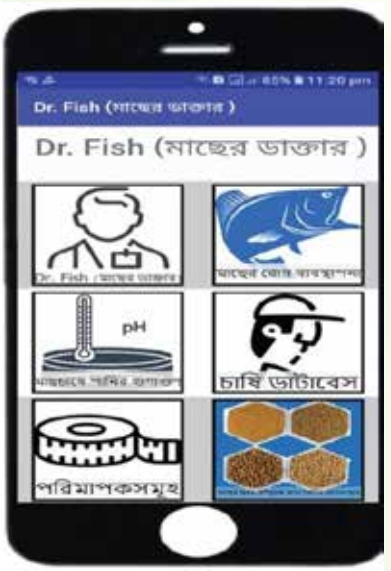

মৎস্য চাষি স্কুল এ্যাপসে মাছ চাষ ব্যবস্থাপনার মধ্যে রয়েছে পুকুর ব্যবস্থাপনা, পোনা সংগ্রহ ও ব্যবস্থাপনা, পুকুর প্রস্তুতি, চুন ও সার প্রয়োগ মাত্রা, বিভিন্ন ঔষধ প্রয়োগের নিয়ম ও মাত্রা, রাক্ষুসে ও অবাঞ্ছিত মাছ অপসারণের পদ্ধতি, আগাছা পরিষ্কার করার পদ্ধতি, মাছের বিভিন্ন রোগ ও তার প্রতিকার, চিংড়ি চাষ পদ্ধতি। এই এ্যাপে অনলাইন চ্যাট সাপোর্ট সার্ভিস রয়েছে। ই-মেইল এর মাধ্যমেও এসব সেবা প্রদান করা হয়ে থাকে। এ্যাপটি প্রায় ৪২০০০ বার ডাউনলোড হয়েছে । এ্যাপটির রেটিং-৪.৬।

৫. মৎস্য খাদ্যের লাইসেন্স প্রদান (মৎস্য অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটের সাথে সংযুক্ত)

এই সিস্টেমে নির্দিষ্ট লিঙ্ক এ গিয়ে মৎস্য খাদ্য কারখানার মালিক/ বিক্রেতা আবেদন করতে পারেন। জনসাধারণ ঘরে বসেই লাইসেন্সের জন্য আবেদন করতে পারবে; ফলে সময় বাচবে এবং খরচ কমবে।

৬. অনলাইনে প্রশিক্ষণার্থী নিবন্ধন (মৎস্য অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটের সাথে সংযুক্ত)
অনলাইনে একজন প্রশিক্ষণার্থী যেকোন জায়গা থেকে নিবন্ধন করে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে পারেন ফলে সময় এবং খরচ ও যাতায়াত কমবে।

৭. শ্রিম্প ফার্মিং বিডি- মোবাইল এ্যাপ: এই এ্যাপটি ব্যবহারের ফলে চিংড়ি চাষিরা চিংড়ি চাষের বিভিন্ন বিষয়াবলী সম্পর্কে ধারণা পাচ্ছেন এবং মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি পাচ্ছে। জনসাধারণ ঘরে বসেই চিংড়ি চাষ পদ্ধতি, রোগবালাই, চাষকালীন উদ্ভূত অন্যান্য সমস্যাবলীর সমাধান করতে পারছেন।

৮. কল সেন্টারের মাধ্যমে সেবা প্রদান: কল সেন্টারের মাধ্যমে যে কেউ মৎস্য সংক্রান্ত বিষয়ে প্রয়োজনীয় পরামর্শ সেবা গ্রহণ করতে পারেন। জনসাধারণ খুব সহজেই যে কোন স্থান থেকে কল করে মৎস্য খাত সংশ্লিষ্ট সকল সমস্যার সমাধান পাবেন। অদ্যাবধি মোট প্রাপ্ত কল-১৬১৫টি।

উপসংহার

জাতির পিতার ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত সুখী সমৃদ্ধ সোনার বাংলা গড়ার স্বপ্নকে বাস্তবায়ন করতে তাঁরই সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দূরদর্শী ও প্রাজ্ঞ নেতৃত্বে ইতোমধ্যে বাংলাদেশ উন্নয়নশীল দেশে উন্নীত হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করেছে। মৎস্য সেক্টরে কাঙ্ক্ষিত অগ্রগতি অর্জনের মাধ্যমে ২০৪১ সালের মধ্যে একটি সুখী, সমৃদ্ধ ও উন্নত বাংলাদেশ বিনির্মাণের লক্ষ্যে মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক বিভিন্ন কর্মসূচি ও উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে। চলমান বিভিন্ন উন্নয়ন কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়নের ফলে টেকসই মৎস্য উৎপাদন নিশ্চিত হবে এবং বৃদ্ধি পাবে মৎস্যখাতে রপ্তানি আয়। উন্নত-সমৃদ্ধ স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে মৎস্যখাত হবে সরকারের অন্যতম অংশীদার।

প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর

www.dls.gov.bd

প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি, খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা, আত্মকর্মসংস্থান সৃজন এবং সর্বোপরি, দারিদ্র বিমোচনে প্রাণিসম্পদ খাতের অবদান অনস্বীকার্য। বর্তমান সরকারের ধারাবাহিক প্রচেষ্টায় মাংস ও ডিম উৎপাদনে বাংলাদেশ স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করেছে এবং দুধ উৎপাদনে আশাব্যাঞ্জক অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। ২০২২-২৩ অর্থবছরে জিডিপিতে স্থিরমূল্যে প্রাণিসম্পদ খাতের অবদান ১.৮৫%, প্রবৃদ্ধির হার ৩.২৫% ও চলতি মূল্যে জিডিপি'র আকার ৭৩,৫৭১ (তিয়াত্তর হাজার পাঁচশত একাত্তর) কোটি টাকা। কৃষিজ জিডিপি'তে প্রাণিসম্পদ খাতের অবদান ১৬.৫২%। প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি নির্দেশক ও কর্মকান্ডগুলো হলো:

দুধ উৎপাদন: দুধের টেকসই উৎপাদন নিশ্চিতকল্পে গবাদিপশুর জাত উন্নয়ন, দুধ ও দুগ্ধজাত পণ্যের বাজার ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন, মাননিয়ন্ত্রণ ও সহজলভ্যতা নিশ্চিত করা এবং দুধ পানের অভ্যাস গড়ে তোলায় সুদূর প্রসারী উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট বাস্তবায়নে দুধের উৎপাদন ২০৩০ সালে ২০০ লক্ষ মেট্রিক টন এবং রূপকল্প-২০৪১ এর আওতায় ৩০০ লক্ষ মেট্রিক টনে উন্নীত করার লক্ষমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। সে প্রেক্ষিতে, ২০০২-২৩ অর্থবছরে দুধের উৎপাদন হয়েছে ১৪০.৬৮ লক্ষ মেট্রিক টন, যা ২০১০-২০১১ অর্থবছরের তুলনায় প্রায় ৪.৪৫ গুণ বৃদ্ধি পাওয়ায় জনপ্রতি প্রাপ্যতা ২২১.৮৯ মিলি/দিন এ উন্নীত হয়েছে।

মাংস উৎপাদন: সরকারের নীতিগত সহায়তার প্রেক্ষাপটে পোল্ট্রি সেক্টরে অব্যাহত বিনিয়োগ ও বাণিজ্যিকায়ন ঘটেছে। গত কয়েক বছরে গবাদিপশুর অবৈধ বাণিজ্য রোধের প্রত্যক্ষ প্রভাবে গবাদিপশু হৃষ্টপুষ্টকরণের বাণিজ্যিক উদ্যোগ ব্যাপকভাবে সম্প্রসারিত হয়েছে। ফলস্বরূপ, বাংলাদেশ মাংস উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করেছে। উল্লেখ্য, জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার প্রতিবেদন অনুযায়ী বাংলাদেশ ছাগলের মাংস উৎপাদনে বিশ্বে চতুর্থ। গত একযুগে মাংস উৎপাদন ৪.৬৫ গুণ বৃদ্ধি পেয়ে ২০২২-২৩ অর্থবছরে ৮৭.১০ লক্ষ মেট্রিক টনে উন্নীত হয়েছে এবং জনপ্রতি প্রাপ্যতা দাঁড়িয়েছে ১৩৭.৩৮ গ্রাম/দিন। রপ্তানি কেন্দ্রিক পরিকল্পনার অংশ হিসেবে ২০৩০ সালে মাংসের উৎপাদন ১১০ লক্ষ মেট্রিক টন, ২০৪১ সালে ১২০ লক্ষ মেট্রিক টনে উন্নীত করার পথে দেশ এগিয়ে যাচ্ছে।

বাজারে ডিম ও মাংসের সহজলভ্যতার চিত্র

ডিম উৎপাদন: দেশের আবহাওয়া উপযোগী লেয়ার হাঁস-মুরগির জাত উন্নয়ন, গ্র্যান্ড প্যারেন্ট স্টক ও প্যারেন্ট স্টক খামার স্থাপন, বাণিজ্যিক খামার সম্প্রসারণ এবং মানসম্মত পোল্ট্রি খাদ্য উৎপাদনে বিনিয়োগের ফলে ডিম উৎপাদনে উচ্চ প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে। ডিম উৎপাদন ২০৩০ সালে ৩,৩০০ কোটি এবং ২০৪১ সালে ৪,৬৫০ কোটি উন্নীত করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। সে প্রেক্ষিতে ২০২২-২৩ অর্থবছরে ডিমের উৎপাদন ২৩৩৭.৬৩ কোটি, যা ২০১০-২০১১ অর্থবছরের উৎপাদনের তুলনায় ৩.৮৫ গুণ বৃদ্ধি পাওয়ায় বর্তমানে ডিমের জনপ্রতি প্রাপ্যতা ১৩৪.৫৮ টি/বছর এ উন্নীত হয়েছে।

গ্রামীণ কোরবানির পশুর হাটে গবাদিপশুর প্রাচুর্য চিত্র

নদীপথে কোরবানির পশু পরিবহন

অনলাইন কোরবানির পশুর হাট

কোরবানির পশুর চাহিদা পূরণে স্বনির্ভরতা অর্জন: দেশীয় উৎস্য থেকে কোরবানির পশুর চাহিদা পূরণের তাগিদ, আধুনিক হৃষ্টপুষ্টকরণ প্রযুক্তির প্রয়োগ ও হৃষ্টপুষ্টকরণ খামারের বাণিজ্যিক সম্প্রসারণ ঘটায় আমদানি-নির্ভর কোরবানির পশুর বাজার স্বনির্ভরতা অর্জন করেছে। ঈদুল-আযহা/২০২৩ উপলক্ষ্যে সম্পূর্ণ দেশীয় উৎস্য থেকে মোট ১,০০,৪১,৮১২টি গবাদিপশু কোরবানি হয়েছে। ২০২৩ সালে কোরবানির পশুর বাজারে ৬৫ হাজার কোটি টাকা লেনদেন হয়েছে; যার সিংহভাগ গ্রামীণ অর্থনীতিতে সংযুক্ত হয়েছে।

প্রাণিজাত পণ্য রপ্তানি: বাংলাদেশ চামড়ার পাশাপাশি হিমায়িত মাংস, গরু-মহিষের নাড়ি-ভুঁড়ি, মিট অফালস, ওম্যাসাম, এবোম্যাসাম, মিষ্টি জাতীয় পণ্য, হোয়ে পাউডার, বোন চিপস, জিলাটিন, বুলস্টিক, গরুর লেজের লোম, হাঁসের পালক, ফিড সাপ্লিমেন্ট প্রভৃতি প্রাণিজ উপজাত রপ্তানি করে থাকে। ২০২২-২৩ অর্থবছরে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের সরাসরি তত্ত্বাবধানে ৯১.৪৪ কোটি টাকার পণ্য রপ্তানি হয়েছে। নিরাপদ প্রাণিজাত পণ্য সরবরাহ ও রপ্তানি নিশ্চিতকরণে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর এক্রেডিটেড ও আইএসও সার্টিফাইড মান নিয়ন্ত্রণ গবেষণাগার চালু করেছে।

কৃত্রিম প্রজনন: জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐকান্তিক ইচ্ছা ও উদ্যোগে ১৯৭৩ সালে অস্ট্রেলিয়া থেকে ১২৭টি হলস্টিন ফ্রিজিয়ান ষাঁড় আনয়নের মাধ্যমে গবাদিপশুতে যুগান্তকারী কৃত্রিম প্রজনন প্রযুক্তি শুরু হয়েছিল, যার ধারাবাহিকতায় উক্ত প্রযুক্তি দেশব্যাপী সম্প্রসারিত হয়েছে। গবাদিপশুর উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিতে ১৫,৩৮৯টি কৃত্রিম প্রজনন উপকেন্দ্র/পয়েন্টের মাধ্যমে দেশব্যাপী কৃত্রিম প্রজনন সেবা প্রদান করে হচ্ছে। বিগত এক দশকে কৃত্রিম প্রজনন কভারেজ ২৮% থেকে ৫৬% এ উন্নীত হয়েছে। সরকারি পর্যায়ে ২০২২-২৩ অর্থবছরে ৪৬.২৫ লক্ষ ডোজ সিমেন উৎপাদনের মাধ্যমে ৪২.৪৫ লক্ষ প্রজননক্ষম গাভী/বকনাকে কৃত্রিম প্রজননের আওতায় আনা হয়েছে এবং ১৬.৫৩ লক্ষটি সংকর জাতের বাছুর উৎপাদিত হয়েছে। ২০২২-২৩ অর্থবছরে সংকর জাতের বাছুর উৎপাদনের মাধ্যমে জাতীয় অর্থনীতিতে ৪৭৩৩.৮৫ কোটি টাকা মূল্য সংযোজিত হয়েছে।

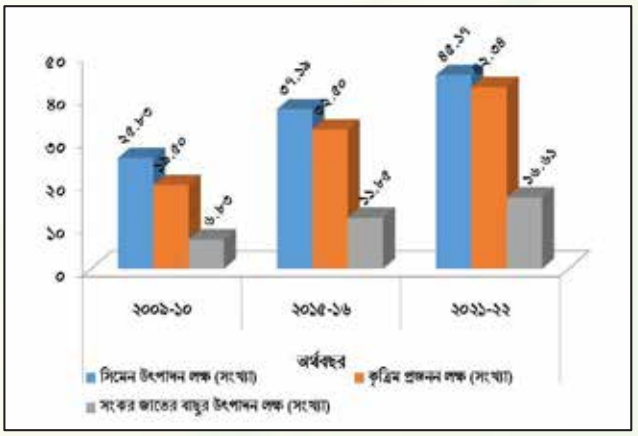

কৃত্রিম প্রজনন সম্প্রসারণের অগ্রগতি চিত্র

খামারির আঙ্গিনায় সংকর জাতের উন্নত বাছুর

রোগ প্রতিরোধ ও চিকিৎসা: অর্থনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ রোগসমূহ প্রতিরোধ ও রোগজনিত আর্থিক ঝুঁকি হ্রাসে সরকারি পর্যায়ে ২০২২-২৩ অর্থবছরে গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগির ১৭টি রোগের ৩১.৯২ কোটি ডোজ টিকা প্রয়োগ করা হয়েছে। ট্রান্সবাউন্ডারি প্রাণিরোগ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণকল্পে দেশের জল, স্থল ও বিমানবন্দরসমূহে মোট ২৪টি কোয়ারেন্টাইন স্টেশন প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। বর্ণিত অর্থবছরে ১১.৪৪ কোটি গবাদিপশু-পোল্ট্রি ও ৫৪,১২৯টি পোষা প্রাণির চিকিৎসা সেবা এবং ৯,১৪৭ টি ডিজিজ সার্ভিল্যান্স কার্যক্রম পরিচালিত হয়েছে।

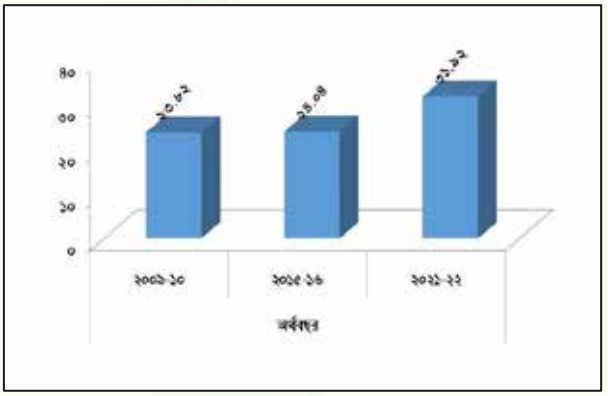

গবাদিপশু-পাখির টিকা প্রদান সম্প্রসারণ

প্রাণিসম্পদ কোয়ারেন্টাইন স্টেশন, চট্টগ্রাম

দারিদ্র বিমোচন ও কর্মসংস্থান: প্রাণী ও প্রাণিজাত খাদ্য উৎপাদন, প্রক্রিয়াকরণ ও বিপণন খাতে বিপুল বিনিয়োগ ও বাণিজ্যিকায়নের ফলে প্রাণিসম্পদ খাতে বর্তমানে মোট ৫৪.১৪ (চুয়ান্ন দশমিক এক চার) লক্ষ জনগোষ্ঠী প্রত্যক্ষভাবে কর্মরত রয়েছে। গত একযুগে প্রাণিসম্পদ খাতে ২৩.৪৯ (তেইশ দশমিক চার নয়) লক্ষ জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। প্রাণিসম্পদ খাতে গ্রামীণ নারীগোষ্ঠী প্রত্যক্ষভাবে সম্পৃক্ত থাকায় নারীর আর্থিক ক্ষমতায়ন ও প্রান্তিক পর্যায়ে দারিদ্র বিমোচনে বিশেষ ভূমিকা রেখেছে। দক্ষতা উন্নয়নে ২০২২-২৩ অর্থবছরে ৩.৯৭ (তিন দশমিক নয় সাত) লক্ষ খামারি, উদ্যোক্তা ও বেকার যুবগোষ্ঠীকে বিষয়ভিত্তিক কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

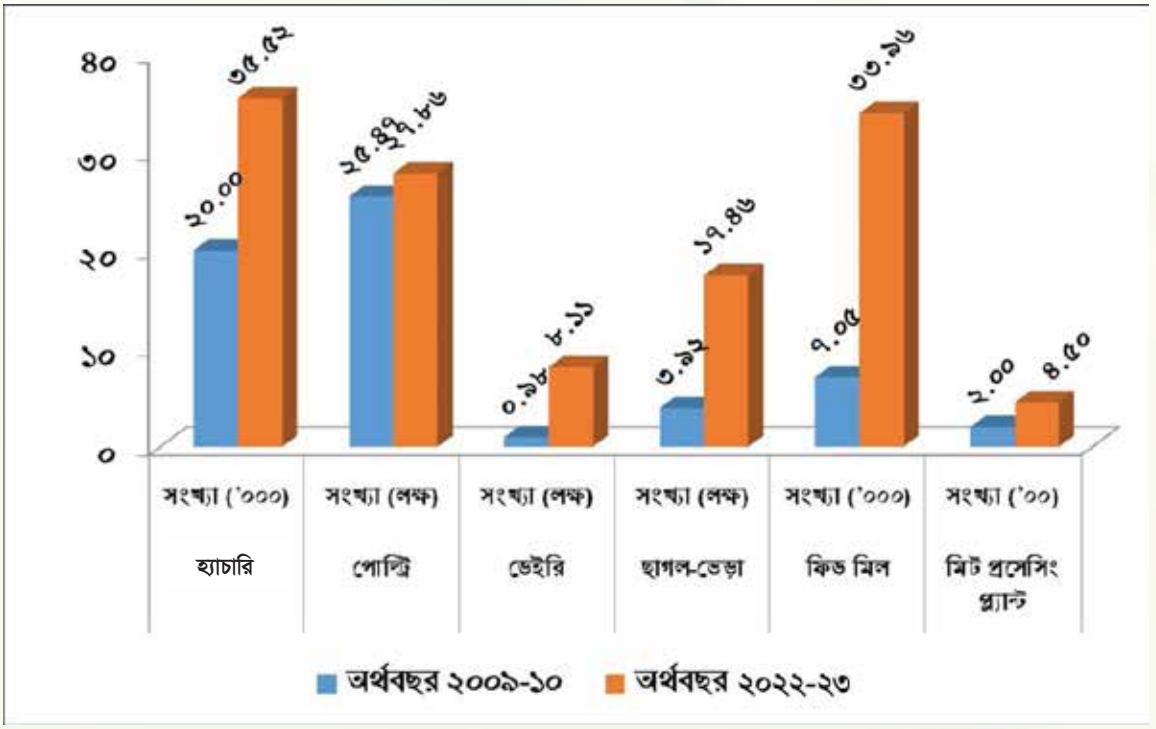

বর্তমান সরকারের সময়ে খামারভিত্তিক কর্মসংস্থান

মানবসম্পদ উন্নয়ন: মানবসম্পদ উন্নয়ন কার্যক্রমের অংশ হিসেবে ০২টি ভেটেরিনারি কলেজ এবং ০৫টি ইনস্টিটিউট অব লাইভস্টক সায়েন্স এন্ড টেকনোলোজি (আইএলএসটি) স্থাপিত হয়েছে। বর্তমানে আরও ০৩টি আইএলএসটি স্থাপনের কার্যক্রম চলমান আছে।

মাননীয় মন্ত্রী শ ম রেজাউল করিম, এমপি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় কর্তৃক ইনস্টিটিউট অব লাইভস্টক সায়েন্স এন্ড টেকনোলোজি (আইএলএসটি) এর ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন, সিলেট

কোয়ালিটি কন্ট্রোল ল্যাবরেটরি স্থাপন: প্রাণিজাত পণ্যের মান নিয়ন্ত্রণ এবং বিদেশে রপ্তানির লক্ষ্যে দেশে প্রথমবারের মত Accredited এবং ISO সনদ প্রাপ্ত কোয়ালিটি কন্ট্রোল ল্যাবরেটরি স্থাপন করা হয়েছে।

কোয়ালিটি কন্ট্রোল ল্যাব, সাভার, ঢাকা ও মাননীয় মন্ত্রী শ ম রেজাউল করিম, এমপি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় কর্তৃক ল্যাব উদ্বোধন

কোয়ালিটি কন্ট্রোল ল্যাবে নমুনা পরীক্ষা ও ল্যাবের এক্রেডিটেশন সনদ

রিন্ডারপেষ্ট রোগ মুক্তকরণ: বিগত ১৯৫৮ সাল থেকে গবাদিপশুর রিন্ডারপেষ্ট নামক ভাইরাসজনিত ভয়াবহ রোগের প্রকোপে দেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে প্রায় ২ লক্ষ গবাদিপশুর মৃত্যু হয়। এ অবস্থায় রোগটি নির্মূল করার লক্ষ্যে সারাদেশে গত কয়েক দশকে গবাদিপশুতে রিন্ডারপেষ্ট টিকা প্রয়োগের ফলে World Organization for Animal Health (WOAH) কর্তৃক বাংলাদেশকে রিন্ডারপেষ্ট মুক্ত ঘোষণা করে। প্রাণিসম্পদ ব্যবস্থাপনায় এটি একটি বিরাট সাফল্য।

World Organization for Animal Health (WOAH) কর্তৃক গবাদিপশুর রিন্ডারপেস্ট নির্মূল সনদ

প্রুভেন বুল তৈরি: গবাদিপশুর উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে ০৯টি **প্রুভেন** বুল (Proven Bull) উৎপাদিত হয়েছে। বর্তমানে **প্রুভেন** বুলে'র সিমেন দ্বারা কৃত্রিম প্রজনন কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে, ফলে দেশে অধিক দুধ ও মাংস উৎপাদনশীল গাভীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে।

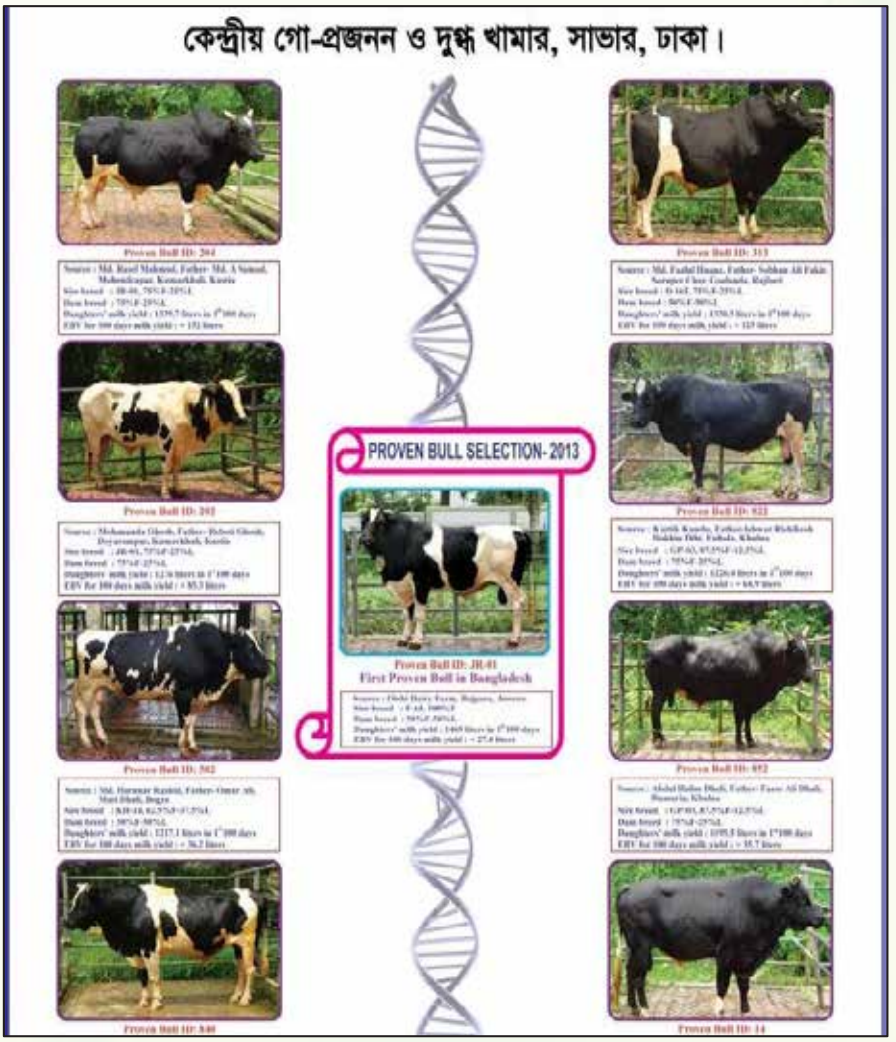

প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর ঘোষিত প্রুভেন বুলের চিত্র

কোভিড-১৯ মহামারী অভিঘাত মোকাবেলা: করোনা ভাইরাস প্রার্দুভাবজনিত পরস্থিতিতে পোল্ট্রি ও ডেইরি খাতের সংকট মোকাবেলায় এবং প্রাণিজ আমিষ সরবরাহ সচল রাখতে সরকার সক্রিয় উদ্যোগ গ্রহণ করে। কোভিড-১৯ জনিত অভিঘাত মোকাবেলায় প্রাণিসম্পদ খাতে মোট ৫,৯৮,৬৮৮ জন খামারিকে ৭০০.৭০ কোটি টাকা নগদ প্রণোদনা বিতরণ করা হয়েছে। করোনা বিপর্যয়ের ক্রান্তিকালীন সময়ে প্রাণিজ আমিষের সাময়িক চাহিদা হ্রাস ও সরবরাহ সচল রাখতে সরকারি সহায়তায় ভ্রাম্যমান বিক্রয় কেন্দ্রের মাধ্যমে ৬,৭২৬ কোটি এবং অনলাইনে ৫০৮ কোটি টাকার প্রাণিজাত পণ্য ন্যায্যমূল্যে ভোক্তাদের কাছে পৌঁছে দেয়া সম্ভব হয়, যা দরিদ্র জনগোষ্ঠীর প্রাণিজ আমিষের চাহিদা পূরণ ও পুষ্টি নিরাপত্তায় বিশেষ ভূমিকা রেখেছে।

মাননীয় কৃষি মন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক এর উপস্থিতিতে মাননীয় মন্ত্রী শ ম রেজাউল করিম, এমপি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় কর্তৃক কোভিড-১৯ এ ক্ষতিগ্রস্থ খামারিদের মাঝে নগদ প্রণোদনা প্রদানের ডিজিটাল উদ্বোধন

কোভিড-১৯ ক্রান্তিকালে ভ্রাম্যমান দুধ, ডিম ও মাংস বিক্রয় কার্যক্রম

পবিত্র রমজান মাস উপলক্ষ্যে সুলভমূল্যে দুধ, ডিম ও মাংস বিক্রি: পবিত্র রমজান মাস/২০২২ উপলক্ষ্যে নিম্ন আয়ের মানুষের নিরাপদ প্রাণিজ আমিষের চাহিদা পূরণ ও দ্রব্যমূল্য সহনীয় রাখার লক্ষ্যে ঢাকা মহানগরীর ১৫টি স্থানে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর কর্তৃক ভ্রাম্যমান বিক্রয়কেন্দ্রের মাধ্যমে মোট ৯৮,১০৮ জন ভোক্তার নিকট সাকুল্যে ২.৯২ কোটি টাকার দুধ, ডিম, ড্রেসড ব্রয়লার, গরু ও খাসীর মাংস সুলভ মূল্যে সরবরাহ করা হয়েছে।

পবিত্র রমজান মাস ২০২২ উপলক্ষ্যে মাননীয় মন্ত্রী শ ম রেজাউল করিম, এমপি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় কর্তৃক সুলভ মূল্যে দুধ, ডিম ও মাংস বিক্রয় কার্যক্রমের উদ্বোধন

মোবাইল ভেটেরিনারি ক্লিনিক: 'শেখ হাসিনার উপহার, প্রাণীর পাশেই ডাক্তার' শ্লোগানকে সামনে রেখে খামারির দোরগোড়ায় জরুরি ভেটেরিনারি চিকিৎসা সেবা প্রদানের লক্ষ্যে ৩৬০টি মোবাইল ভেটেরিনারি ক্লিনিক চালু করা হয়েছে। পর্যায়ক্রমে দেশের ৬১টি জেলার (৩টি পার্বত্য জেলা ব্যতিরেকে) সকল উপজেলায় ভেটেরিনারি চিকিৎসা ও সম্প্রসারণ কার্যক্রম খামারির আঙ্গিনা পর্যন্ত পৌঁছানোর লক্ষ্যে প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় 'মোবাইল ভেটেরিনারি ক্লিনিক' সরবরাহের কার্যক্রম চলমান আছে।

মাননীয় মন্ত্রী শ ম রেজাউল করিম, এমপি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় কর্তৃক মোবাইল ভেটেরিনারি ক্লিনিকের শুভ উদ্বোধন

বিশ্ব দুগ্ধ দিবস উদ্‌যাপন ও ডেইরি আইকন সেলিব্রেশন: দুধের টেকসই উৎপাদন নিশ্চিতকল্পে গবাদিপশুর জাত উন্নয়ন, দুধ ও দুগ্ধজাত পণ্যের বাজার ব্যবস্থা জোরদারকরণ, দুগ্ধ জাতীয় পণ্যের মাননিয়ন্ত্রণ ও সহজলভ্যতা নিশ্চিত করা এবং দুধ পানের অভ্যাস গড়ে তোলার লক্ষ্যে প্রতি বছরের ১ জুন তারিখে দেশব্যাপী দুগ্ধ দিবস উদ্‌যাপন করা হয়ে থাকে। দেশের ডেইরি শিল্পের বিকাশ ও দুগ্ধ উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন তরান্বিত করার লক্ষ্যে দুগ্ধ দিবস-২০২২ এ ৩৯ জন ডেইরি আইকনকে পুরস্কার ও সম্মাননা স্বীকৃতি প্রদান করা হয়েছে।

বিশ্ব দুগ্ধ দিবস উদযাপনের অংশ হিসেবে মাননীয় মন্ত্রী শ ম রেজাউল করিম, এমপি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় কর্তৃক 'ডেইরি আইকন ' হিসেবে মনোনীতদের সম্মাননা প্রদান

বিশ্ব দুগ্ধ দিবস উপলক্ষ্যে আয়োজিত বর্ণাঢ্য র‍্যালি ও স্কুল মিল্ক ফিডিং

বিশ্ব ডিম দিবস উদযাপন: প্রতি বছরের অক্টোবর মাসের ২য় শুক্রবার পালিত হয়ে থাকে বিশ্ব ডিম দিবস। প্রাণিজ আমিষের চাহিদাপূরণ, সুস্থ, সবল ও মেধাবী জাতি গঠন এবং সর্বোপরি ডিমের গুণাগুণ সম্পর্কে জনসচেতনতা

বাড়ানোর লক্ষ্যে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর দেশব্যাপী যথাযোগ্য মর্যাদার সাথে ১৯৯৬ সাল থেকে দিবসটি পালন করে আসছে।

মাননীয় মন্ত্রী শ ম রেজাউল করিম, এমপি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় এর উপস্থিতিতে বিশ্ব ডিম দিবস উপলক্ষ্যে আয়োজিত আলোচনা অনুষ্ঠান ও সচেতনতা র‍্যালি

খামারির সেবায় নিয়োজিত প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের এসএমএস সার্ভিস ও কল সেন্টার

ডিজিটালাইজেশন: প্রাণিসম্পদের ডিজিটাল সেবাদান কার্যক্রম হিসেবে "Livestock Diary" মোবাইল এ্যাপস চলমান আছে। সেবা সহজিকরণের অংশ হিসেবে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর পোল্ট্রি ও ডেইরি খামার রেজিস্ট্রেশন ও নবায়ন এবং পশুখাদ্য ও ঔষধ আমদানির এনওসি প্রদান কার্যক্রম ডিজিটালাইজড করা হয়েছে। টোল ফ্রি ১৬৩৫৮ নম্বরে এসএমএস করে ও কলসেন্টারে কল করে প্রাণিসম্পদ সম্পর্কিত সেবা বিনামূল্যে পাওয়া যাচ্ছে। অনলাইনে চিকিৎসা ও অন্যান্য সেবা সম্বলিত bdvets.com উদ্ভাবনী ধারণাটি বাস্তবায়িত হয়েছে। Bangladesh Animal Health Intelligence System (BAHIS) সফটওয়্যারের মাধ্যমে মাঠপর্যায় থেকে রোগ সম্পর্কিত ডাটা সংগৃহীত হচ্ছে।

অনলাইন ভেটেরিনারি পরামর্শ সেবার ওয়েবসাইট ও মোবাইল এ্যাপস

উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন

বর্তমান সরকার ২০০৯ সালে ক্ষমতা গ্রহণের পর থেকে প্রাণিসম্পদ সেক্টরের উন্নয়নের জন্য ধারাবাহিক ও যুগান্তকারী উদ্যোগ গ্রহণ করে যাচ্ছে। সরকারের আন্তরিকতার বহিঃপ্রকাশ স্বরুপ ২০০৯ সাল থেকে ২০২৩ সাল পর্যন্ত প্রাণিসম্পদ খাতে ২৮টি প্রকল্প গ্রহণ ও সমাপ্ত হয়েছে। সমাপ্ত প্রকল্পের মোট আর্থিক মূল্য ৩২৪৩৭০.৪ লক্ষ টাকা। বর্তমানে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের অধীন ১১টি উন্নয়ন প্রকল্প চলমান রয়েছে যার প্রাক্কলিত ব্যয় ৬৪৫৫১১.৮০ লক্ষ টাকা। উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ২.৭৩ (দুই দশমিক সাত তিন) লক্ষ অনগ্রসর জনগোষ্ঠী/মুক্তিযোদ্ধা/ ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী/চরাঞ্চলের খামারিদের প্রশিক্ষণ প্রদান ও উপকরণ সহায়তা বিতরণ, ৮,০৮২টি কৃষক সংগঠন ও ৫,৫০০টি প্রডিউসারস গ্রুপ গঠন, কেন্দ্রীয় কৃত্রিম প্রজনন ল্যাবরেটরি, দুইটি পূর্ণাঙ্গ বুল স্টেশন, মিনি ল্যাবসহ পাঁচটি বুল কাফ রেয়ারিং ইউনিট ও একটি টোটাল মিক্সড রেশন (TMR) প্ল্যান্ট, ম্যাচিং গ্র্যান্টের মাধ্যম ৪০০টি ভিলেজ মিল্ক কালেকশন সেন্টার ও ২০টি ডেইরি হাব প্রতিষ্ঠা এবং ২৩টি আধুনিক স্লটার হাউস ও ১৯২টি স্লটার স্লাব ১,২৬৩টি এগ্রিকালচারাল উদ্ভাবনী উদ্যোগসহ খাদ্য নিরাপত্তা, আত্মকর্মসংস্থান ও সামাজিক নিরাপত্তা সম্পর্কিত কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের সক্ষমতা জোরদারকরণ প্রকল্প এর আওতায় ৮২ কোটি টাকা ব্যায়ে অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয় নির্মাণ করা হচ্ছে যার ফলে অধিদপ্তরের কাজের পরিবেশ উন্নত হবে এবং সেবার মান বৃদ্ধি পাবে। বর্তমানে জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি মোকাবেলার জন্য প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর ও FAO যৌথভাবে Scaling-up climate actions to enhance nationally determined contribution climate and livestock নামক প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। জনস্বাস্থ্য সুরক্ষায় ভেটেরিনারি পাবলিক হেলথ্ সার্ভিস জোরদারকরণ প্রকল্প এর মাধ্যমে জনস্বাস্থ্য সুরক্ষায় ২০১টি উপজেলায় জুনোটিক রোগ নিয়ন্ত্রণের কাজ চলমান রয়েছে। ন্যাশনাল এগ্রিকালচারাল টেকনোলজি প্রজেক্ট (ডিএলএস অংশ)ফেজ-২(২য় পর্যায়) প্রকল্পের মাধ্যমে ২৭০ উপজেলায় ৮০৮২টি CIG গঠন করা হয়েছে, প্রাণিসম্পদ বিষয়ক প্রযুক্তি প্রদান করা হয়েছে, আধুনিক খামার ব্যবস্থাপনার জন্য ও উৎপাদিত পণ্য বাজারজাতকরণের জন্য উন্নত যন্ত্রপাতি সরবরাহ করা হয়েছে এবং প্রাণিসম্পদ খাতে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পেয়েছে। পিপিআর রোগ নির্মূল এবং ক্ষুরারোগ নিয়ন্ত্রণ প্রকল্পের মাধ্যমে দেশ থেকে ছাগলের পিপিআর রোগ নির্মূলের এবং গরু ও ছাগলের এফএমডি রোগ নিয়ন্ত্রণের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। সমতল ভূমিতে বসবাসরত অনগ্রসর ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর আর্থ সামাজিক ও জীবন মানোন্নয়নের লক্ষ্যে সমন্বিত প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীকে উন্নয়নের মূল ধারায় ফিরিয়ে আনার জন্য তাদেরকে পশুপালনের সাথে সম্পৃক্ত করা হচ্ছে। হাওর অঞ্চলে সমন্বিত প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প ও উত্তরাঞ্চলের সীমান্তবর্তী সুবিধাবঞ্চিত ৮৬টি এলাকা ও নদী বিধৌত চরাঞ্চলে সমন্বিত প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি প্রবণ এলাকায় বসবাসরত জনগোষ্ঠীকে বিভিন্ন ধরনের ইনপুটস সহায়তা বিতরণের মাধমে জলবায়ু সহনশীল করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। প্রাণিপুষ্টির উন্নয়নে উন্নত জাতের ঘাস চাষ সম্প্রসারণ ও লাগসই প্রযুক্তি হস্তান্তর প্রকল্পের মাধ্যমে দেশের গবাদিপশুর খাদ্য সমস্যা দূর করে উৎপাদন বৃদ্ধি ও প্রাণিজাত পণ্যের উৎপাদন খরচ কমানোর জন্য কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

মাননীয় খাদ্যমন্ত্রী বীর মুক্তিযোদ্ধা জনাব সাধন চন্দ্র মজুমদার, এমপি কর্তৃক ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় বকনা বিতরণ

মহান জাতীয় সংসদের হুইপ ও আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক আবু সাঈদ আল মাহমুদ স্বপন, এম পি কর্তৃক ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় বকনা বিতরণ

উপকূলীয় চরাঞ্চলে সমন্বিত প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন প্রকল্পের সহযোগিতায় প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থান

৮৬টি সীমান্তবর্তী সুবিধাবঞ্চিত অঞ্চলে উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ভেড়া বিতরণ

প্রাণিপুষ্টি উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় উন্নত জাতের ঘাস চাষ সম্প্রসারণ

এলডিডিপি প্রকল্পের আওতায় কেন্দ্রীয় পর্যায়ে প্রাণিসম্পদ প্রদর্শনী-২০২২

মাননীয় মন্ত্রী শ ম রেজাউল করিম, এমপি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় কর্তৃক এলডিডিপি প্রকল্পের আওতায় প্রাণিসম্পদ প্রদর্শনী-২০২২ ও জার্নালিস্ট ফেলোশিপ প্রোগ্রাম উদ্বোধন

জনস্বাস্থ্য সুরক্ষা উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ভেটেরিনারি পাবলিক হেলথ ল্যাবরেটরি, সাভার, ঢাকা প্রতিষ্ঠার চলমান কার্যক্রম

AIET উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় স্থাপিত বুল স্টেশন-কাম-মিনি ল্যাব, খুলনা এবং প্রাণিপুষ্টির উন্নয়নে সাভারে প্রতিষ্ঠিত টিএমআর প্ল্যান্ট

NATP উন্নয়ন প্রকল্পের AIF-2 এর আওতায় মাননীয় মন্ত্রী শ ম রেজাউল করিম, এমপি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় কর্তৃক গবাদিপশু বিতরণ

NATP উন্নয়ন প্রকল্পের AIF-3 এর আওতায় ফ্রিজার ভ্যান বিতরণ

প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের সক্ষমতা জোরদারকরণ প্রকল্প এর আওতায় নির্মাণাধীন অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়

টিকা উৎপাদন প্রযুক্তি আধুনিকায়ন ও গবেষণাগার সম্প্রসারণ প্রকল্পের মাধ্যমে আধুনিক টিকা উৎপাদন ব্যবস্থা

প্রাণিপুষ্টি উন্নয়ন ও প্রযুক্তি হস্তান্তর প্রকল্প (২য় পর্যায়) এর আওতায় গঠিত ঘাসের বাজার

ন্যাশনাল এগ্রিকালচারাল টেকনোলজি প্রজেক্ট (ডিএলএস অংশ) ফেজ-২ (২য় পর্যায়)
এর মাধ্যমে আধুনিক খামার ব্যবস্থাপনা ও বাজারজাতকরণের জন্য বিতরণকৃত ইনপুটস

স্থাপিত ইনস্টিটিউট অব লাইভস্টক সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি, খুলনা

বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট

www.fri.gov.bd

বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট

বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএফআরআই) দেশের মৎস্যসম্পদ উন্নয়নে গবেষণা পরিচালনার জন্য একমাত্র জাতীয় প্রতিষ্ঠান। ১৯৮৪ সালে মহামান্য রাষ্ট্রপতির অধ্যাদেশ বলে এটি প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রশাসনিকভাবে এটি মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন একটি স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান। ইনস্টিটিউটের সদর দপ্তর ময়মনসিংহে অবস্থিত। জলজ পরিবেশ ও মৎস্যসম্পদের প্রকৃতি অনুযায়ী ইনস্টিটিউটের গবেষণা কার্যক্রম দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে অবস্থিত ৫টি কেন্দ্র ও ৫টি উপকেন্দ্র হতে পরিচালিত হয়ে থাকে। ইনস্টিটিউট থেকে ইতোমধ্যে মৎস্যচাষ ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ক ৮৩টি প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা হয়েছে।

ক) দেশীয় মাছ সংরক্ষণ

দেশীয় মাছ বাঙালির কৃষ্টি ও সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অংশ। আমাদের প্রাণিজ আমিষের অন্যতম প্রধান উৎস হচ্ছে দেশীয় মাছ। জলবায়ুর পরিবর্তন, অতি আহরণ ইত্যাদি নানাবিধ কারণে এসব দেশীয় মাছ যেমন পাবদা, গুলশা, টেংরা, পুঁটি, খলিসা, মলা, ঢেলা একসময় হারিয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়েছিল। আইইউসিএন (IUCN) ২০১৫ সালে ৬৪ প্রজাতির দেশীয় মাছকে বিলুপ্তপ্রায় হিসেবে লাল তালিকাভূক্ত করে। বর্তমান সরকার দেশীয় মাছকে সুরক্ষার লক্ষ্যে বিশেষ কার্যক্রম হাতে নেয়। বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট দেশীয় মাছকে সুরক্ষার লক্ষ্যে গবেষণা পরিচালনা করে ইতোমধ্যে ৪০ প্রজাতির দেশীয় মাছের প্রজনন ও চাষাবাদ প্রযুক্তি উদ্ভাবন করেছে। ফলে, পোনা প্রাপ্তি সহজ হওয়ায় এসব মাছ এখন চাষ হচ্ছে। নিম্নে সাম্প্রতিককালে (২০০৯-২৩) উদ্ভাবিত কিছু দেশীয় মাছের প্রজনন সফলতা উল্লেখ করা হলো:

১। বিলুপ্তপ্রায় শোল মাছের কৃত্রিম প্রজনন কৌশল উদ্ভাবন

প্রজননক্ষম শোল মাছ ও পোনা

মিঠাপানির দেশীয় প্রজাতির মাছগুলোর মধ্যে অন্যতম জনপ্রিয় মাছ শোল (*Channa striata*)। এটি রাক্ষুসে প্রকৃতির মাছ। মূলত বিল ও হাওরে পাওয়া যায়। মাছটি খেতে অত্যন্ত সুস্বাদু এবং পুষ্টিগুণসম্পন্ন হওয়ায় বাজারে এর প্রচুর চাহিদা রয়েছে। প্রাকৃতিক জলাশয় থেকে মাছের প্রাপ্যতা দিন দিন কমে যাওয়ায় এ প্রজাতিটি চাষের আওতায় আনার জন্য মাঠ পর্যায়ে জোর তাগিদ রয়েছে। কিন্তু এক্ষেত্রে পোনা পর্যাপ্ত সরবরাহ প্রয়োজন। এ বিবেচনায় ইনস্টিটিউট এ মাছের প্রজনন ও পোনা উৎপাদনে কার্যক্রম হাতে নেয় এবং ২০২২ সালে দেশে প্রথমবারের মত কৃত্রিম প্রজননে সফলতা অর্জন করে। গবেষণায় দেখা যায় যে, মাছটি এপ্রিল থেকে অক্টোবরের

মাঝামাঝি পর্যন্ত বেশি ডিম দেয়। তবে এপ্রিল-আগস্ট এদের সর্বোচ্চ প্রজনন মৌসুম। পুরুষ মাছের তুলনায় স্ত্রী মাছের জিএসআই মান গড়ে ৫.৩৬% এবং ফেকান্ডিটি ১৩০০০-২১০০০। বাণিজ্যিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ শোল মাছের কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে পোনা উৎপাদন সক্ষম হওয়ায় অদূর ভবিষ্যতে এ মাছটিও চাষের আওতায় চলে আসবে। বর্তমানে নার্সারি ব্যবস্থাপনার উপর গবেষণা চলমান রয়েছে।

২। কাকিলা মাছের কৃত্রিম প্রজনন কৌশল উদ্ভাবন

স্বাদ ও পুষ্টিমান বিচেনায় কাকিলা (*Xenentodon cancila*) মাছের গুরুত্ব অপরিসীম। কাকিলা বা কাখলে একটি বিলুপ্তপ্রায় মাছ। মাছটি বাংলাদেশের অধিকাংশ অঞ্চলে কাইক্কা, কাইকল্যা নামে পরিচিত। এ মাছটি মানবদেহের জন্য উপকারী অণুপুষ্টি উপাদানসমৃদ্ধ, এতে কাটা কম থাকায় সকলের নিকট প্রিয়। প্রতি ১০০ গ্রাম খাবার উপযোগী কাকিলা মাছে ১৭.১ শতাংশ প্রোটিন, লিপিড ২.২৩ শতাংশ, ফসফরাস ২.১৪ শতাংশ এবং ০.৯৪ শতাংশ ক্যালসিয়াম রয়েছে; যা অন্যান্য ছোট মাছের তুলনায় অনেক বেশি। কাকিলা মাছের দেহ সরু, ঠোঁট লম্বাটে এবং ধারালো দাঁতযুক্ত। গবেষণায় দেখা গেছে যে, জুলাই থেকে সেপ্টেম্বর মাস এ মাছের প্রজনন মৌসুম। তবে আগস্ট মাসে এরা সবচেয়ে বেশি ডিম দেয়। ইনস্টিটিউটের যশোর উপকেন্দ্র থেকে কাকিলা মাছের কৃত্রিম প্রজনন ২০২১ সালে দেশে প্রথম সফলতা অর্জিত হয়।

৩। নারিকেলি চেলা মাছের কৃত্রিম প্রজনন কৌশল উদ্ভাবন

নারিকেলি চেলা (*Salmostoma bacaila*) হচ্ছে স্বাদুপানির একটি সুস্বাদু মাছ। অঞ্চলভেদে এই মাছটি কাটারি নামে পরিচিত। এই মাছটি নদ-নদী, পুকুর, হ্রদ এবং খাল-বিলের নিচের অংশে বসবাস করে। মাছটি খুবই সুস্বাদু এবং মানবদেহের জন্য উপকারি অণুপুষ্টি উপাদান সমৃদ্ধ। মাছটি উত্তরাঞ্চলসহ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে জনপ্রিয়। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে এক সময় মাছটির প্রাচুর্যতা ও প্রচুর চাহিদা থাকলেও অন্যান্য দেশীয় ছোট মাছের মত এ মাছের প্রাচুর্যতা বর্তমানে ব্যাপকভাবে হ্রাস পেয়েছে। এ প্রেক্ষিতে প্রজাতিটিকে বিপন্নের হাত থেকে রক্ষার লক্ষ্যে দেশে প্রথমবারের মত এ মাছটির কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে পোনা উৎপাদনে ইনস্টিটিউট সফলতা অর্জন করেছে। একটি পরিপক্ব ওজনের (১০-১৭ গ্রাম) নারিকেলি চেলার ডিম ধারণ ক্ষমতা ওজন ভেদে ২,৫০০ থেকে ১১,৫০০টি পর্যন্ত হয়ে থাকে। মাছটির প্রজননকাল মে থেকে জুলাই; সর্বোচ্চ প্রজননকাল জুন মাস। ইনস্টিটিউট কর্তৃক মাছটির কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে পোনা উৎপাদন সম্ভব হওয়ায় শীঘ্রই এ মাছটি চাষের আওতায় চলে আসবে; যা উত্তর জনপদে তথা দেশের মৎস্য খাতে এটি তাৎপর্যপূর্ণ অবদান রাখবে।

প্রজননক্ষম নারিকেলি চেলা মাছের ব্রুড ও রেণু পোনা

৪। বটিয়া পুঁইয়া মাছের কৃত্রিম প্রজনন কৌশল উদ্ভাবন

বিপন্নপ্রায় বটিয়া পুঁইয়া (*Acanthocobitis botia*) এলাকাভেদে নাটোয়া, খলইমুচুরী, বিলতারি ইত্যাদি নামে পরিচিত। সিলেট ও সুনামগঞ্জ জেলার পাহাড়ি ছোটনদীতে এবং দিনাজপুর, রংপুর ও ময়মনসিংহ জেলার মসৃন ছোট নদীতে এ মাছটি পাওয়া যায়। বিপন্নের হাত থেকে রক্ষার লক্ষ্যে ইনস্টিটিউট প্রথমবারের মত ২০২১ সালে কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে বটিয়া পুঁইয়া মাছের পোনা উৎপাদনে সফলতা অর্জন করেছে। মে থেকে সেপ্টেম্বর মাস বটিয়া পুঁইয়া মাছের প্রজননকাল, তবে জুন মাস এ মাছের সর্বোচ্চ প্রজনন মৌসুম। একটি পরিপক্ব বটিয়া পুঁইয়া মাছের ডিম ধারণ ক্ষমতা ৫,০০০ থেকে ৮,০০০ পর্যন্ত হয়ে থাকে এবং পরিপক্ব ডিমের রং গাঢ় হলুদ বর্ণের হয়। সুস্বাদু এ মাছটি কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে পোনা উৎপাদন সফল হওয়ায় বিলুপ্তির হাত থেকে এ প্রজাতিটি রক্ষা পাবে এবং মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

বটিয়া পুঁইয়া মাছের ব্রুড এবং পোনা

৫। জাত পুঁটি ও তিত পুঁটি মাছের কৃত্রিম প্রজনন কৌশল উদ্ভাবন

বিলুপ্তপ্রায় জাতপুঁটি (*Puntius sophore*) ও তিত পুঁটি (*Pethia ticto*) মাছ দুটি একসময় বাংলাদেশের নদী নালা, খাল-বিল, হাওর-বাঁওর ও পুকুরে পাওয়া যেত। আইইউসিএন-২০১৫ এর তথ্য অনুযায়ী, বর্তমানে এ মাছ দুটি সংকটাপন্ন। গ্রামীণ এ মাছে প্রচুর পুষ্টি, ভিটামিন, মিনারেল ও খনিজ লবণ রয়েছে। বিপন্নের হাত থেকে রক্ষার লক্ষ্যে ইনস্টিটিউট ২০২০ সালে প্রথমবারের মত কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে জাতপুঁটি ও ২০২২ সালে তিত পুঁটি মাছের পোনা উৎপাদনে সফলতা অর্জন করে। 'বাণিজ্যিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ এ মাছ দুটির কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে পোনা উৎপাদন সম্ভব হওয়ায় দেশের মৎস্য খাতে তাৎপর্যপূর্ণ অবদান রাখবে এবং মাছ দু'টি বিলুপ্তির হাত থেকে রক্ষা পাবে।

জাতপুঁটি ও তিত পুঁটি মাছের ব্রুড

৬। জারুয়া মাছের পোনা উৎপাদনে সফলতা অর্জন

জারুয়া মিঠাপানির একটি মাছ। দেশের উত্তর জনপদে মাছটি উত্তি নামে পরিচিত। মাছটি মানবদেহের জন্য উপকারী অণুপুষ্টি উপাদানসমৃদ্ধ এবং উত্তরাঞ্চলে খুবই জনপ্রিয়। মাছটির উত্তর জনপদে প্রচুর চাহিদা রয়েছে কিন্তু জলাশয় দূষণ, অপরিকল্পিত বাঁধ নির্মাণ, নদীতে বানা ও কারেন্ট জালের ব্যবহার এবং চৈত্র মাসে জলাশয় শুকিয়ে মাছ ধরা নানাবিধ কারণে বাসস্থান ও প্রজননক্ষেত্র বিনষ্ট হওয়ায় এ মাছের প্রাচুর্যতাও ব্যাপকভাবে হ্রাস পেয়েছে। এ প্রেক্ষিতে প্রজাতিটিকে বিপন্নের হাত থেকে রক্ষার লক্ষ্যে ইনস্টিটিউটের স্বাদুপানি উপকেন্দ্র, সৈয়দপুরের বিজ্ঞানীরা বিগত ২০১৮ সাল থেকে গবেষণা চালিয়ে ২০২৩ সালের জানুয়ারি মাসে দেশে প্রথমবারের মত কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে পোনা উৎপাদনের কলাকৌশল উদ্ভাবনে সফলতা লাভ করেছে। জারুয়া মাছের কৃত্রিম প্রজনন সম্প্রসারণ করা গেলে চাষের মাধ্যমে এতদাঞ্চল তথা দেশে প্রজাতিটির উৎপাদন বৃদ্ধি করা সম্ভব হবে এবং বিপদাপন্ন অবস্থা থেকে এ প্রজাতিকে সুরক্ষা করা যাবে।

পরিপক্ব জারুয়া মাছ ও রেণুপোনা

৭। ঢেলা মাছের কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে পোনা উৎপাদন

বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএফআরআই) এর বিজ্ঞানীরা পুষ্টিসমৃদ্ধ (প্রতি ১০০ গ্রাম ঢেলা মাছে ভিটামিন এ ৯৩৭ আইইউ, ক্যালসিয়াম ১২৬০ মি.গ্রা. এবং জিঙ্ক ১৩.৬০%) ও বিলুপ্তপ্রায় ঢেলা মাছের কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে পোনা উৎপাদনের জন্য গবেষণা কর্মসূচি গ্রহণ করে। অতঃপর ২০২১ সালে ইনস্টিটিউট দেশে প্রথমবারের মত পোনা উৎপাদনে সফলতা অর্জন করে। ইনস্টিটিউটের ময়মনসিংহস্থ স্বাদুপানি গবেষণা কেন্দ্রে এ সফলতা অর্জিত হয়।

ব্রুড ঢেলা মাছ

আলোচ্য গবেষণায় ১০ জোড়া ঢেলা মাছকে হরমোন প্রয়োগ করা হয়। হরমোন প্রয়োগের ০৮-০৯ ঘন্টা পর ডিম ছাড়ে এবং ২২ ঘন্টা পরে নিষিক্ত ডিম থেকে রেণু পোনা উৎপাদিত হয়। এ সময় ডিম নিষিক্ততার পরিমাণ ছিল প্রায় শতকরা ৮০ ভাগ। উৎপাদিত পোনা বর্তমানে ইনস্টিটিউটের হ্যাচারিতে প্রতিপালন করা হচ্ছে।

৮। রাণী মাছের কৃত্রিম প্রজনন কৌশল উদ্ভাবন

স্বাদুপানির বিলুপ্তপ্রায় ছোট মাছের মধ্যে রাণী (*Botia dario*) মাছ অন্যতম। এ মাছটি খেতে খুবই সুস্বাদু এবং পুষ্টিগুণসম্পন্ন হওয়ায় বাজারে এর ব্যাপক চাহিদা রয়েছে। এই মাছ বাংলাদেশ ছাড়াও ভারত, ভুটান ও মায়ানমারে পাওয়া যায়। মাছটি রাণীবউ নামে পরিচিত হলেও অঞ্চল ভেদে মাছটি বেটি, পুতুল ও বেতাঙ্গী নামেও পরিচিত। আইইউসিএন (২০১৫) কর্তৃক রাণী মাছকে বিপন্ন প্রজাতির মাছ হিসেবে তালিকাভূক্ত করা হয়েছে। এ প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউটের ময়মনসিংহস্থ স্বাদুপানি কেন্দ্রে ২০২০ সালে রাণী মাছের সংরক্ষণ, প্রজনন ও পোনা উৎপাদন বিষয়ে গবেষণা কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। দেশে প্রথমবারের মতো ইনস্টিটিউটের ময়মনসিংহস্থ স্বাদুপানি কেন্দ্রের বিজ্ঞানীরা কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে রাণী মাছের প্রজনন ও পোনা উৎপাদন কৌশল উদ্ভাবন করতে সক্ষম হয়েছে। গবেষণায় দেখা গেছে, রাণী মাছ মে থেকে আগস্ট পর্যন্ত প্রজনন করে থাকে। জুন-জুলাই এদের সর্বোচ্চ প্রজনন মৌসুম এবং একটি পরিপক্ব স্ত্রী মাছে প্রতি গ্রামে ৮০০-৯০০টি ডিম পাওয়া যায়। ইনস্টিটিউট উদ্ভাবিত এ মাছের প্রযুক্তিটি চাষের আওতায় আসবে এবং বিলুপ্তির হাত থেকে রক্ষা পাবে।

রাণী মাছের ব্রুড ও পোনা

৯। বিলুপ্তপ্রায় বাতাসী মাছের কৃত্রিম প্রজননে সফলতা

আইইউসিএন (২০১৫) এর তথ্যমতে বিলুপ্তপ্রায় এ মাছটিকে সংরক্ষণের লক্ষ্যে কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে পোনা উৎপাদনে সফল হয়েছেন বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউটের বিজ্ঞানীরা। এই সাফল্য বিলুপ্তপ্রায় বাতাসী মাছ রক্ষায় বড় ভূমিকা রাখবে। ইনস্টিটিউটের বগুড়াস্থ সান্তাহার প্লাবনভূমি উপকেন্দ্র হতে যমুনা ও আত্রাই নদীসহ বিভিন্ন উৎস থেকে বাতাসী মাছের পোনা সংগ্রহ করে প্রথমে পুকুরে তা নিবিড়ভাবে প্রতিপালন করা হয়। প্রতিপালনকালে বাতাসী মাছের খাদ্য ও খাদ্যাভ্যাস পর্যবেক্ষণ করে খাদ্যাভ্যাস অনুযায়ী খাবার সরবরাহ করা হয়। গবেষণায় দেখা গেছে যে, একটি পরিপক্ব বাতাসি মাছের খাদ্যনালিতে শতকরা ৮৬ ভাগ প্লাংটন ও ১৪% অন্যান্য খাদ্যবস্তুর উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। তাছাড়া বছরব্যাপী জিএসআই ও হিস্টোলজি পরীক্ষণের মাধ্যমে বাতাসী মাছের সর্বোচ্চ প্রজনন মৌসুম নির্ধারণ করা হয়। আলোচ্য গবেষণার আওতায় চলতি বছরের মে মাসে বাতাসী

মাছকে হরমোন ইনজেকশন দেয়া হয়। হরমোন প্রয়োগের ১২-১৫ ঘণ্টা পর বাতাসি মাছ ডিম ছাড়ে এবং ২৩-২৫ ঘণ্টা পরে নিষিক্ত ডিম থেকে রেণু পোনা উৎপাদিত হয়। ডিম নিষিক্ততার হার ছিল শতকরা প্রায় ৭৩ ভাগ। উৎপাদিত রেণু বর্তমানে প্লাবনভূমি উপকেন্দ্রের হ্যাচারিতে প্রতিপালন করা হচ্ছে।

ব্রুড বাতাসী মাছ

১০। পিয়ালী মাছের কৃত্রিম প্রজনন ও পোনা উৎপাদন সফলতা

পিয়ালী (*Aspidoparia jaya*) সুস্বাদু ও পুষ্টিমানসম্পন্ন দেশীয় প্রজাতির ছোট মাছ। মাছটির ইংরেজি নাম (Jaya/Carplet)। এক সময় দেশের বিভিন্ন জলাশয়ে প্রচুর পরিমাণে পিয়ালী পাওয়া যেত। কিন্তু নদীনালা খাল বিলে অপরিকল্পিত ব্রীজ কালভার্ট নির্মাণ, বন্যানিয়ন্ত্রণে বাঁধ নির্মাণ, অধিকতর জনসংখ্যার খাদ্যের চাহিদা পূরণে ফসলি জমিতে কীটনাশক প্রয়োগ, ঋতু পরিবর্তন,অবাধে মৎস্য আহরণ ইত্যাদি বিভিন্ন কারণে দেশীয় প্রজাতির মাছের প্রজনন ক্ষেত্র ধ্বংস হচ্ছে। ফলে এই মাছের প্রাপ্যতা দারুণভাবে হ্রাস পেয়েছে। দেশীয় প্রজাতির এই মাছটির বিলুপ্তি রোধকল্পে ইনস্টিটিউটের প্লাবনভূমি উপকেন্দ্র থেকে গবেষণার মাধ্যমে প্রথমবারের মত কৃত্রিম প্রজনন ও পোনা উৎপাদনে সফলতা লাভ করেছে। পিয়ালী মাছ প্রজনন উপযুক্ত মৌসুম হচ্ছে মে-আগস্ট এবং ডিসেম্বর থেকে জানুয়ারি। পিয়ালী মাছের ডিম ধারণ ক্ষমতা আকারভেদে ১৫০০-৩৫০০টি এবং প্রতি গ্রাম দেহ ওজনে ৩৬০টি ডিম পাওয়া যায়।

ব্রুড পিয়ালী মাছ এবং ব্রুড মাছে হরমোন ইনজেকশন প্রয়োগ

১১। আঙ্গুস মাছের প্রজনন কৌশল উদ্ভাবন

অঞ্চলভেদে আঙ্গুস মাছকে আগুন চোখা, আংরোট ও কারসা নামে পরিচিত। আঙ্গুস মাছের বৈজ্ঞানিক নাম হচ্ছে *Labeo angra*। একসময় এ মাছটি বৃহত্তর সিলেট এবং রংপুর-দিনাজপুর অঞ্চলে প্রচুর পাওয়া গেলেও সুস্বাদু এ মাছটি এখন ক্রমশ হারিয়ে যাচ্ছে। বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউটের নীলফামারীর সৈয়দপুর উপকেন্দ্র

থেকে দেশে প্রথমবারের মত ২০২০ সালে আঙ্গুস মাছের প্রজনন ও পোনা উৎপাদন কৌশল উদ্ভাবন করা হয়েছে। ফলে চাষাবাদের মাধ্যমে এর সংরক্ষণ ও উৎপাদন বৃদ্ধি করা যাবে।

ব্রুড আঙ্গুস মাছ

১২। বিলুপ্তপ্রায় বৈরালি মাছের জীনপুল সংরক্ষণ

বৈরালি মাছ উত্তর জনপদের একটি সুস্বাদু মাছ। বৈরালি মাছ বরালি ও খোকসা নামেও পরিচিত। এর বৈজ্ঞানিক নাম *Barilius barila*। এ প্রজাতি ছাড়াও *Barilius barna, Barilius bendelissis, Barilius tileo* ও *Barilius vagra* নামে এ মাছের আরো ৪টি প্রজাতি রয়েছে। খাল, বিল, পাহাড়ী ঝর্ণা ও অগভীর স্বচ্ছ জলাশয়ে মূলত এ মাছটি পাওয়া যায়। IUCN (২০১৫) কর্তৃক এ মাছটিকে বিপন্ন প্রজাতি হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। বিপন্নের হাত থেকে রক্ষার লক্ষ্যে বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউটের সৈয়দপুর স্বাদুপানি উপকেন্দ্র কর্তৃক রংপুরের চিকলি নদী ও দিনাজপুরের আত্রাই নদী হতে বৈরালি মাছ সংগ্রহ করে উপকেন্দ্রের পুকুরে নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে প্রতিপালন ও ব্রুড তৈরি করা হয়। অতঃপর ২০২০ সালে দেশে প্রথমবারের মতো বৈরালি মাছের কৃত্রিম প্রজননে সফলতা অর্জিত হয়। ফলে এর পোনা প্রাপ্তি সহজতর হয়েছে এবং উত্তরবঙ্গে এর চাষাবাদ ইতোমধ্যে শুরু হয়েছে। এ প্রযুক্তি ইতোমধ্যে মৎস্য অধিদপ্তরের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

ব্রুড বৈরালি মাছ

১৩। বালাচাটা মাছের কৃত্রিম প্রজনন কৌশল উদ্ভাবন

বালাচাটা মাছ অঞ্চলভেদে মুখরোচ, পাহাড়ী গুতুম, গঙ্গা সাগর, ঘর পুইয়া, পুইয়া, বাঘা, বাঘা গুতুম, তেলকুপি ইত্যাদি নামে পরিচিত। উত্তর জনপদে মাছটি বালাচাটা, পুইয়া এবং পাহাড়ী গুতুম নামে অধিক পরিচিত। এর বৈজ্ঞানিক নাম *Somileptes gongota*। প্রজাতিটিকে বিলুপ্তির হাত থেকে বাঁচাতে এবং চাষাবাদের জন্য পোনার প্রাপ্যতা নিশ্চিত করতে ইনস্টিটিউট প্রথমবারের মত এর কৃত্রিম প্রজনন ও নার্সারি ব্যবস্থাপনা কৌশল

উদ্ভাবন করা হয়েছে। গবেষণায় দেখা গেছে, একটি পরিপক্ব (৯-১৪ গ্রাম) বালাচাটা স্ত্রী মাছের ডিম ধারণ ক্ষমতা ৪ থেকে ৮ হাজার এবং প্রজননকাল এপ্রিল থেকে আগস্ট পর্যন্ত।

ব্রুড বালাচাটা মাছ ও পোনা

১৪। দেশীয় মাছ সংরক্ষণে লাইভ জিনব্যাংক প্রতিষ্ঠা

দেশে প্রথমবারের মতো ইনস্টিটিউটের ময়মনসিংহস্থ স্বাদুপানি কেন্দ্র কর্তৃক দেশীয় মাছের লাইভ জিনব্যাংক প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। দেশীয় প্রজাতির মাছ সংরক্ষণে এ লাইভ জিনব্যাংক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। প্রতিষ্ঠিত এ লাইভ জীন ব্যাংকে দেশের বিলুপ্তপ্রায় ভাগনা, দেশী কই, নাপিত কই, খলিশা, লাল খলিশা, মাগুর, বোয়ালি পাবদা, সরপুঁটি, পুঁটি, শিং, মহাশোল, রুই, বুজুরি টেংরা, ভিটা টেংরা, গুলশা, বাটা, রিটা, মলা, পুঁইয়া গুতুম, পাহাড়ী গুতুম, ঠোটপুইয়া, শালবাইম, টাকি, ফলি, ঢেলা, চেলা, লম্বা চান্দা, রাঙাচান্দা, লালচান্দা, পিয়ালি, বৈরালি, দারকিনা, ইংলা, চেপ চেলা, লোহাচাটা, রাণী, কাকিলা, বাচা, বাতাসি, আঙ্গুস, কানপোনা, ঘাউরা, ভেদা, একথুটি ও বাসপাতাসহ মোট ১১০ প্রজাতির মাছ সংরক্ষণ করা হয়েছে। মাত্রাতিরিক্ত মাছ আহরণ, পরিবেশগত বিপর্যয়, জলাশয় সংকোচনসহ প্রভৃতি কারণে প্রকৃতিতে কোন মাছ হারিয়ে গেলে কিংবা হারিয়ে যাওয়ার উপক্রম হলে মৎস্য এই জিনব্যাংকের মাছকে কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে পোনা উৎপাদন করে তা পুনরুদ্ধার করা সম্ভব হবে। দেশে মাছে স্বয়ংসম্পূর্ণ রাখতে এবং সুস্বাদু ও পুষ্টিগুণ সম্পন্ন মাছের উৎপাদন বাড়াতে জিনব্যাংক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে। এ প্রেক্ষিতে বর্তমান সরকারের আমলে দেশীয় মাছ সংরক্ষণ ও পুনরুদ্ধারের জন্য ইনস্টিটিউটে গবেষণা কার্যক্রম জোরদার করা হয়েছে।

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব শ ম রেজাউল করিম, এমপি লাইভ জিনব্যাংক উদ্বোধন করছেন

খ) শিং মাছের নিবিড় চাষ প্রযুক্তি উদ্ভাবন

শিং মাছ আমাদের দেশে খুবই জনপ্রিয় একটি মাছ। পুকুরে সাধারণত আধানিবিড় পদ্ধতিতে এর একক বা মিশ্র চাষ করা হয়। বিগত ২০১৯-২০ অর্থবছরে নিবিড় পদ্ধতিতে শিং মাছের চাষ প্রযুক্তি উদ্ভাবনে সফলতা অর্জন করেছে বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএফআরআই)। এতে হেক্টরে এক ফসলে ৪০-৪৫ টন শিং মাছ উৎপাদন করা সম্ভব। গবেষণায় দেখা গেছে, ৫০ শতাংশের পুকুর হতে ০৬-০৭ মাসে ৮-৯ টন শিং মাছ উৎপাদন করা যায়। এতে ১৫-১৭ লক্ষ টাকা ব্যয় হবে এবং এক ফসলে ১০-১১ লক্ষ টাকা নিট মুনাফা অর্জিত হবে। এ প্রযুক্তি মাঠ পর্যায়ে ব্যবহারের ক্ষেত্রে সাম্প্রতিককালে ব্যাপক সাড়া পড়েছে। শিং মাছের নিবিড় চাষের জন্য ২০-৫০ শতাংশ আয়তনের ছায়াযুক্ত গভীর পুকুর নির্বাচন করতে হয়। অতঃপর পুকুর ভালোভাবে প্রস্তুত করে প্রতি শতাংশে ৩-৪ গ্রাম ওজনের ৩৫০০-৪০০০টি সুস্থ-সবল ও গুণগতমানসম্পন্ন শিং মাছের স্ত্রী পোনা পুকুরে মজুদ করতে হবে। পোনা মজুদের পরের দিন থেকে মাছের দেহ ওজনের শতকরা ১২-১৩% হারে প্রাণিজ প্রোটিনসমৃদ্ধ (৩২-৩৫%) সম্পূরক খাদ্য প্রয়োগ করতে হয়। শিং মাছের নিবিড় চাষের জন্য পানির গুণাগুণ উপযোগী মাত্রায় রাখা খুবই প্রয়োজন।

নিবিড় চাষের মাধ্যমে উৎপাদিত শিং মাছ

গ) মাছের জাত উন্নয়ন

ইনস্টিটিউট থেকে জেনেটিক গবেষণার মাধ্যমে অধিক উৎপাদনশীল ও বাণিজ্যিক গুরুত্বসম্পন্ন বেশ কয়েকটি মাছের উন্নত জাত উদ্ভাবন করা হয়েছে নিম্নে তা উল্লেখ করা হলো:

১। অধিক উৎপাদনশীল "বিএফআরআই সুবর্ণ রুই" এর জাত উদ্ভাবন

বাংলাদেশে চাষযোগ্য কার্পজাতীয় মাছের মধ্যে রুই সবচেয়ে বাণিজ্যিক গুরুত্বসম্পন্ন মাছ। বর্তমানে মৎস্যচাষ প্রায় সম্পূর্ণভাবে হ্যাচারি উৎপাদিত পোনার উপর নির্ভরশীল। কিন্তু, হ্যাচারিতে উৎপাদিত রুই মাছের পোনার কৌলিতাত্ত্বিক অবক্ষয় (genetic deterioration) ও আন্তঃপ্রজননজনিত সমস্যা (inbreeding depression) মৎস্যচাষ উন্নয়নে অন্যতম অন্তরায়। এ সমস্যা হতে উত্তরণের লক্ষ্যে ইনিস্টিটিউট হতে কৌলিতাত্ত্বিক গবেষণার মাধ্যমে রুই মাছের ৪র্থ প্রজন্মের ১টি নতুন জাত উদ্ভাবন করা হয়েছে। রুই মাছের নতুন এই জাতটি দ্রুত বর্ধনশীল, মূলজাতের চেয়ে ২০.১২% অধিক উৎপাদনশীল, খেতে সুস্বাদু এবং দেখতে লালচে ও আকর্ষণীয়। উন্নতজাতের এ মাছটি মাঠ পর্যায়ে সম্প্রসারণ করা হলে দেশে প্রায় ৮০,০০০ কেজি মাছ অধিক

উৎপাদিত হবে। স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তীর প্রাক্কালে রুই মাছের ৪র্থ প্রজন্মের এ জাতটি উদ্ভাবিত হওয়ায় ইনস্টিটিউট হতে এ জাতটিকে "বিএফআরআই সুবর্ণ রুই" হিসেবে নামকরণ করা হয়েছে এবং মন্ত্রণালয় থেকে এ সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে।

উন্নত জাতের বিএফআরআই সুবর্ণ রুই জার্মপ্লাজম খামারিদের মাঝে বিতরণ করছেন
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব, ড. নাহিদ রশীদ

২। কৈ ও তেলাপিয়া মাছের জাত উন্নয়ন

জেনেটিক গবেষণার মাধ্যমে কৈ মাছের ৪র্থ প্রজন্ম ও তেলাপিয়ার ১৩তম প্রজন্মের উন্নত জাত উদ্ভাবন করা হয়েছে। কৈ মাছের নতুন প্রজন্ম স্থানীয় জাতের তুলনায় প্রায় ১২% ও তেলাপিয়ার নতুন প্রজন্ম স্থানীয় জাতের তুলনায় প্রায় ৬২% অধিক উৎপাদনশীল। ইনস্টিটিউট উদ্ভাবিত এই উন্নত জাত ব্যবহারের ফলে দেশে প্রতি বছর গড়ে প্রায় ৪০-৫০ হাজার কেজি কৈ মাছ এবং প্রায় ৪.০ লক্ষ মে.টন তেলাপিয়া মাছ অধিক উৎপাদিত হবে।

ঘ) ইলিশ মাছ সংরক্ষণ ও উৎপাদন বৃদ্ধি

ইলিশ আমাদের জাতীয় মাছ। এটি বাংলাদেশে সর্ববৃহৎ ও গুরুত্বপূর্ণ মৎস্যসম্পদ। দেশে মোট মাছ উৎপাদনের ক্ষেত্রে এককভাবে ইলিশের অবদান ১২%। দেশের ইলিশ সম্পদ উন্নয়নে বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট ১৯৮৬ সাল থেকে গবেষণা পরিচালনা করে আসছে। নিম্নে ইলিশ মাছ সংরক্ষণ ও উৎপাদন বৃদ্ধিতে ইনস্টিটিউটের গৃহীত পদক্ষেপ উল্লেখ করা হলো:

১। বলেশ্বর নদীতে ইলিশের নতুন প্রজননক্ষেত্র চিহ্নিতকরণ

ভৌগোলিক অবস্থান ও পরিবেশগত কারণে বলেশ্বর নদী ইলিশের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বলেশ্বর নদীতে ইলিশ মাছের প্রজননক্ষেত্র নিরূপনের লক্ষ্যে অত্র ইনস্টিটিউট হতে ৩ বছর মেয়াদী (২০১৯-২০২১) নিরবিচ্ছিন্ন গবেষণা পরিচালনা করা হয়। গবেষণাকালে, নদী হতে পরিপক্ব ও প্রজননক্ষম ইলিশ মাছের উপস্থিতি, ডিমের আকার বা ব্যাস (জিএসআই মান), ওজিং বা ডিম নির্গমনরত ইলিশের সংখ্যা, স্পেন্ট ফিশ বা প্রজননোত্তর মাছের প্রাপ্যতার হার, নিষিক্ত ডিমের পরিমাণ, লার্ভি বা জাটকার সংখ্যা ইত্যাদি তথ্য সংগ্রহ করা হয়। তাছাড়া, বলেশ্বর নদীর প্রাকৃতিক উৎপাদনশীলতা পানিতে বিদ্যমান ফাইটোপ্ল্যাংকটন ও জুপ্ল্যাংকটনের প্রাচুর্য ও বৈচিত্রতা

পর্যবেক্ষণ করা হয়। গবেষণায় প্রতীয়মান হয়েছে যে, বলেশ্বর ও বলেশ্বর নদীর মোহনা অঞ্চল নিয়ে প্রায় ৫০ কিমি দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট ৩৪৮ বর্গ কিলোমিটার এলাকাকে ইলিশের প্রজননক্ষেত্র হিসেবে ঘোষণা করা যেতে পারে। এতে বলেশ্বর ও বলেশ্বর নদী মোহনা অঞ্চল থেকে বছরে গড়ে প্রায় ৮০০ কোটি লার্ভি (০+ সাইজ) ইলিশ পরিবারের সাথে নতুন করে যুক্ত হবে এবং এতে প্রতি বছর ৫০ হাজার মেট্রিক টন অতিরিক্ত ইলিশ উৎপাদন হবে যার বাজার মূল্য প্রায় ২০৬৪ কোটি টাকা। গবেষণা ফলাফল ইতোমধ্যে বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারদের সাথে আলোচনা করে চূড়ান্ত করা হয়েছে এবং জিপিএস এর মাধ্যমে প্রজননক্ষেত্রের সীমানা নির্ধারণ করা হয়েছে। এতদসংক্রান্ত গেজেট প্রকাশের কার্যক্রম মন্ত্রণালয়ে বর্তমানে বিবেচনাধীন রয়েছে।

বলেশ্বর নদীর ৫০ কিমি দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট ৩৪৮ বর্গ কিলোমিটার এলাকার জিপিএস পয়েন্ট ম্যাপ

২। ইলিশের সর্বোচ্চ সহনশীল আহরণমাত্রা নিরূপণ

ইলিশ আমাদের জাতীয় মাছ এবং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মৎস্যসম্পদ। ইলিশ উৎপাদনে বাংলাদেশ এখন বিশ্বে প্রথম এবং রোল মডেল। ইনস্টিটিউটের গবেষণালব্ধ তথ্যের ভিত্তিতে ইলিশ ব্যবস্থাপনা কৌশল এবং সরকারের বিভিন্ন বাস্তবমুখী কার্যক্রম মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সরাসরি তত্ত্বাবধানে সম্প্রতি দেশে ইলিশের বিস্তৃতি এবং উৎপাদন বেড়েছে। গবেষণা ও সংরক্ষণ কার্যক্রমে গত ১২ বছরে ইলিশের উৎপাদন বেড়েছে ৮৫%, বাজারে বড় আকারের (৮০০-১০০০ গ্রাম) ইলিশের প্রাপ্যতা আগের তুলনায় ২৫% বেড়েছে। মা ইলিশ সুরক্ষিত হওয়ায় গত বছর ৩৯,৩১৫ কোটি জাটকা ইলিশ পরিবারে নতুন করে যুক্ত হয়েছে। ইলিশ মাছের সর্বোচ্চ সহনশীল উৎপাদন (Maximum Sustainable Yield) ৭.০২ লক্ষ মে.টন নির্ধারণ করা হয়েছে। এর চেয়ে বেশি মাছ আহরণ করা হলে ইলিশের প্রাকৃতিক মজুদ ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশংকা রয়েছে এবং ভবিষ্যতে ইলিশ উৎপাদনে এর নেতিবাচক প্রভাব পড়বে। গত অর্থবছর সরকার জাটকা সুরক্ষায় ইনস্টিটিউটের গবেষণা তথ্যের ভিত্তিতে Gill Net এর ফাঁস ৬.৫ সেমি নির্ধারণ এবং সমুদ্রে ৬৫ দিন মাছ আহরণ নিষিদ্ধকরণের প্রভাবে ইলিশের উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে। সম্প্রতি ইলিশ গবেষণা জোরদারকরণের জন্য "এম.ভি বিএফআরআই গবেষণা তরী" নামে একটি জাহাজ ইনস্টিটিউট থেকে ক্রয় করা হয়েছে।

এম.ভি বিএফআরআই গবেষণা তরী

ঙ) দেশীয় ঝিনুকে মুক্তা উৎপাদনে সফলতা

দেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে বিশেষ করে নারীর ক্ষমতায়নে মুক্তা চাষ কার্যকরী ভূমিকা রাখে। বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক বাস্তবায়িত মুক্তা চাষ প্রযুক্তি উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ প্রকল্পের মাধ্যমে মুক্তা উৎপাদনে সক্ষম সাত প্রজাতির ঝিনুক সনাক্ত করা হয়েছে। তাছাড়া, ইনস্টিটিউট হতে ইমেজ, গোল ও রাইস মুক্তা উৎপাদনের জন্য সঠিক কলাকৌশল আয়ত্ব করা হয়েছে। বর্তমানে দেশের ৪২টি জেলার ৯২টি উপজেলায় প্রশিক্ষিত খামারীরা নিজস্ব পুকুরে সফলভাবে মুক্তা উৎপাদন করছেন। তাদের উৎপাদিত মুক্তা আড়ৎসহ স্থানীয় জুয়েলারিতে বিক্রি হচ্ছে।

ইনস্টিটিউট উদ্ভাবিত মুক্তা চাষ প্রযুক্তির সফলতা

চ) উপকূলীয় মৎস্য সম্পদ উন্নয়ন

ইনস্টিটিউট উপকূলীয় অঞ্চলের অর্থনৈতিক গুরুত্বসম্পন্ন বিভিন্ন প্রজাতির মাছ ও অপ্রচলিত মৎস্যসম্পদ নিয়ে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। নিম্নে সাম্প্রতিক অর্জিত কিছু সফলতা উল্লেখ করা হলো:

১। সীউইড সনাক্তকরণ ও চাষ প্রযুক্তি উদ্ভাবন

সীউইড বাণিজ্যিক গুরুত্বসম্পন্ন একটি অপ্রচলিত মৎস্যসম্পদ। পুষ্টিমানের বিচারে যা বিভিন্ন খাদ্য ও শিল্পের কাঁচামাল হিসেবে সমাদৃত। মানব খাদ্য হিসেবে ব্যবহার ছাড়াও ডেইরি, ঔষধ, টেক্সটাইল ও কাগজ শিল্পে সীউইড আগার কিংবা জেল জাতীয় দ্রব্য তৈরির কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহৃত হয়। সীউইডে প্রচুর পরিমাণে অনুপুষ্টি থাকায় এর গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি পেয়েছে। ইনস্টিটিউট সীউইড নিয়ে গবেষণা পরিচালনা করে এ পর্যন্ত ১৫৪টি প্রজাতি সনাক্ত করেছে তন্মধ্যে ২৭টি প্রজাতি বাণিজ্যিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ। সনাক্তকৃত সীউইডের মধ্যে এ পর্যন্ত ৬ প্রজাতির সীউইড (*Hypnea musciformis, Caulerpa racemosa, Enteromorpha intestinali, Padinatetra stromatica, Sargassum oligocystum*) চাষ পদ্ধতি ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবন করা হয়েছে। চাষ প্রযুক্তি ইতোমধ্যে মৎস্য অধিদপ্তরের নিকট হস্তান্তর করা হয়েছে। সীউইড ব্যবহার করে বিভিন্ন মূল্য সংযোজিত পণ্য তৈরির উপর গবেষণা কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

Codium bursa *Euchema cottonii* *Caulerpa peltata*

সনাক্তকৃত নতুন প্রজাতির সীউইড

২। নীল সাঁতারু কাঁকড়ার পোনা উৎপাদন কৌশল উদ্ভাবন

নীল সাঁতারু কাঁকড়া (*Portunus pelagicus*) গুরুত্বর্পূণ অপ্রচলতি মৎস্যসম্পদ এবং সী-ফুড হিসেবে জনপ্রিয়। ইতোমধ্যে IUCN এর ক্রাস্টাসিয়ান্স রেড লিস্ট তালিকায় এটি "Least Concern" শ্রেণীতে অন্তর্ভূক্ত হয়েছে। বর্তমানে শীলা কাঁকড়ার পাশাপাশি সাঁতারু কাঁকড়া রেস্তোরাঁয় সুস্বাদু খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। খাদ্যগুণ ও পুষ্টিমান বিবেচনায় নীল সাঁতারু কাঁকড়া অতুলনীয়। এক গ্রাম নীল সাঁতারু কাঁকড়া থেকে গড়ে প্রায় ৮০ কিলোক্যালরি এনার্জি এবং বিভিন্ন ধরনের খনিজ (ম্যাগনেশিয়াম, ক্যালসিয়াম, কপার, জিংক ও সেলেনিয়াম) পাওয়া যায়। এছাড়াও, এ কাঁকড়ায় ১৬ ধরনের এমাইনো এসিড, ওমেগা-৩ ফ্যাটি এসিডসহ আরো অন্যান্য ২০ ধরনের ফ্যাটি এসিড পাওয়া যায়। পুষ্টিমান বিবেচনায় নীল সাঁতারু কাঁকড়ায় ১৮.২ শতাংশ প্রোটিন থাকে। অধিক চাহিদার কারণে প্রকৃতি থেকে এর আহরণ বৃদ্ধি পেয়েছে যার ফলে সংখ্যা দিনে দিনে হ্রাস পাচ্ছে। এ প্রেক্ষিতে ইনস্টিটিউট সম্প্রতি নীল সাতারু কাঁকড়ার গবেষণা কার্যক্রম শুরু করে পোনা উৎপাদনে প্রাথমিক

সফলতা অর্জন করেছে। নীল সাঁতারু কাঁকড়া স্বজাতিভোজী হওয়ায় প্রজননের মাধ্যমে উৎপাদিত পোনা বাঁচিয়ে রাখা অন্যতম চ্যালেঞ্জ। বাংলাদেশের সুনীল কর্মকান্ডের উন্নয়ন, পুষ্টির চাহিদাপূরণ, বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনসহ টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) অর্জনে Blue swimming crab গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে।

নীল সাতারু কাঁকড়া এবং পোনা প্রতিপালন

৩। ওয়েস্টার (Oyster) ও সামুদ্রিক সবুজ ঝিনুকের (Green Mussel) চাষ পদ্ধতি উদ্ভাবন

ওয়েস্টার (*Crassostrea gigas*) ও সামুদ্রিক সবুজ ঝিনুক (*Perna sp.*) বাণিজ্যিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ ২টি অপ্রচলিত সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ। ওয়েস্টারে প্রায় ৫৪-৭০% প্রোটিন, ৪-১০% লিপিড এবং ১৬-২৫% কার্বহাইড্রেট বিদ্যমান। বিদেশে এর প্রচুর চাহিদা রয়েছে। এ প্রেক্ষিতে, ইনস্টিটিউট ২০২১ সাল হতে নিবিড় গবেষণার মাধ্যমে প্রকৃতি হতে স্প্যাট সংগ্রহ করে পোনা উৎপাদনের কৌশল উদ্ভাবন করেছে। এছাড়া, ওয়েস্টার এর চাষ পদ্ধতি উদ্ভাবনের লক্ষ্যে সাগরে বাঁশের ভেলার মাধ্যমে নেটের ঝুড়ি এবং ঝুলন্ত দড়ি পদ্ধতিতে মেরিকালচার করা হচ্ছে। গবেষণায় দেখা যায়, নেটের ঝুড়ি পদ্ধতিতে ওয়েষ্টারের মাসিক দৈহিক বৃদ্ধি ৮.৫০-১০.২০ গ্রাম এবং বাঁচার হার ৮৫-৯৫%। গুরুত্বপূর্ণ এই প্রজাতিটির উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি এবং গবেষণাগারে এর পোনা উৎপাদন পদ্ধতি নিয়ে বর্তমানে গবেষণা চলমান আছে। গবেষণাগারে পোনা উৎপাদনে সফলতা অর্জিত হলে বাণিজ্যিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ এই প্রজাতিটির ব্যাপক চাষাবাদ সম্ভবপর হবে। ইনস্টিটিউট ২০২১ সাল হতে সবুজ ঝিনুকের উপর নিবিড় গবেষণা শুরু করে। বর্তমানে ঝিনুক চাষের জন্য প্রকৃতি হতে স্প্যাট সংগ্রহ করে চাষের উপর গবেষণা কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

সামুদ্রিক সবুজ ঝিনুক ও ওয়েস্টার

৪। সুন্দরবনে মাছের আহরণমাত্রা ও মজুদ নিরূপন

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে সুন্দরবনের মৎস্য সম্পদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। সুন্দরবনে প্রায় ৩২২ প্রজাতির মাছ পাওয়া যায়। সুন্দরবন সামুদ্রিক মাছের প্রজনন ও নার্সারি ক্ষেত্র হিসেবে খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং আদর্শ স্থান। কিন্তু, বর্তমানে পানি দূষণসহ নিষিদ্ধ জাল ব্যবহারের কারণে সুন্দরবনের বাণিজ্যিক গুরুত্বসম্পন্ন মৎস্যসম্পদ বিপদাপন্ন। এমতাবস্থায়, সুন্দরবনে মাছের মজুদ ও আহরণমাত্রা নিরূপনের লক্ষ্যে ইনস্টিটিউটের পাইকগাছাস্থ লোনাপানি কেন্দ্র হতে গত ২ বছর যাবত গবেষণা পরিচালিত হচ্ছে। গবেষণায় দেখা গেছে, কাইন মাগুর, চিত্রা, বেলে, শীলা কাঁকড়া অতি মাত্রায় আহরিত হচ্ছে এবং এইসব প্রজাতির আহরণমাত্রা হচ্ছে যথাক্রমে ০.৬৪, ০.৫৫, ০.৬৬, ০.৬০ এবং ০.৫৩। তাছাড়া, সুন্দরবনে পোয়া ও লাক্কা মাছের মজুদ আশংকাজনক হারে হ্রাস পেয়েছে। ইনস্টিটিউট হতে পরিচালিত গবেষণায় আহরিত তথ্য ভবিষ্যতে সুন্দরবনের মাছের জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা কৌশল উদ্ভাবনে সহায়ক ভূমিকা রাখবে।

৫। রয়না/রেখা মাছের কৃত্রিম প্রজনন ও পোনা উৎপাদন

উপকূলীয় অঞ্চলের অর্থনৈতিক গুরুত্বসম্পন্ন রেখা মাছ (*Datnioides polota*) যা অঞ্চলভেদে রয়না, রেকাসহ বিভিন্ন নামে পরিচিত। এই মাছটি দেখতে যেমন সুন্দর খেতেও তেমন সুস্বাদু। মাছটিতে কাঁটা কম থাকার কারণে উপকূলীয় অঞ্চলের মানুষের কাছে এর প্রচুর চাহিদা রয়েছে। তাছাড়া, অ্যাকোয়ারিয়ামের জন্য ছোট আকারের রেখা মাছের ব্যাপক চাহিদা রয়েছে। পরিবেশ বিপর্যয় ও সংরক্ষণের অভাবে এ মাছটি প্রায় হারিয়ে যাচ্ছে। আন্তর্জাতিক প্রকৃতি ও প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণ সংঘ IUCN) এর ২০২১ সালের তথ্য মতে রেখা মাছ Least Concern প্রজাতি হিসেবে বিবেচিত। রয়না মাছের চাষকে দীর্ঘমেয়াদী-স্থিতিশীলভাবে বিকশিত করতে এবং জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে অতি-সম্প্রতি ইনস্টিটটিউট গবেষণার মাধ্যমে প্রথমবারের মতো কৃত্রিম প্রজনন এবং পোনা উৎপাদনে প্রাথমিক সফলতা অর্জন করে। রেখা মাছের সর্বোচ্চ প্রজনন মৌসুম এপ্রিল-জুলাই মাস। রেখা মাছের ডিম ধারণ ক্ষমতা ২৫০০-৩০০০ ডিম/গ্রাম। উপকূলীয় অঞ্চলের এ মাছটির পোনার প্রাপ্যতা বৃদ্ধি পেলে জীববৈচিত্র্য রক্ষার পাশাপাশি মাছের উৎপাদনও বৃদ্ধি পাবে।

রয়না/রেখা মাছ ও লার্ভি

৬। ডিমুয়া চিংড়ির প্রজনন ও পোনা উৎপাদন

উপকূলীয় অঞ্চলে অর্থনৈতিক গুরুত্বসম্পন্ন ১টি চিংড়ি প্রজাতি হচ্ছে ডিমুয়া চিংড়ি (*Macrobrachium villosimanus*)। ডিমুয়া চিংড়ি দেখতে ও আকারে অনেকটা গলদা চিংড়ির কাছাকাছি এবং বাজারমূল্যও ভালো। উপকূলীয় অঞ্চলে ডিমুয়া চিংড়ির পোনার প্রাপ্যতাও ক্রমান্বয়ে হুমকির মুখে রয়েছে। এ প্রেক্ষিতে

গবেষণার মাধ্যমে ২০২২ সালে ইনস্টিটিউট প্রথমবারের মত ডিমুয়া চিংড়ির কৃত্রিম প্রজনন এবং পোনা উৎপাদনে সফলতা অর্জন করেছে। গবেষণায় দেখা গেছে, ডিমুয়া চিংড়ি ১০-১৫ পিপিটি লবনাক্ততা ও ২৮-৩০°C তাপমাত্রার পানিতে প্রজনন করে থাকে। ডিমুয়া চিংড়ির পোনা উৎপাদন কৌশল উদ্ভাবিত হওয়ায় উপকূলীয় অঞ্চলে এর পোনা সহজলভ্য হবে ও ঘেরে অন্যান্য মাছের সঙ্গে মিশ্রচাষ ও বাগদা চিংড়ির বিকল্প প্রজাতি হিসেবে চাষ করা সম্ভব হবে।

ডিমুয়া চিংড়ির ব্রুড ও রেণু

৭। সামুদ্রিক লাইভ ফিড কালচার

সামুদ্রিক ও উপকূলীয় মাছ এবং শেলফিস (চিংড়ি, কাঁকড়া ও ওয়েস্টার) এর পোনা উৎপাদনের জন্য লাইভ ফিড প্রয়োজনীয় উপাদান। বঙ্গোপসাগর থেকে প্রথমবারের মত ০৫টি প্রজাতির ফাইটোপ্লাংকটন (*Skeletonema costatum, Isocrysis galvana, Nannochloropsis oculata, Chaetoceros gracilis, Tetraselmis suecica*) ও ০১টি জুওপ্লাংকটন (*Brachionus rotundiformis*) আইসোলেশন পদ্ধতি উদ্ভাবন করা হয়েছে এবং ইনডোর-আউটডোর কালচার করা হচ্ছে। সম্প্রতি আরও দুটি অর্থনৈতিক গুরুত্বসম্পন্ন লাইভ ফিড প্রজাতি (*Thallasiosira sp. I Cyclops sp.*) নিয়ে গবেষণা কাজ চলমান রয়েছে। গত ০৩ বছর যাবৎ ইনস্টিটিউটের লাইভ ফিড গবেষণাগার থেকে বিশুদ্ধ লাইভ ফিড স্টক কক্সবাজারে ৩৫টি চিংড়ি হ্যাচারিতে সরবরাহ করা হচ্ছে।

সামুদ্রিক লাইভ ফিড কালচার

চ) ভ্যাকসিন উদ্ভাবন

দেশে ভিয়েতনামী কৈ মাছের চাষ গত ৪/৫ বছরে ব্যাপক জনপ্রিয় হয়ে উঠে। অধিক মুনাফার আশায় কতিপয় চাষি অধিক ঘনত্বের (৩-৫ হাজার/শতক) কৈ মাছ পুকুরে চাষ করে। ফলে পরিবেশ বিপর্যয় হয়ে কৈ মাছের ব্যাপক মড়ক দেখা দেয়। অতঃপর ২০১৪ সাল থেকে পরিচালিত গবেষণায় কৈ মাছের রোগের কারণ হিসেবে *Streptococius agalactiae* নামক ব্যাকটেরিয়াকে সনাক্ত করা হয়েছে এবং এ জীবাণু দমনে ইতোমধ্যে ইনস্টিটিউট থেকে ভ্যাকসিন তৈরিতে সফলতা অর্জিত হয়েছে। উদ্ভাবিত এই ভ্যাকসিন শীঘ্রই চাষীদের নিকট সহজলভ্য করা সম্ভব হবে। কৈ মাছের ভ্যাকসিন তৈরি দেশ-বিদেশে এটাই প্রথম।

ছ) অবকাঠামো উন্নয়ন

চিংড়ি বাংলাদেশের অন্যতম একটি রপ্তানি পণ্য। উৎপাদন বৃদ্ধি, রোগ নির্ণয় ও প্রতিকার এবং চিংড়িজাত পণ্যের গুণগত মানোন্নয়নের লক্ষ্যে ইতোপূর্বে কোন গবেষণা কেন্দ্র ছিল না। এ প্রেক্ষিতে একটি উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় বাগেরহাটে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ চিংড়ি গবেষণা কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। কেন্দ্রটি গত ১৫ মার্চ ২০১১ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী উদ্বোধন করেছেন। তাছাড়া, ২০১২ সালে ইনস্টিটিউটের ময়মনসিংস্থ সদর দপ্তরে মুক্তা গবেষণাগার এবং ২০২১ সালে পটুয়াখালীর খেপুপাড়াস্থ নদী উপকেন্দ্রে অফিস-কাম-গবেষণাগার স্থাপন করা হয়। এছাড়াও কাপ্তাই লেকে মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি, সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার নিমিত্ত ২০১২ সালে ইনস্টিটিউটের রাঙ্গামাটি উপকেন্দ্রে একটি অফিস কাম গবেষণাগার ভবন নির্মাণ করা হয়েছে। সমুদ্র জয়ের ফলে আমাদের জলসীমায় সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ তথা সুনীল অর্থনীতির উন্নয়নে গবেষণা পরিচালনায় এক নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়েছে। কিন্তু, সমুদ্রে গবেষণা পরিচালনার জন্য বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউটের ইতোপূর্বে কোন আধুনিক গবেষণাগার ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা ছিলো না। এ প্রেক্ষিতে বর্তমান সরকারের মেয়াদে কক্সবাজারে ইনস্টিটিউটের আওতায় আধুনিক যন্ত্রপাতি ও সুযোগ সুবিধা সম্বলিত ৭ তলা বিশিষ্ট অফিস-কাম-গবেষণাগার স্থাপন করা হয়েছে। অনুরূপভাবে, পটুয়াখালীর কলাপাড়ায় ১টি অফিস-কাম-গবেষণাগার স্থাপন করা হয়েছে।

চিংড়ি গবেষণা কেন্দ্র, বাগেরহাটের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

বিএফআরআই এর কক্সবাজারস্থ' সামুদ্রিক কেন্দ্রে নবনির্মিত অফিস কাম গবেষণাগার ভবন উদ্বোধন করছেন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী শ ম রেজাউল করিম, এমপি

নব নির্মিত সামুদ্রিক মৎস্য ও প্রযুক্তি কেন্দ্র, কক্সবাজার

পটুখালীর খেপুপাড়াস্থ নদী উপ কেন্দ্রে অফিস কাম গবেষণাগার উদ্বোধন করছেন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী শ ম রেজাউল করিম, এমপি

চ) পুরস্কার/অর্জন

বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট দেশের মৎস্যসম্পদ উন্নয়নে জাতীয় চাহিদার নিরিখে গবেষণা পরিচালনা করে কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ এ পর্যন্ত ১৮টি জাতীয় পুরস্কার অর্জন করেছে। তন্মধ্যে সন্মানজনক একুশে পদক, শুদ্ধাচার পুরস্কার, জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ পুরস্কার, কৃষি বিষয়ে রাষ্ট্রপতি পদক, বাংলাদেশ একাডেমি অব এগ্রিকালচার পদক, কেআইবি কৃষি পদক ইত্যাদি অন্যতম। ইনস্টিটিউটের গবেষণা কার্যক্রমকে আরো এগিয়ে নেয়ার লক্ষ্যে দেশী বিদেশী ২৬টি গবেষণা প্রতিষ্ঠান ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে সমঝোতা স্মারক (MoU) স্বাক্ষরিত হয়েছে।

মৎস্য গবেষণায় অসামান্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা'র নিকট থেকে একুশে পদক ২০২০ গ্রহণ করছেন বিএফআরআই-এর মহাপরিচালক ড. ইয়াহিয়া মাহমুদ

বিলুপ্তপ্রায় মাছের পুনরুদ্ধার ও দেশের মৎস্য উৎপাদনে উল্লেখযোগ্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ মহামান্য রাষ্ট্রপতি জনাব মো. আবদুল হামিদ এর নিকট থেকে কেআইবি কৃষি পদক গ্রহণ করছেন বিএফআরআই-এর মহাপরিচালক ড. ইয়াহিয়া মাহমুদ

বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট

www.blri.gov.bd

বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট

বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএলআরআই) দেশের প্রাণিসম্পদের উন্নয়নে গবেষণা পরিচালনার জন্য একমাত্র জাতীয় প্রতিষ্ঠান। ১৯৮৪ সালে মহামান্য রাষ্ট্রপতির ২৮ নং অধ্যাদেশ এর মাধ্যমে বিএলআরআই প্রতিষ্ঠিত হয় । এ পর্যন্ত বিএলআরআই ৭৪টি প্রযুক্তি এবং ১৯টি প্যাকেজ উদ্ভাবন করেছে যা প্রাণিসম্পদের মান উন্নয়নে অত্যন্ত কার্যকরী ভূমিকা রেখে আসছে। দেশের ক্রমবর্ধমান প্রাণিজ আমিষের যোগান নিশ্চিতকল্পে গবেষণার মাধ্যমে প্রাণিসম্পদের উৎপাদনশীলতা (দুধ, মাংস ও ডিম) বৃদ্ধি পেয়েছে এবং একই সাথে দেশীয় খামারিরা স্বাবলম্বী হচ্ছে, নারীরা স্বনির্ভর হচ্ছে ও তাদের জীবনমান উন্নত হচ্ছে। সর্বোপরি, দেশের উন্নয়নে ব্যাপক ইতিবাচক পরিবর্তন এসেছে। এ যাবৎকালে বিএলআরআই কর্তৃক দেশিয় প্রাণী ও পোল্ট্রির মৌলিক গবেষণা ও উদ্ভাবন সম্পর্কিত তথ্যাদি নিম্নরুপ:

ক) জাত উন্নয়ন/ উদ্ভাবন:

১. রেড চিটাগাং ক্যাটেল (RCC) জাত উন্নয়ন:

সম্প্রতি National Technical Regulatory Committee (NTRC) এর ৫ম সভায় (২৪/০৫/২০২২) রেড চিটাগাং ক্যাটেল (আরসিসি)-কে দেশীয় গরুর জাত হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করা হয়। বিএলআরআই গবেষণা খামারের নিউক্লিয়াস হার্ডে এ জাতের গরুর গড় দুধ উৎপাদন ৬-৮ লিটার এবং খামারি পর্যায়ে গড় দুধ উৎপাদন ৩-৩.৫ লিটার। এছাড়াও বিএলআরআই-এ সংরক্ষিত ও যথাযথ পদ্ধতি অনুসরণ করে প্রতিপালিত আরসিসি জাতের কিছু সংখ্যক গাভী বর্তমানে ৮-৯ লিটার পর্যন্ত দুধ দিয়ে থাকে। বিএলআরআই কর্তৃক উন্নয়নকৃত আরসিসি গরুর জাত মাঠে ব্যাপকভাবে সম্প্রসারণ এবং সহজলভ্য করার লক্ষ্যে, রাজশাহীর গোদাগাড়ী উপজেলার কমলাপুর গ্রাম এবং চট্টগ্রামের চন্দনাইশ উপজেলার হাশিমপুর গ্রামকে **আরসিসি মডেল ভিলেজ** হিসেবে তৈরির কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

উন্নয়নকৃত রেড চিটাগাং ক্যাটেল

২. দুইটি ডিম পাড়া মুরগির জাত (শুভ্রা ও স্বর্ণা), একটি মাংস উৎপাদনকারী মুরগির জাত (বিএলআরআই মিট চিকেন-১, সুবর্ণ) এবং তিনটি দেশি মুরগির জাত উন্নয়ন ও উদ্ভাবন:

দেশের লেয়ার শিল্প হতে প্রাপ্ত তথ্য মতে বেসরকারি ব্রিডার কোম্পানিগুলো বছরে প্রায় ৩০০০ (তিন হাজার) গ্রান্ডপ্যারেন্ট এবং ১৫.২৩ লক্ষ প্যারেন্ট স্টক লালন পালন করে। তন্মধ্যে, মাত্র ১.৮০ লক্ষ প্যারেন্টস্টক বাদে বাকি পুরোটাই আমদানিনির্ভর। ফলে বছরে প্রায় ৫০-৬০ লক্ষ মার্কিন ডলার ব্যয় করতে হয়। ডিম উৎপাদনের জন্য শুভ্রা জাতের প্রতিটি ডিমের উৎপাদন খরচ ২০ (বিশ) টাকা অথচ আমদানি করা বিদেশি জাতের প্রতিটির দাম পড়ে ৩০০-৪০০ টাকা। আর সরকারের অষ্টম পঞ্চমবার্ষিকী পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য দৈনিক ৩৫-৪০ হাজার মেট্রিক টন মুরগির মাংস উৎপাদন করা প্রয়োজন। কিন্তু বর্তমানে মুরগির মাংসের অর্ধেকের বেশি আসে বাণিজ্যিক ব্রয়লার থেকে এবং এই জাতগুলো পুরোটাই আমদানি নির্ভর। বৈশ্বিক আবহাওয়া ও জলবায়ুর ক্রমাগত পরিবর্তনের প্রত্যক্ষ প্রভাব পোল্ট্রি শিল্পের উপরও পড়ছে, তাই এই নেতিবাচক প্রভাব মোকাবিলায় দেশি আবহাওয়া উপযোগী অধিক মাংস উৎপাদনকারী মুরগির জাত উদ্ভাবন করা জরুরি ছিলো। এ প্রেক্ষিতে বিএলআরআই উদ্ভাবিত জাতগুলো পরনির্ভরশীলতা কমাতে সহায়ক ভূমিকা রাখবে, এটা আমাদের প্রত্যাশা।

শুভ্রা: বিএলআরআই উদ্ভাবিত সাদা পালকের লাল ঝুঁটি বিশিষ্ট লেয়ার মুরগীটি বছরে ২৮০-২৯৫টি ডিম দেয়। শুভ্রা মুরগীটি গত ৮ই সেপ্টেম্বর, ২০১১ খ্রি. তারিখে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এর নিকট হস্তান্তর করা হয়।

'শুভ্রা' মুরগি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নিকট হস্তান্তর

স্বর্ণা: বিএলআরআই উদ্ভাবিত বাদামি বর্ণের অটো-সেক্সিং সুবিধাযুক্ত উদ্ভাবিত "স্বর্ণা" নামক ডিমপাড়া মুরগির স্ট্রেইনটির বাৎসরিক ডিম উৎপাদন ক্ষমতা ২৯৫-৩০০টি। ডিমের গড় ওজন ৬৫-৬৬ গ্রাম/ডিম, খাদ্য রূপান্তর দক্ষতা ২.২০-২.৩০। উপরন্তু, "স্বর্ণা" মুরগির ডিমের গুণাগুণ, ওভারিতে ফলিকলের সংখ্যা, রক্তে ফসফরাস ও রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাণিজ্যিক মুরগির তুলনায় অনেক বেশি পাওয়া গেছে; যা বাংলাদেশের আবহাওয়ার সাথে খুবই সামঞ্জস্যপূর্ণ। অধিক তাপ সহিষ্ণু হওয়ায় "স্বর্ণা" মুরগির তাপ পীড়নে মৃত্যুর হার কম এবং কোন ধরণের এন্টিবায়োটিক ব্যতিরেকেই অত্যাবশ্যকীয় ভ্যাকসিন ও ভিটামিন-মিনারেল সরবরাহ করেই সফলভাবে লালন পালন করা যায় বিধায় উৎপাদন খরচ কম; যা প্রাণিজ আমিষের চাহিদাপূরণে এবং ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত দেশ গড়ার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

'স্বর্ণা' নামক মুরগি

বিএলআরআই মিট চিকেন-১ (সুবর্ণ):

দেশীয় পরিবর্তনশীল আবহাওয়া উপযোগী অধিক মাংস উৎপাদনকারী মুরগির জাত "বিএলআরআই মিট চিকেন-১ (সুবর্ণ)"। উদ্ভাবিত সুবর্ণ মুরগির গড় ওজন ৫৬ দিনে ৯০০-১০০০ গ্রাম হয়। এই সুবর্ণ মুরগির মাংসের স্বাদ ও গুণাগুণ দেশি মুরগির ন্যায় হওয়ায় বাজারে ব্যাপক চাহিদা রয়েছে। তাই জাতটি আগ্রহী খামারি বা উদ্যোক্তাদের নিকট ব্যাপকভাবে সহজলভ্য করার জন্য দেশের স্বনামধন্য পোল্ট্রি শিল্প যেমন: আফতাব বহুমুখী ফার্মস লিমিটেড, প্যারাগন পোল্ট্রি লিমিটেড এবং প্ল্যানেট এগ্রো. লিমিটেড এর সাথে কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

বিএলআরআই মিট চিকেন-১ (সুবর্ণ)

বিএলআরআই কর্তৃক উন্নয়নকৃত তিনটি দেশি মুরগির জাত “কমন দেশি”, “হিলি” এবং “গলাছিলা”

সম্পূরক খাদ্য ও ব্যবস্থাপনা এবং বিজ্ঞানভিত্তিক গবেষণার মাধ্যমে দেশি মুরগির জাত “কমন দেশি”, “হিলি” এবং “গলাছিলা” উন্নয়ন করা হয়েছে। উন্নয়নকৃত এ দেশি জাতের মুরগির বার্ষিক গড় ডিম উৎপাদন ১৬০-১৮০ টি; যা স্থানীয় দেশি মুরগির তুলনায় তিন গুণের বেশি এবং ৮ (আট) সপ্তাহে গড় দৈহিক ওজন ৭৫০-৮০০ গ্রাম হয়ে থাকে। মাংসের স্বাদ ও গুণাগুণের কারণে স্থানীয় বাজারে চাহিদার আলোকে খামারি ও উদ্যোক্তাদের মাঝে বিএলআরআই কর্তৃক উন্নয়নকৃত দেশি মুরগি পালনে ব্যাপক আগ্রহ রয়েছে।

কমন দেশি

হিলি

গলাছিলা

৩. উচ্চফলনশীল ফডার জাত “নেপিয়ার-১”, “নেপিয়ার-২”, “নেপিয়ার-৩”, “নেপিয়ার-৪” এবং “বিএলআরআই ঘাস-৫ (লবণসহিষ্ণু)” উদ্ভাবন

বিএলআরআই গবেষণার মাধ্যমে ৫টি ফডারের জাত উদ্ভাবন করেছে। জাতগুলো হচ্ছে নেপিয়ার-১, নেপিয়ার-২, নেপিয়ার-৩, নেপিয়ার-৪ এবং বিএলআরআই ঘাস-৫ (**লবণসহিষ্ণু**)। নেপিয়ার ১-৪ ফডার জাতগুলো দেশের বিভিন্ন জেলায় বাণিজ্যিকভাবে খামারি পর্যায়ে চাষ হচ্ছে; যা বর্ধনশীল ডেইরি খামারে আঁশজাতীয় খাদ্যের যোগান দিচ্ছে।

উচ্চফলনশীল ঘাসের জাত নেপিয়ার

উপকূলীয় অঞ্চলের মাটি ও পানিতে লবণাক্ততা অনুপ্রবেশ এদেশের জন্য অন্যতম একটি বড় পরিবেশগত সমস্যা। এ সমস্যা নিরসনকল্পে বিএলআরআই লবণসহিষ্ণু ঘাসের জাত বিএলআরআই ঘাস-৫ (লবণসহিষ্ণু) উদ্ভাবন করেছে। প্রযুক্তিটির বিশেষ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে গামা রেডিয়েশনের মাধ্যমে উদ্ভাবিত লবণসহিষ্ণু ঘাসটি বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলের মাটি (লবণাক্ততার মাত্রা ১.৭৫-৫.০ ডেসিসিমেন পার মিটার) ও পানি (লবণাক্ততার মাত্রা ৭.৫-১১.৫০ ডেসিসিমেন পার মিটার) সহনীয়। প্রাণিখাদ্য হিসাবে উদ্ভাবিত লবণ সহিষ্ণু নেপিয়ার ঘাস সর্ম্পূণ নিরাপদ। সম্পূর্ণরূপে প্রাকৃতিক খাদ্য বলে এটি গ্রহণে প্রাণীর রুমেনে কোন ক্ষতিকর পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া হয় না। এমনকি প্রাণী থেকে উৎপাদিত দুধ এবং মাংস মানব স্বাস্থ্যের জন্যও নিরাপদ। এছাড়াও প্রযুক্তিটি পরিবেশবান্ধব। কারণ উদ্ভাবিত জাতের ঘাস চাষাবাদের ফলে সমুদ্র তীরবর্তী উপকূলীয় অঞ্চলের মাটির ক্ষয়রোধ ও লবণাক্ততার মাত্রা হ্রাস করতে সাহায্য করবে।

খ) প্রযুক্তি উদ্ভাবন:

১.বিএলআরআই এফএমডি ২০১৬ ত্রিযোজী টিকার মাস্টার সিড

গবাদিপশুর ক্ষুরারোগ নিয়ন্ত্রণে এই টিকা উদ্ভাবন করা হয়। দেশীয় ভাইরাস থেকে প্রস্তুত করায় গবাদিপশুতে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা দীর্ঘস্থায়ী এবং সাশ্রয়ী হবে। সিডটি দেশে বিরাজমান তিনটি সিরোটাইপ (A, O, Asia: 1) এর বিরুদ্ধে কার্যকরী এবং টিকার কার্যকারিতা কমপক্ষে ছয় (৬) মাস থাকে। বিদেশ থেকে আমদানিকৃত টিকার মূল্যের তুলনায় দেশে উদ্ভাবিত এ টিকার মূল্য কম হওয়ায় একদিকে যেমন বৈদেশিক মুদ্রার সাশ্রয় হচ্ছে অন্যদিকে খামারিদের জন্য সহজলভ্য হয়েছে।

২. গরু হৃষ্টপুষ্টকরণ প্রযুক্তি উদ্ভাবন

ক্রমবর্ধমান প্রাণিজ আমিষের যোগান নিশ্চিতকল্পে গরু হৃষ্টপুষ্টকরণ প্রযুক্তির বিকল্প নেই। গরু হৃষ্টপুষ্টকরণ প্রযুক্তি উদ্ভাবন এবং খামারি পর্যায়ে এর সাড়া জাগানো ব্যবহারের মাধ্যমে আমাদের দেশের মাংসে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন সম্ভব হয়েছে। ফলে বিগত ৪-৫ বছর যাবত আমাদের দেশীয় প্রাণীর মাধ্যমেই কুরবানির মত গুরুত্বপূর্ণ উৎসবের

প্রাণীর চাহিদা মিটানো সম্ভব হয়েছে এবং প্রাণী আমদানির কোন প্রয়োজন হচ্ছে না। যার ফলে সরকারের বিপুল পরিমাণে বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয় হচ্ছে।

৩. স্বল্প খরচে সহজেই হিমায়িত সিমেন উৎপাদন প্রযুক্তি

বিএলআরআই এর উদ্ভাবিত প্রযুক্তি ক্ষুদ্র পরিসরে দেশীয় গরু, ছাগল এবং মহিষের সিমেন হিমায়িতকরণের জন্য উপযোগী। সুতরাং, উক্ত প্রযুক্তি ব্যবহার করে বিভিন্ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান, বিশ্ববিদ্যালয় এবং সিমেন উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান তাদের অধিক উৎপাদনশীল এবং আর্থিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ গবাদিপশুর সিমেন সংরক্ষণের মাধ্যমে সহজে জাত সংরক্ষণ করতে সক্ষম হবে। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে পরিকল্পিতভাবে গবাদিপশু প্রজননের ক্ষেত্রে সিমেন হিমায়িতকরণ অপরিহার্য। উক্ত প্রযুক্তি গবাদিপশুর জাত সংরক্ষণের পাশাপাশি সহজে জাত উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে আশা করা যায়।

৪. প্রোবায়োটিক দই তৈরিতে বিএলআরআই স্টার্টার কালচার

বিএলআরআই স্টার্টার কালচার ব্যবহার করে দই তৈরি অনেক সহজ, সুস্বাদু এবং প্রোবায়োটিক ব্যাক্টেরিয়া সম্পন্ন; যা ভোক্তার পুষ্টি-চাহিদা পূরণের সাথে সাথে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে সহায়ক। সেই সাথে যাদের ল্যাকটোজ ইনটলারেন্স রয়েছে তারাও বাসায় সহজে দই তৈরি করে খেতে পারবেন। দইকে ভোক্তার কাছে নিরাপদ ও সহজলভ্য করতে বিএলআরআই স্টার্টার কালচার অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে।

বিএলআরআই স্টার্টার কালচার

৫. ডোল পদ্ধতিতে কাঁচা ঘাস সংরক্ষণ প্রযুক্তি

প্রতিকূল পরিস্থিতিতে কাঁচা ঘাসের স্বল্পতা হলে ডোল সাইলেজ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। সাধারণভাবে বায়ুরোধক অবস্থায় সংরক্ষিত সবুজ ঘাস বা গাজনকৃত সবুজ ঘাসকে সাইলেজ বলে। যে সমস্ত কৃষক ক্ষুদ্র আকারের ডেইরি খামার পরিচালনা করেন তাদের জন্য ডোল পদ্ধতি খুবই উপযোগী। এই পদ্ধতিতে একজন কৃষক তার

প্রয়োজনের তাগিদে ৮০ কেজি থেকে ১,০০০ কেজি আকারের ডোল সাইলো তৈরি করতে পারেন। ১০০০ কেজি সাইলেজ তৈরিতে সর্বমোট খরচ ২৭২৫ টাকা। প্রাকৃতিক দুর্যোগকালে (বন্যা)– ডোল পদ্ধতিতে সংরক্ষিত ঘাস/সাইলেজ সহজেই পরিবহনযোগ্য এবং গবাদিপশুর পুষ্টি নিশ্চিত করতে পারে।

৬. ভেড়ার পশম থেকে সুতা ও কাপড় উৎপাদন

ভেড়া এদেশের অন্যতম গৃহপালিত প্রাণিজ সম্পদ। সুদূর অতীত কাল থেকে মানুষ পশম ও মাংসের জন্য ভেড়া পালন করে আসছে। একটি ভেড়া হতে বছরে প্রায় ৯০০ থেকে ১০০০ গ্রাম পশম পাওয়া যায়। আমাদের দেশি ভেড়া যে ধরনের পশম উৎপাদন করে তা কার্পেট বা মোটা পশমের (Coarse wool) অন্তর্ভুক্ত। পশমগুলির অধিকাংশই ফাঁপা (Modulated)। অন্যান্য পশমের তুলনায় এই ধরনের পশমের দাম অনেকটা কম। এই ধরনের পশমগুলি দিয়ে বিভিন্ন ধরনের কার্পেট, কম্বল এবং মাদুর প্রস্তুত করা হয়ে থাকে। কম মূল্যে, অধিক বস্ত্র তৈরির লক্ষ্যে বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট, বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউটের সহযোগিতায় বাণিজ্যিকভাবে ভেড়ার পশম, পাট এবং তুলার বিভিন্ন অনুপাত দিয়ে তৈরি সুতা থেকে শাল, কম্বল ও স্যুটিং কাপড় তৈরির প্রযুক্তি উদ্ভাবন করে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নিকট ভেড়ার পশম দিয়ে তৈরি পণ্য হস্তান্তর করা হচ্ছে

৭. শিল্প প্রযুক্তি মিনামিক্স ও কর্নস্ট্রে প্যালেট ফিড

উদ্ভাবিত জনপ্রিয় শিল্প প্রযুক্তি দুটি হচ্ছে (ক) মিনামিক্স ও (খ) কর্নস্ট্রে প্যালেট ফিড। প্রথম প্রযুক্তিটি একটি খণিজ প্রিমিক্স, যা অন্যান্য গো-খাদ্যের সঙ্গে মিশিয়ে খাওয়ানো হয়। মিনামিক্স বাণিজ্যিক উৎপাদন ও বাজারজাত করার লক্ষ্যে ইতোমধ্যে ব্র্যাকের নিকট হস্তান্তর করা হয়েছে। ব্র্যাক প্রতিদিন প্রায় ১২৫ টন মিনামিক্স উৎপাদন ও বাজারজাত করছে।

কর্নস্ট্রে প্যালেটফিড হচ্ছে ভূট্টার খড় মিশ্রিত পূর্ণাংগ একটি গো-খাদ্য। উক্ত প্যালেট ব্যবহার করলে গাভীর দুধ ও ষাঁড়ের মাংস উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। বিএলআরআই কর্তৃক উদ্ভাবিত কর্নস্ট্রে প্যালেট ফিড প্রযুক্তিটি ২০১০ সালে লালমনি এ্যাগ্রো লি. কে হস্তান্তর করেছে। লালমনি এ্যাগ্রো বর্তমানে প্রতিমাসে প্রায় ১০০ টন কর্নস্ট্রে প্যালেট ফিড উৎপাদন ও বাজারজাত করছে।

মিনামিক্স

কর্ণস্ট্র প্যালেট ফিড

৬. প্রাণিসম্পদের উন্নয়নে বিএলআরআই প্রযুক্তি পল্লী গঠন

বিএলআরআই-এর বিভিন্ন গবেষণা বিভাগ কর্তৃক উদ্ভাবিত পোল্ট্রি ও প্রাণিসম্পদ সর্ম্পকিত বিভিন্ন প্রযুক্তি খামারি ও উদ্যোক্তাদের মধ্যে জনপ্রিয়করণ ও প্রযুক্তি হাতে কলমে ব্যবহারের মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে সাভারের পার্শ্ববর্তী ধামরাই উপজেলার শরীফবাগ গ্রামটি নিয়ে একটি প্রযুক্তি পল্লী গঠন করা হয়েছে, যা 'বিএলআরআই প্রযুক্তি পল্লী' নামে পরিচিত। গ্রামটির ৩০১টি পরিবারের মধ্যে বিএলআরআই কর্তৃক উদ্ভাবিত ১৭টি প্রযুক্তি বিষয়ে ইতোমধ্যেই খামারিদের হাতে কলমে প্রশিক্ষণ সাপেক্ষে সম্প্রসারণ করা হয়েছে। প্রযুক্তিসমূহ মাঠ পর্যায়ে সম্প্রসারণের লক্ষ্যে বিভিন্ন উন্নতমানের গবেষণা উপকরণ; যেমন- ছাগল, ভেড়া, মুরগি, পোল্ট্রি ও গবাদিপশুর খাদ্য, চপিং মেশিন, খাদ্য সরবরাহ ভ্যান, খাবার পাত্র, পানির পাত্র, টিএমআর, উচ্চ ফলনশীল ঘাসের কাটিং, সজনা গাছের চারা, কৃমিনাশক ট্যাবলেট, ভ্যাকসিন, ভিটামিন প্রভৃতি বিতরণ করা।

খামারিদের মাঝে গবেষণা উপকরণ বিতরণ

হাতে কলমে প্রযুক্তিভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান

হয়েছে। মাঠ পর্যায়ে কার্যক্রমগুলো সুষ্ঠ বাস্তবায়নে উক্ত পল্লীর স্থানীয় প্রতিনিধি, ইমাম, স্বেছাসেবী, শিক্ষক, খামারি ছাড়াও প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের প্রতিনিধি, প্রযুক্তিভিত্তিক বিশেষজ্ঞদের নিয়ে Community involving holistic approach এর মাধ্যমে একটি সমবায় পল্লী গড়ে তোলা হয়েছে। এছাড়া প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ৩ জন ভলান্টিয়ার তৈরি করা হয়েছে; যারা গবাদিপশু পালনসহ কৃমিমুক্তকরণ, ভ্যাকসিন ও ভিটামিন প্রদান কর্মসূচিগুলো দক্ষতার সাথে বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। প্রযুক্তি ও বিভিন্ন জরুরি পরিস্থিতিতে জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রতিনিয়ত প্রযুক্তি পরিবীক্ষণ ও মতবিনিময় সভা আয়োজন করা হচ্ছে । উল্লেখ্য যে কৃমিনাশক, ভ্যাকসিন

ও ভিটামিন প্রদানের ফলে কোন গবাদিপশুতে ক্ষুরারোগ, পিপিআর রোগের প্রকোপ দেখা যায় নাই এবং প্রাণীগুলো সুস্থ ও স্বাস্থ্যবান হচ্ছে। তাছাড়া, Community involving holistic approach এর জন্য খামারিরা পূর্বের চেয়ে অনেক সচেতন হচ্ছেন এবং খামার করতে আগ্রহী হয়ে উঠছেন। এছাড়া 'বিএলআরআই প্রযুক্তি পল্লী'-এর নারীদের ক্ষমতায়ন ও কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে ইতোমধ্যে ২০ জন মহিলাকে সেলাই মেশিন চালানোর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

গ) ডিজিটালাইজকৃত সেবাসমূহ

প্রাণিসম্পদ খাতকে এগিয়ে নেয়ার জন্য এ পর্যন্ত বিএলআরআই খামারিবান্ধব ০৪টি মোবাইল অ্যাপস উদ্ভাবন করেছে। এগুলো হচ্ছে: ১. বিএলআরআই ফিড মাস্টার, ২. খামার গুরু, ৩. গ্রীনওয়ে বিজনেস এবং ৪. বিএলআরআই ব্রিডিং ম্যানেজার । এছাড়াও ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী বিএলআরআই কর্তৃক ইতঃপূর্বে বাস্তবায়িত উদ্ভাবনী ধারণা, সহজিকৃত ও ডিজিটালাইজকৃত সেবাসমূহের বর্তমান অবস্থা নিম্নরূপ:

ক্র. নং	সেবার নাম	সেবার লিংক	সেবার ধরণ	সেবার অবস্থা
১.	'বিএলআরআই ফিড মাস্টার' মোবাইল অ্যাপ	https://play.google.com/store/apps/details?id=com.rashedmarjan.feedmaster&hl=en	উদ্ভাবনী উদ্যোগ	বাস্তবায়িত
২.	'খামার গুরু' মোবাইল অ্যাপ	https://play.google.com/store/apps/details?id=bd.gov.blri.khamarguru&hl=en	উদ্ভাবনী উদ্যোগ	বাস্তবায়িত
৩.	'বিএলআরআই ব্রিডিং ম্যানেজার' মোবাইল অ্যাপ	https://play.google.com/store/apps/details?id=com.rashedmarjan.breedingmanagerblri&hl=en	উদ্ভাবনী উদ্যোগ	বাস্তবায়িত
৪.	ডিজিটাল চাহিদাপত্র	http://www.app-blri.org/login	ডিজিটাল সেবা	বাস্তবায়িত
৫.	বিএলআরআই ই-বুক	http://ebook-blri.org/ebook/home	ডিজিটাল সেবা	বাস্তবায়িত
৬.	বিএলআরআই প্রশিক্ষণ জানালা (ডিজিটাল প্রশিক্ষণ সেবা)	http://elearning-blri.com/	সহজিকৃত সেবা	উন্নয়ন কার্যক্রম চলমান
৭.	বিএলআরআই এসএমএস গেটওয়ে	-	সহজিকৃত সেবা	বাস্তবায়িত

ক্র. নং	সেবার নাম	সেবার লিংক	সেবার ধরণ	সেবার অবস্থা
৮.	আইপি টেলিফোন সেবা	-	সহজিকৃত সেবা	বাস্তবায়িত
৯.	TEEAL (The Essential Electronic Agricultural Library)- একটি ইলেকট্রনিক জার্নাল সেবা	কেবল বিএলআরআই এর LAN ব্যবহার করে সেবাটি গ্রহণ করা যায়	সহজিকৃত সেবা	বাস্তবায়িত
১০.	অনলাইন ছুটি ব্যবস্থাপনা	http://114.130.119.251:3187/home/login/	সহজিকৃত সেবা	বাস্তবায়িত

ঘ) ল্যাবরেটরি সুবিধা

উন্নত মানের গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা ও রোগ নির্ণয়ের জন্য বিএলআরআই-এর রয়েছে ৬টি অত্যাধুনিক ল্যাবরেটরি। এগুলো হচ্ছে: ন্যাশনাল রেফারেন্স ল্যাবরেটরি ফর এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা, ন্যাশনাল রেফারেন্স ল্যাবরেটরি ফর এন্টিমাইক্রোবিয়াল রেজিস্ট্যান্স, সার্ক রিজিওনাল লিডিং ডায়াগনস্টিক ল্যাব ফর পিপিআর, মহিষ কৃত্রিম প্রজনন গবেষণাগার, বায়োটেকনোলজি গবেষণাগার এবং ফডার টিস্যু কালচার ল্যাবরেটরি।

কোভিড-১৯ শনাক্তকরণ কার্যক্রম

দেশব্যাপী করোনার প্রাদুর্ভাব দেখা দিলে বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) শনাক্তকরণে নমুনা পরীক্ষা শুরু করে। বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট ২৫ এপ্রিল, ২০২০ খ্রি. থেকে করোনা ভাইরাস শনাক্তকরণে নমুনা পরীক্ষা শুরু করে। বিএলআরআই-এর রিয়েল টাইম পিসিআর প্রযুক্তিসমৃদ্ধ দেশের অন্যতম বৃহত্তম বিএসএল-২ (বায়োসেফটি লেভেল-২) ল্যাবে বায়োলজিক্যাল নিরাপত্তার সব ধরনের সুবিধা রয়েছে। বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট স্বাস্থ্য অধিদপ্তর থেকে প্রাপ্ত নমুনা সংগ্রহ, গবেষণাগারে প্রেরণ ও শনাক্তকরণ এবং ডাটা এন্ট্রি ও ডকুমেন্ট তৈরিসহ সার্বিক কাজের জন্য ইনস্টিটিউটের বিজ্ঞানী ও কর্মচারীদের সমন্বয়ে ১৪ সদস্যের একটি টিম এবং এ সংক্রান্ত পুরো কার্যক্রম সমন্বয়, তত্ত্বাবধান ও কারিগরি সহায়তা প্রদানের জন্য ছয় সদস্যের একটি মনিটরিং টিম গঠন করে। বিএলআরআই শুরু থেকে অদ্যাবধি প্রায় ৫৫,০০০ (পঞ্চান্ন হাজার) এর অধিক কোভিড-১৯ নমুনা পরীক্ষা সফলতার সাথে সম্পন্ন করে রিপোর্ট প্রদান করে। পাশাপাশি বিএলআরআই করোনা শণাক্তকরণের একটি কিট দিয়ে দুইটি নমুনা বিশ্লেষণ করার পদ্ধতি সফলতার সাথে উদ্ভাবন করে।

বাঃ মঃ উঃ কঃ

বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন

www.bfdc.gov.bd

বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন

ভূমিকা

বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন (বামউক) সরকারি মালিকানাধীন সেবাধর্মী স্বশাসিত প্রতিষ্ঠান যার ২০টি কেন্দ্র দেশের মৎস্যসম্পদ ও মৎস্য শিল্পের উন্নয়নে কাজ করছে। কর্পোরেশন প্রতিষ্ঠালগ্ন হতে দেশে আধুনিক ট্রলারের মাধ্যমে সামুদ্রিক মৎস্য আহরণ, আহরিত মৎস্যের স্বাস্থ্যসম্মত অবতরণ, সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াকরণ ও বাজারজাতকরণসহ মৎস্য রপ্তানিকারকদের প্রয়োজনীয় সহযোগিতার মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। কর্পোরেশন চট্টগ্রাম মৎস্য বন্দরের মেরিন ওয়ার্কশপ এবং মাল্টিচ্যানেল স্লিপওয়ে ডকইয়ার্ড এর মাধ্যমে সমুদ্রগামী মৎস্য ট্রলারসমূহের মেরামত সেবা প্রদান করছে। এছাড়াও চট্টগ্রামের কর্ণফুলী নদীতে স্থাপিত টি-হেড জেটির মাধ্যমে সমুদ্রগামী মৎস্য ট্রলারের বার্থিং সুবিধা প্রদান করছে। কর্পোরেশন ১৯৬৪ সাল হতে ৬৮,৮০০ হেক্টর জলায়তনের কাপ্তাই হ্রদে মিঠা পানির মাছ উৎপাদন, আহরণ, সংরক্ষণ ও বাজারজাতকরণ সংক্রান্ত কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে পার্বত্য রাঙ্গামাটি ও খাগড়াছড়ি জেলাধীন ১০টি উপজেলার ১০ (দশ) লক্ষাধিক উপজাতি ও স্থানীয় জনসাধারণের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন, প্রোটিনের চাহিদাপূরণ ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে আসছে।

রূপকল্প (Vision)

জনগণের জন্য স্বাস্থ্যসম্মত মাছ সরবরাহে সহায়তাকরণ।

অভিলক্ষ্য (Mission)

উন্মুক্ত ও বদ্ধ জলাশয়ে মৎস্য উৎপাদন, আহরণ, আহরিত মৎস্যের অপচয় হ্রাসকরণের লক্ষ্যে স্বাস্থ্যসম্মত অবতরণ, প্রক্রিয়াকরণ, সংরক্ষণ এবং বিপণন কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করে জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছানো।

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য (বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন আইন, ১৯৭৩)

- মৎস্য সম্পদ ও মৎস্য শিল্পের উন্নয়নের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ;
- মৎস্য শিল্প স্থাপন;
- মৎস্য আহরণের জন্য কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা এবং মৎস্যসম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহারের উদ্দেশ্যে অধিকতর সমন্বিত পদ্ধতির উন্নয়ন;
- মৎস্য শিকারের নৌকা, মৎস্য বাহন, স্থল ও জলপথে মৎস্য পরিবহণ এবং মৎস্য শিল্প উন্নয়নের সহিত জড়িত প্রয়োজনীয় সকল আধুনিক সরঞ্জাম ও যন্ত্রাংশ সংগ্রহ, ধারণ ও হস্তান্তর;
- মৎস্য এবং মৎস্যজাত পণ্য সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াকরণ, বিতরণ এবং বাজারজাতকরণের জন্য কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা;
- মৎস্য শিল্প ও মৎস্যজীবী সমবায় সমিতিকে অগ্রিম ঋণ প্রদান;
- মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি প্রতিষ্ঠায় উৎসাহ প্রদান;
- মৎস্যসম্পদের জরিপ ও অনুসন্ধানের ব্যবস্থা গ্রহণ;
- মৎস্য শিকার, উৎপাদন, পরিবহণ, সংরক্ষণ এবং বাজারজাতকরণের পদ্ধতি সম্পর্কিত গবেষণা এবং প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা বা ব্যবস্থা গ্রহণ;
- মৎস্য এবং মৎস্যজাত পণ্য রপ্তানির জন্য প্রতিষ্ঠান স্থাপন এবং
- উল্লিখিত সকল বা যে কোন কার্য সম্পাদনের উদ্দেশ্যে আবশ্যকীয় সম্পদ অর্জন, ধারণ ও হস্তান্তর।

প্রধান কার্যাবলী (Main Functions)

- উন্মুক্ত ও বদ্ধ জলাশয় হতে আহরিত মাছের আহরণোত্তর অপচয় রোধকল্পে আধুনিক সুযোগ-সুবিধা সম্বলিত মৎস্য অবতরণ, সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াকরণ ও বাজারজাতকরণ কেন্দ্র স্থাপন;
- সামুদ্রিক মৎস্য ট্রলারসমূহের ডকিংসহ মেরামত সুবিধাদি প্রদানের নিমিত্ত স্লিপওয়ে, মেরিন ওয়ার্কশপ, বার্থিং ও বেসিন স্থাপন;
- আহরিত মাছের অপচয় রোধকল্পে আধুনিক সুযোগ-সুবিধা সম্বলিত মৎস্য অবতরণ সুবিধাদি প্রদান;
- মৎস্য ও মৎস্যজাত দ্রব্যাদি বাজারজাতকরণ, সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াকরণ এবং রপ্তানির জন্য সহায়তা প্রদান;
- ঢাকা মহানগরীতে স্বাস্থ্যসম্মত মাছ বিপণন।

বঙ্গবন্ধু ও বিএফডিসি

স্বাধীন বাংলাদেশে বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন(বিএফডিসি)-এর অগ্রযাত্রায় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অসামান্য অবদান

- তৎকালীন সোভিয়েত রাশিয়া কর্তৃক ১৯৭২ সালে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে ১০টি সমুদ্রগামী ফিশিং ট্রলার উপহার দেওয়া হয়। প্রাপ্ত ১০টি ট্রলার নিয়েই বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন বঙ্গোপসাগরে সর্বপ্রথম বাণিজ্যিক ভিত্তিতে মৎস্য আহরণ শুরু করে এবং সামুদ্রিক মৎস্যকে দেশের জনসাধারণের কাছে পরিচিত করে তোলে।
- বঙ্গোপসাগরে মৎস্যসম্পদের জরিপ ১৯৭২ সালে সম্পন্ন করা হয়। জরিপের ভিত্তিতে সাউথ প্যাচেজ, এলিফ্যান্ট পয়েন্ট, ইস্ট অব সোয়াচ অব নো গ্রাউন্ড এবং সোয়াচ অব নো গ্রাউন্ড নামে ৪টি বাণিজ্যিক মৎস্য আহরণ ক্ষেত্র শনাক্ত করা হয়। এ জরিপের ভিত্তিতেই বঙ্গোপসাগরে সামুদ্রিক মৎস্য আহরণ করা হচ্ছে।
- মৎস্য শিল্পের উন্নয়নে 'বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন আইন, ১৯৭৩ (১৯৭৩ সালের ২২ নং আইন)' প্রণয়ন করা হয়।
- ছোট ছোট কাঠের পাল তোলা দেশীয় নৌকা যান্ত্রিকীকরণের মাধ্যমে উপকূলীয় ও সামুদ্রিক মৎস্য শিকারের গোড়াপত্তন হয়।
- দেশে প্রথমবারের মত কার্পাস সুতার জালের পরিবর্তে নাইলন সুতার জালের প্রচলন এবং ৩টি জাল কারখানা স্থাপন করা হয়।
- ট্রলারের মাধ্যমে সমুদ্র হতে মৎস্য আহরণ, আহরিত মৎস্য অবতরণ, বাজারজাতকরণ, প্রক্রিয়াকরণ এবং সামুদ্রিক মৎস্য ট্রলার নির্মাণের নিমিত্ত ১৯৭৩ সালে চট্টগ্রাম মৎস্য বন্দরকে একটি পূর্ণাঙ্গ মৎস্য বন্দর হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা হয়।
- গভীর সমুদ্রে মৎস্য আহরণের নিমিত্ত মৎসজীবী, ট্রলার অপারেটর, নেভিগেটর, ফিশ প্রসেসিং টেকনোলজিস্টসহ প্রয়োজনীয় দক্ষ জনবল সৃষ্টির লক্ষ্যে ১৯৭৩ সালে বিএফডিসি'র অধীনে মেরিন ফিসারিজ একাডেমি প্রতিষ্ঠা করা হয়।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি ও নির্দেশিত প্রকল্পসহ রাজস্ব ও উন্নয়ন বাজেটের আওতায় ২০০৯-২০২৩ সময়কালে কর্পোরেশন কর্তৃক বাস্তবায়িত/বাস্তবায়নাধীন সকল প্রকল্প/ কর্মসূচি/ উল্লেখযোগ্য উদ্ভাবন ও ডিজিটালাইজেশন সম্পর্কিত তথ্যাদি

ক। বিএফডিসি কর্তৃক উন্নয়ন বাজেটের আওতায় ২০০৯-২০২৩ সময়কালে বাস্তবায়িত প্রকল্প

১) ঢাকা মহানগরে মৎস্য বিপণন সুবিধাদি স্থাপন প্রকল্প, যাত্রাবাড়ী, ঢাকা

সংক্ষিপ্ত বিবরণ:

মাছের গুণগতমান বজায় রেখে ঢাকা মহানগরীতে মৎস্য বিপণন ও মৎস্য ব্যবসায়ীদের বিপণন সুবিধাদি নিশ্চিতকল্পে বিএফডিসি কর্তৃক যাত্রাবাড়ীতে "ঢাকা মহানগরে মৎস্য বিপণন সুবিধাদি স্থাপন" প্রকল্পটি বাস্তবায়নের পদক্ষেপ নেওয়া হয়। প্রকল্পটি ঢাকা মহানগরের যাত্রাবাড়ীস্থ মৎস্য বাজারের প্রাণকেন্দ্র সড়ক ও জনপথ বিভাগের (সওজ) অধিগ্রহণকৃত জমি সওজের সম্মতিক্রমে আন্তঃমন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে জমি স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ম্যানুয়াল-১৯৯৭ অনুসরণে জেলাপ্রশাসন, ঢাকা ২৫/০৬/২০০৯ তারিখে নগদ মূল্য গ্রহণপূর্বক বিএফডিসিকে হস্তান্তর করে। উক্ত জমির উপর ৬তলা বিশিষ্ট একটি আধুনিক মৎস্য বিপণন কেন্দ্র নির্মাণ করা হয় এবং মাছের গুণগতমান নিশ্চিত করণের জন্য ১টি Quality Control Lab স্থাপন করা হয়।

উদ্দেশ্য:

- ঢাকা শহরের অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে মৎস্য অবতরণ, বাজারজাতকরণ ও বিপণন পদ্ধতির আধুনিকায়ন;
- ঢাকা শহরে স্বাস্থ্যকর ও মানসম্মত উপায়ে মৎস্য অবতরণ, বাজারজাতকরণ ও বিপণন সুবিধাদি প্রদান;
- ঢাকা মহানগরে ফরমালিনমুক্ত মাছ সরবরাহে সহায়তাকরণ।

প্রকল্প ব্যয়: ৭৩৯.২০ লক্ষ টাকা।

প্রকল্প বাস্তবায়নকাল: ২০০৯-২০১২ সাল।

প্রকল্পের সুবিধাদি:

- ৬তলা বিশিষ্ট ভবন
- আড়তঘর
- কোয়ালিটি কন্ট্রোল ল্যাব
- আইস ক্রাসার
- অকশন শেড
- পিকআপ ভ্যান
- জেনারেটর
- প্রশাসনিক কার্যালয়

৬তলা বিশিষ্ট মৎস্য বিপণন কেন্দ্র

জনজীবনে প্রভাব:

- ঢাকা মহানগরীতে স্বাস্থ্যসম্মত মাছ বিপণনের মাধ্যমে জনগণের আমিষের চাহিদা পূরণ করা হচ্ছে;
- কুটামাছ বিক্রির মাধ্যমে ঢাকা মহানগরীর কর্মজীবী নারী-পুরুষের সময় ও শ্রম লাঘবে অবদান রাখছে;
- মৎস্য শিল্পের সাথে জড়িত ব্যবসায়ী ও শ্রমজীবী মানুষের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে;
- কোয়ালিটি কন্ট্রোল ল্যাব এর মাধ্যমে মাছের গুণগতমান বজায় রাখা সম্ভব হচ্ছে;
- আধুনিক সুযোগ সুবিধা থাকায় মাছের আহরণ পরবর্তী অপচয় রোধ করা সম্ভব হচ্ছে;
- মাছের ন্যায্য মূল্য নিশ্চিত করার মাধ্যমে মৎস্যজীবীরা আর্থিকভাবে লাভবান হচ্ছে।

২। কাপ্তাই লেকে মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি, সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা জোরদারকরণ প্রকল্প

সংক্ষিপ্ত বিবরণ:

কাপ্তাই লেকে মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি, সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা জোরদারকরণ প্রকল্প (কম্পোনেন্ট-এ, বি, সি) মোট ২৫৩০.৪৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে জানুয়ারি ২০১১-জুন ২০১৭ মেয়াদে বাস্তবায়ন করা হয়। প্রকল্পে কম্পোনেন্ট-এ অংশ বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন, কম্পোনেন্ট-বি অংশ মৎস্য অধিদপ্তর এবং কম্পোনেন্ট-সি অংশ বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট এর মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা হয়। কাপ্তাই হ্রদে মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে এ প্রকল্পের মাধ্যমে হ্যাচারি, নার্সারি পুকুর, চেকপোস্ট নির্মাণ, অভয়াশ্রম, মোবাইল মনিটরিং সেন্টার স্থাপন, মৎস্য গবেষণাগার নির্মাণ, মৎস্যজীবীদের প্রশিক্ষণ প্রদান প্রভৃতি কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে স্থানীয় জনগণ, উপজাতি ও মৎস্যজীবীদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ও দারিদ্র বিমোচনে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে। এছাড়া পার্বত্য অঞ্চলের জীবন-জীবিকা, অর্থনৈতিক কর্মকান্ড, পুষ্টির চাহিদাপূরণ ও স্থানীয় ঐতিহ্যের সাথে কাপ্তাই হ্রদ ওতপ্রোতভাবে জড়িত। স্থানীয় সুবিধা বঞ্চিত জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন ও দেশের সার্বিক খাদ্য নিরাপত্তা অর্জনে উক্ত প্রকল্পের ভূমিকা অন্যতম ও সময়োপযোগী।

উদ্দেশ্য:

- মাছের পোনার উৎপাদন খরচ হ্রাস করা এবং বর্তমান ব্যবস্থাপনা পদ্ধতিকে জোরদারকরণের মাধ্যমে কাপ্তাই লেকের ভারসাম্যপূর্ণ মৎস্য উৎপাদন নিশ্চিত করা;
- মৎস্য হ্যাচারি ও নার্সারি প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বাৎসরিক ৬০ মে. টন পোনা অবমুক্ত করা;
- অভয়াশ্রম প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে দেশিয় বিভিন্ন প্রজাতি ও অন্যান্য বিপন্ন প্রজাতির মাছসমূহকে সংরক্ষণ করা;
- হ্যাচারি প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে গুণগতমান সম্পন্ন মৎস্য পোনা উৎপাদন করা;
- অভয়াশ্রম ঘোষণার মাধ্যমে প্রধান প্রধান প্রজনন ক্ষেত্রসমূহ ও জীব-বৈচিত্র্য রক্ষা করা।

প্রকল্প ব্যয়: ১৭০৭.০০ লক্ষ টাকা (জিওবি)।

প্রকল্প বাস্তবায়নকাল: জানুয়ারি ২০১১ হতে জুন ২০১৭।

প্রকল্পের সুবিধাদি:

- লংগদু, রাঙ্গামাটি এলাকায় ২ একর আয়তন বিশিষ্ট ১টি হ্যাচারি নির্মাণ;
- লংগদু, রাঙ্গামাটি এলাকায় ২৭ একর আয়তন বিশিষ্ট ৬টি নার্সারি পুকুর নির্মাণ;
- কাপ্তাই লেকে ৬টি অভয়াশ্রম প্রতিষ্ঠা;
- কাপ্তাই লেকে ৬টি মোবাইল মনিটরিং সেন্টার স্থাপন;
- দিঘীনালা, খাগড়াছড়ি ও বড়াইছড়ি, কাপ্তাই, রাঙ্গামাটি এলাকায় ২টি চেকপোস্ট নির্মাণ।

জনজীবনে প্রভাব:

- কাপ্তাই হ্রদে মাছের উৎপাদন ২০০৯ সালে ৫৫৭৮ মে. টন থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০২২-২৩ অর্থবছরে ১৭০৫০ মে. টনে উন্নীত হয়;
- প্রায় ২৬,৪৫৯ জেলের জীবনমানের উন্নয়ন সাধিত হয়েছে;
- স্বাস্থ্যসম্মত মাছ উৎপাদনের মাধ্যমে দেশের জনগণের আমিষের চাহিদাপূরণে অবদান রাখছে;
- মৎস্য শিল্পের সাথে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জড়িত প্রায় ৩,০০০ জন লোকের কর্মসংস্থানের সুযোগ এবং স্থানীয়ভাবে প্রায় ১০ লক্ষ লোক উপকৃত হচ্ছে;
- মাছের আহরণ পরবর্তী অপচয় রোধ করা সম্ভব হচ্ছে;
- হ্যাচারি ও নার্সারি পুকুর প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে কম খরচে গুণগতমান সম্পন্ন মাছের পোনা উৎপাদন করা সম্ভব হচ্ছে;
- অভয়াশ্রম ঘোষণার মাধ্যমে প্রধান প্রধান প্রজনন ক্ষেত্রসমূহ ও জীব-বৈচিত্র রক্ষা করা সম্ভব হচ্ছে;
- হ্রদে টেকসই মৎস্য ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে মাছের পরিমাণ বৃদ্ধি পাচ্ছে;
- মোবাইল মনিটরিং সেন্টার এর মাধ্যমে অবৈধ মৎস্য শিকার রোধ করা সম্ভব হচ্ছে;
- চেকপোস্ট এর মাধ্যমে হ্রদের মৎস্য চোরাচালান রোধকরণ সম্ভব হচ্ছে ও সরকারের রাজস্ব আয় বৃদ্ধি পাচ্ছে;
- হ্রদে কার্প জাতীয় মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি পাচ্ছে।

৩। মাল্টিচ্যানেল স্লিপওয়ে নির্মাণ প্রকল্প, চট্টগ্রাম মৎস্য বন্দর

সংক্ষিপ্ত বিবরণ:

সামুদ্রিক মৎস্য আহরণের ক্ষেত্র বৃদ্ধি পাওয়ায় চট্টগ্রাম মৎস্য বন্দরে বিদ্যমান পুরাতন মেরিন ওয়ার্কশপ এ্যান্ড ডকইয়ার্ড এর মাধ্যমে মৎস্য ট্রলারসমূহের মেরামত/তৈরির চাহিদাপূরণ কষ্টসাধ্য ছিল। ফলশ্রুতিতে এ খাতে সেবার পরিধি বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে ও স্থানীয় মৎস্যজীবী/মৎস্য ব্যবসায়ীদের চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে ফিশিং ট্রলার, বার্জ, পন্টুন, টাগবোট ইত্যাদি ডকিং-আনডকিং ও মেরামতের নিমিত্ত চট্টগ্রাম মৎস্য বন্দরে নতুন একটি মাল্টিচ্যানেল স্লিপওয়ে ডকইয়ার্ড নির্মাণ করা হয়। গত ২৫ এপ্রিল ২০১৯ তারিখে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এ ডকইয়ার্ড শুভ উদ্বোধন করেন। এতে ২০০ মিটার দীর্ঘ ১২০০ মেট্রিক টন ক্ষমতাসম্পন্ন দুটি স্লিপওয়ে রয়েছে। এছাড়া মৎস্য ট্রলারের বার্থিং, পানি ও বিদ্যুৎ সুবিধা প্রদানের লক্ষ্যে টি-হেড জেটি নির্মাণ করা হয়।

উদ্দেশ্য:

- জাহাজ, বার্জ, ট্রলার ইত্যাদির ডকিং-আনডকিং ও মেরামত সুবিধাদি প্রদান;
- নতুন পন্টুন, বার্জ, ফিশিং ট্রলার, টাগবোট ইত্যাদি তৈরি;
- ডকিং-আনডকিং ও মেরামত সুবিধাদি সম্প্রসারণের মাধ্যমে কর্পোরেশনের রাজস্ব আয় বৃদ্ধি করা;
- বেকার সমস্যা দূরীকরণের লক্ষ্যে দক্ষ ও অদক্ষ শ্রমিকের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি।

প্রকল্প ব্যয়: ৪২৭৮.০০ লক্ষ টাকা।

প্রকল্প বাস্তবায়নকাল: জুলাই ২০০৯ - জুন ২০১৮।

প্রকল্পের সুবিধাদি:

- ২০০ মিটার দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট স্লিপওয়ে-২টি
- উইঞ্চ মেশিন-১টি
- বৈদ্যুতিক সাবস্টেশন-১টি
- টি হেড জেটি-১টি
- ক্রাডল ট্রলি-১টি
- ডলফিন জেটি-১টি
- প্লেট বেন্ডিং মেশিন-১টি
- প্লেট কাটিং মেশিন-১টি
- গ্যান্ট্রিক্রেন-১টি
- ক্যাপস্টেন ও বোলার্ড-১৮টি

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে মাল্টিচ্যানেল স্লিপওয়ে ডকইয়ার্ড শুভ উদ্বোধন

প্রকল্পের আওতায় নির্মিত স্লিপওয়ে

ডকইয়ার্ডে জাহাজ মেরামত কার্যক্রম

জনজীবনে প্রভাব:

- বছরে গড়ে ৩৪টি ফিশিং ট্রলার ডকিং-আনডকিং ও মেরামত করা হচ্ছে। ফলে সামুদ্রিক মৎস্য আহরণ বৃদ্ধি পাচ্ছে;
- টি-হেড জেটিতে বছরে গড়ে ১৩২টি ফিশিং ট্রলারের বার্থিং, পানি ও বিদ্যুৎ সুবিধা প্রদান করা হয়;
- পন্টুন, বার্জ, ফিশিং ট্রলার, টাগ বোট ও জাহাজ নির্মাণ ও মেরামত শিল্পের সাথে জড়িত দক্ষ ও অদক্ষ শ্রমিকের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে;
- নতুন পন্টুন, বার্জ, ফিশিং ট্রলার, টাগ বোট ইত্যাদি তৈরি করায় বৈদেশিক মুদ্রার সাশ্রয় হচ্ছে;
- উপকূলীয় অঞ্চলের জনগণের জীবনমানের উন্নয়নসহ দেশের সার্বিক জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সহযোগিতার ক্ষেত্র বৃদ্ধি পেয়েছে।

৪। হাওর অঞ্চলে মৎস্য অবতরণ কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্প

সংক্ষিপ্ত বিবরণ:

হাওর অঞ্চলে আধুনিক মৎস্য অবতরণ কেন্দ্র স্থাপনের মাধ্যমে মৎস্য অবতরণ, সংরক্ষণ ও বাজারজাতকরণ ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন, মাছের পোস্টহার্ভেস্ট লস কমিয়ে আনা এবং মৎস্য আহরণ, প্রক্রিয়াকরণ, প্যাকেজিং ও বিপণন কাজে জড়িতদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে "হাওর অঞ্চলে মৎস্য অবতরণ কেন্দ্র স্থাপন" শীর্ষক প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা হয়। প্রকল্পটির মাধ্যমে কিশোরগঞ্জ জেলার ভৈরব উপজেলায় ০১টি, নেত্রকোনা জেলার মোহনগঞ্জ উপজেলায় ০১টি এবং সুনামগঞ্জ জেলার সদর উপজেলায় ০১টিসহ মোট ০৩টি মৎস্য অবতরণ কেন্দ্র স্থাপন করা হয়।

উদ্দেশ্য:

- হাওর অঞ্চলে ৩টি আধুনিক ও স্বাস্থ্যসম্মত মৎস্য অবতরণ কেন্দ্র স্থাপন;
- HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) মান অনুযায়ী দেশের মৎস্য বিপণন নেটওয়ার্কের উন্নয়ন
- প্রকল্প এলাকায় আহরণকৃত মাছের ১০-২০% পোস্টহার্ভেস্ট লস কমানো;
- ফ্রিজার ভ্যানের মাধ্যমে সুলভমূল্যে আহরণকৃত মাছ দেশের বিভিন্ন স্থানে সরবরাহের সুবিধা প্রদান।

প্রকল্প ব্যয়: ৬৩১৮.৬০ লক্ষ টাকা।

প্রকল্প বাস্তবায়নকাল: এপ্রিল, ২০১৪ হতে জুন, ২০২১।

প্রকল্পের সুবিধাদি:

i) ভৈরব মৎস্য অবতরণ কেন্দ্র, কিশোরগঞ্জ

- স্থাপিত: জুন, ২০২১ সাল
- অবস্থান: মেঘনাঘাট, ভৈরব, কিশোরগঞ্জ
- জমির পরিমাণ: ০.২৮ একর
- অকশন শেড: ৬১০০ বর্গফুট
- প্যাকিং শেড: ৫৫০ বর্গফুট
- আড়তঘর: ৩৫টি
- আইস প্লান্ট (৫ টন ক্ষমতা সম্পন্ন): ১টি
- অফিস ভবন: ৭৮৪৪ বর্গফুট

ii) সুনামগঞ্জ মৎস্য অবতরণ, সুনামগঞ্জ

- স্থাপিত: জুন, ২০২১ সাল
- অবস্থান: ওয়েজখালী, সুনামগঞ্জ
- জমির পরিমাণ: ১.০০ একর
- অকশন শেড: ৪০০০ বর্গফুট
- প্যাকিং শেড ও আড়তঘর : ২০টি
- আইস প্লান্ট (৫ টন ক্ষমতা সম্পন্ন): ১টি
- অফিস ভবন: ২৫০০ বর্গফুট

জনজীবনে প্রভাব:

- হাওর অঞ্চলে আধুনিক মৎস্য অবতরণ কেন্দ্র স্থাপনের মাধ্যমে মৎস্য অবতরণ, সংরক্ষণ ও বাজারজাতকরণ ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন সাধিত হয়েছে;
- মৎস্য বাজারজাতকরণ ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন সাধিত হওয়ায় মৎস্যজীবীদের মাছের নায্যমূল্য প্রাপ্তি নিশ্চিত হয়েছে;
- মৎস্য আহরণ, প্রক্রিয়াকরণ, প্যাকেজিং ও বিপণন কাজে জড়িতদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচনে ভূমিকা পালন করছে;
- প্রকল্প এলাকায় আহরণকৃত মাছের পোস্টহার্ভেস্ট লস উল্লেখযোগ্য হারে কমানো সম্ভব হয়েছে;
- আহরণকৃত মাছ দেশের বিভিন্ন স্থানে ফ্রিজার ভ্যানের মাধ্যমে সুলভমূল্যে সরবরাহের সুবিধা প্রদান করা হচ্ছে।

৫। দেশের ০৩টি উপকূলীয় জেলার ০৪টি স্থানে আনুষঙ্গিক সুবিধাদিসহ মৎস্য অবতরণ কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্প

সংক্ষিপ্ত বিবরণ:

উপকূলীয় অঞ্চলে আধুনিক মৎস্য অবতরণ কেন্দ্র স্থাপনের মাধ্যমে মৎস্য অবতরণ, সংরক্ষণ ও বাজারজাতকরণ ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন এবং মৎস্য আহরণ, প্রক্রিয়াকরণ, প্যাকেজিং ও বিপণন কাজে জড়িতদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে "দেশের ০৩টি উপকূলীয় জেলার ০৪টি স্থানে আনুষঙ্গিক সুবিধাদিসহ মৎস্য অবতরণ কেন্দ্র স্থাপন" শীর্ষক প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা হয়। প্রকল্পটির মাধ্যমে পটুয়াখালী জেলার কলাপাড়া উপজেলার মহিপুর নামক স্থানে ০১টি, কলাপাড়া উপজেলার আলিপুর নামক স্থানে ০১টি, পিরোজপুর জেলার পাড়েরহাট উপজেলায় ০১টি এবং লক্ষ্মীপুর জেলার রামগতি উপজেলায় ০১টিসহ মোট ০৪টি মৎস্য অবতরণ কেন্দ্র স্থাপন করা হয়।

উদ্দেশ্য:

- দেশের ০৩টি উপকূলীয় জেলার ০৪টি স্থানে আধুনিক ও স্বাস্থ্যসম্মত মৎস্য অবতরণ কেন্দ্র স্থাপন;
- HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) মান অনুযায়ী দেশের মৎস্য বিপণন নেটওয়ার্কের উন্নয়ন;
- প্রকল্প এলাকায় আহরণকৃত মাছের ৫০% পোস্টহার্ভেস্ট লস কমিয়ে আনা;
- আহরণকৃত মাছের গুণাগুণ বজায় রেখে ফ্রিজার ভ্যানের মাধ্যমে দেশের বিভিন্ন স্থানে সরবরাহের সুবিধা প্রদান।

প্রকল্প ব্যয়: ৫৯২৩.২৪ লক্ষ টাকা।

প্রকল্প বাস্তবায়নকাল: জুলাই, ২০১২ হতে জুন, ২০২১।

প্রকল্পের সুবিধাদি:

i) আলীপুর মৎস্য অবতরণ কেন্দ্র, পটুয়াখালী

- স্থাপিত: জুন, ২০২১ সাল
- অবস্থান: আলীপুর, পটুয়াখালী
- জমির পরিমাণ: ১.১০ একর
- অকশন শেড: ১৫১৩৮ বর্গফুট
- প্যাকিং শেড: ১০০০ বর্গফুট
- আড়তঘর: ৪০টি
- অফিস ভবন: ২০৩৬ বর্গফুট
- আইস প্লান্ট (১০ টন ক্ষমতা সম্পন্ন): ১টি

ii) মহিপুর মৎস্য অবতরণ কেন্দ্র, পটুয়াখালী

- স্থাপিত: জুন, ২০২১ সাল
- অবস্থান: মহিপুর, পটুয়াখালী
- জমির পরিমাণ: ১.০৯ একর
- অকশন শেড : ১০৩৯৫ বর্গফুট
- প্যাকিং শেড : ১০০০ বর্গফুট
- অফিস ভবন : ৩৫০০ বর্গফুট
- আড়তঘর : ৪০টি
- আইস প্ল্যান্ট (১০ টন ক্ষমতা সম্পন্ন): ১টি

আলীপুর ও মহিপুর মৎস্য অবতরণ কেন্দ্রের শুভ উদ্বোধন

iii) রামগতি মৎস্য অবতরণ কেন্দ্র, লক্ষ্মীপুর

- স্থাপিত: জুন, ২০২১ সাল
- অবস্থান: রামগতি, লক্ষ্মীপুর
- জমির পরিমাণ: ২.৭০ একর
- অকশন শেড : ১০০০৭ বর্গফুট
- প্যাকিং শেড : ১০০০ বর্গফুট
- অফিস ভবন : ১৬৬০ বর্গফুট
- আড়তঘর: ২০টি

আইস প্লান্ট (১০ টন ক্ষমতা সম্পন্ন): ১টি

iv) পাড়েরহাট মৎস্য অবতরণ কেন্দ্র, পিরোজপুর

- স্থাপিত: জুন, ২০২১ সাল
- অবস্থান: পাড়েরহাট, পিরোজপুর
- জমির পরিমাণ: ২.৩৬ একর
- অকশন শেড : ১০০০৭ বর্গফুট
- প্যাকিং শেড : ১০০০ বর্গফুট
- অফিস ভবন : ৩০১১ বর্গফুট
- আড়তঘর : ৪০টি

আইস প্লান্ট (১০ টন ক্ষমতা সম্পন্ন): ১টি

জনজীবনে প্রভাব:

- উপকূলীয় অঞ্চলে আধুনিক মৎস্য অবতরণ কেন্দ্র স্থাপনের মাধ্যমে মৎস্য অবতরণ, সংরক্ষণ ও বাজারজাতকরণ ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন সাধিত হয়েছে;
- মৎস্য বাজারজাতকরণ ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন সাধিত হওয়ায় প্রান্তিক জেলে গোষ্ঠীর মাছের ন্যায্য মূল্য প্রাপ্তি নিশ্চিত হয়েছে;
- মৎস্য আহরণ, প্রক্রিয়াকরণ, প্যাকেজিং ও বিপণন কাজে জড়িতদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি বিশেষত যে সকল মহিলা মাছ-বাছাই, প্রক্রিয়াকরণ ও প্যাকিং সংক্রান্ত কার্যক্রমের সঙ্গে জড়িত তাদের জন্য বর্ধিত হারে কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচনে ভূমিকা পালন করছে;
- প্রকল্প এলাকায় আহরণকৃত মাছের পোস্টহার্ভেস্ট লস উল্লেখযোগ্য হারে কমানো সম্ভব হয়েছে;
- মৎস্যজীবী ও মৎস্য ব্যবসায়ীদের জন্য সুপেয় পানি সরবরাহ করা হচ্ছে;
- আহরণকৃত মাছ দেশের বিভিন্ন স্থানে ফ্রিজার ভ্যানের মাধ্যমে সুলভমূল্যে সরবরাহের সুবিধা প্রদান করা হচ্ছে।

খ। বিএফডিসি কর্তৃক উন্নয়ন বাজেটের আওতায় ২০০৯-২০২৩ সময়কালে বাস্তবায়নাধীন (চলমান) প্রকল্প

১। কক্সবাজার জেলায় শুটকি প্রক্রিয়াকরণ শিল্প স্থাপন প্রকল্প

ক) প্রকল্প সংক্রান্ত তথ্য

প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল	:	জানুয়ারি, ২০২১ হতে ডিসেম্বর, ২০২৩
প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	:	১৯৮৭৯.০০ (জিওবি)
প্রকল্প এলাকা	:	খুরুশকুল, কক্সবাজার সদর, কক্সবাজার।

খ) প্রকল্পের পটভূমি ও যৌক্তিকতা

কক্সবাজার বিমানবন্দরকে আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে রূপান্তরের লক্ষ্যে বিমানবন্দরটি সম্প্রসারণের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেওয়ায় বিমান বন্দরের আশেপাশের এলাকায় সরকারি খাস জমিতে বিশেষ করে কুতুবদিয়া পাড়া-সমিতি পাড়া-নাজিরারটেক নামে পরিচিত কক্সবাজার পৌরসভার ১নং ওয়ার্ড এলাকায় বসবাসরত বাসিন্দাদের স্থানান্তরের প্রয়োজন হয়।

ঘূর্ণিঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত ৪৬০৯টি পরিবার যাতে উদ্বাস্তু না হয় সেজন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ উদ্যোগে খুরুশকুল বিশেষ আশ্রয়ণ প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। উক্ত ৪৬০৯টি পরিবারের মধ্যে অধিকাংশই মৎস্যজীবী বিধায় এ প্রকল্পের আওতায় ১৩৯টি ৫তলা ভবনের পাশাপাশি ০১টি শুটকি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল ও বিক্রয় কেন্দ্র নির্মাণের সংস্থান রাখা হয়, যেখানে শুটকি উৎপাদন ও বিক্রয়ের মাধ্যমে তাদের জীবিকা উপার্জন নিশ্চিত করা হবে।

পরবর্তীতে গত ২০-০৮-২০১৯ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অনুমোদনের পরিপ্রেক্ষিতে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় তথা বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন কর্তৃক খুরুশকুল এলাকায় শুটকি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল স্থাপনের লক্ষ্যে পৃথক ডিপিপি প্রণয়ন করা হয় এবং গত ০৩ নভেম্বর ২০২০ তারিখে অনুষ্ঠিত জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটি (একনেক) সভায় প্রকল্পটি অনুমোদিত হয়।

ক) প্রকল্পের উদ্দেশ্য

- খুরুশকুল আশ্রয়ণ প্রকল্পে পুনর্বাসিত ৪৬০৯টি পরিবারের সদস্যদের জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি;
- মানসম্পন্ন কাঁচা মাছ সংগ্রহের জন্য আধুনিক মৎস্য অবতরণ ব্যবস্থা নিশ্চিত করা;
- নিরাপদ শুটকি মাছ উৎপাদন এবং উন্নত সংরক্ষণ ও বাজারজাতকরণ ব্যবস্থাপনা প্রবর্তন;
- আন্তর্জাতিক বাজারে গুণগত মানসম্পন্ন শুটকি মাছের প্রবেশাধিকারে সহায়তাকরণ।

খ) প্রকল্পের আউটপুট

- পুনর্বাসিত পরিবারের সদস্যসহ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে মোট ১০০০০ লোকের কর্মসংস্থান সৃষ্টি;
- শুটকি ব্যবসার সাথে জড়িত ৩০০ জন ব্যবসায়ী ব্যবসার সুযোগ পাবে;
- বছরে প্রায় ১৪,০০০ মে. টন নিরাপদ শুটকি মাছ উৎপাদন;
- প্রতি ঘন্টায় ৯০০ ব্যাগ (প্রতি ব্যাগ ৫০০ গ্রাম বা ১ কেজি বা ৩ কেজি বা ৫ কেজি সাইজের) শুটকি প্যাকেটজাতকরণ;
- দৈনিক ১০০ মে. টন শুটকি সংরক্ষণ সুবিধা সৃষ্টি।

গ) জনবল

- বাস্তবায়ন পর্যায়ের প্রকল্প পরিচালকসহ বিভিন্ন গ্রেডের ও পদের মোট ০৭ জন জনবল প্রেষণে নিয়োগ;
- আউটসোর্সিং প্রক্রিয়ায় ০৯টি সেবা ক্রয়;
- বাস্তবায়নোত্তর পর্যায়ের জন্য বিভিন্ন গ্রেডের ও পদের মোট ৬০টি পদ সৃষ্টি করে জনবল নিয়োগ/পদায়ন।

ঘ) উল্লেখযোগ্য কার্যাবলী

- ২৫০০ বর্গমিটার বিশিষ্ট অবতরণ শেড নির্মাণ;
- ১৮৬০ বর্গমিটার বিশিষ্ট (৪ তলা) ল্যাব, অফিস, প্রশিক্ষণ কেন্দ্র-কাম-ডরমেটরি নির্মাণ;
- ১০০টন ক্ষমতাসম্পন্ন কোল্ডস্টোরেজ (৩ চেম্বার বিশিষ্ট) নির্মাণ;
- ০২টি ওয়ে ব্রিজ তৈরি করা;

- ৩৫০টি গ্রীণ হাউজ এবং ৩০টি মেকানিক্যাল ড্রায়ার স্থাপন;
- ৩৬টি শুটকি বিক্রয় কেন্দ্র নির্মাণ;
- ব্রেস্ট ফিডিং রুমসহ ১০টি রেস্ট রুম নির্মাণ;
- ইটিপি, এসটিপি ও ডাব্লিউটিপি নির্মাণ;
- ০৩টি জেনারেটরসহ ০১টি বৈদ্যুতিক সাব-স্টেশন স্থাপন;
- ০১টি আরসিসি জেটি (সংযোগ ব্রিজসহ) নির্মাণ।

ঙ) বিবিধ

- স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে নিরাপদ শুটকি উৎপাদিত হওয়ায় জনগণের মাঝে শুটকির প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি হবে;
- বছরে আনুমানিক ১৯৬.০০ কোটি টাকার ভ্যালু এ্যাড হবে;
- ইটিপি, এসটিপি ও ডাব্লিউটিপি স্থাপন করায় পরিবেশের ক্ষতি হবে না।

চ) বিদ্যমান মৎস্য অবতরণ ও বাছাইকরণ পদ্ধতি

ছ) বিএফআরআই উদ্ভাবিত গ্রিনহাউজ ড্রায়ার, আধুনিক মেকানিক্যাল ড্রায়ার ও মোড়কজাতকরণ

২। সুনামগঞ্জ জেলার দিরাই উপজেলায় মৎস্য অবতরণ কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্প

ক) প্রকল্প সংক্রান্ত তথ্য

প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল : জুলাই, ২০২১ হতে জুন, ২০২৪।

প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা): ২৯২৪.০০ (জিওবি)।

প্রকল্প এলাকা : রাজানগর, দিরাই উপজেলা, সুনামগঞ্জ।

খ) প্রকল্পের পটভূমি ও যৌক্তিকতা

বাংলাদেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় ০৭টি জেলা কিশোরগঞ্জ, নেত্রকোনা, সুনামগঞ্জ, হবিগঞ্জ, সিলেট, মৌলভীবাজার এবং ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার অংশ বিশেষ নিয়ে মোট ৩৭৩টি হাওর/জলাভূমি রয়েছে। এই ৩৭৩টি হাওর প্রায় ৮৫৯০০০ হেক্টর এলাকা জুড়ে বিস্তৃত; যা হাওর বেষ্টিত জেলাগুলোর মোট আয়তনের প্রায় ৪৩% । প্রায় দুই কোটি মানুষের বসবাস এই হাওর বেষ্টিত ০৭টি জেলায়। হাওর হতে মৎস্য আহরণ এ অঞ্চলের মানুষের আয়ের অন্যতম উৎস।

মাছ একটি পঁচনশীল পণ্য। গুণগত মানসম্পন্ন মাছ আমাদের জন্য উচ্চমানের প্রোটিন ও লিপিড সরবরাহ করলেও মাইক্রোব্যাক্টেরিয়াল সংক্রমনের কারণে তা ক্ষতিকারকও হতে পারে। অতিমাত্রায় পঁচনশীল হওয়ার কারণে মাছের জন্য প্রয়োজন উপযুক্ত হ্যান্ডলিং, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে সংরক্ষণ এবং দ্রুতগতির পরিবহণ ব্যবস্থা। মানসম্মত অবতরণ, সংরক্ষণ ও বিপণন সুবিধাদির অভাবে মাছের গুণগতমান হ্রাস পায়। এমনকি মাঝেমধ্যে এর খাদ্যগুণও নষ্ট হয়ে যায়।

হাওর একটি যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন এলাকা হওয়ায় অনেক সময় তাৎক্ষণিকভাবে দেশের বিভিন্ন স্থানে মাছ পরিবহন করা সম্ভব হয়না। এতে মাছের গুণগত মান অনেক ক্ষেত্রে হ্রাস পায়। হাওর অঞ্চলে আহরিত মাছের গুণগত মান নিশ্চিত করার লক্ষ্যে HACCP মান বজায় রেখে মৎস্য অবতরণ ও সংরক্ষণ সুবিধাদিসহ বিপণন ব্যবস্থা উন্নত করা হলে এ অঞ্চলের আর্থ সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন সাধিত হবে।

ক) প্রকল্পের উদ্দেশ্য

- হাওর অঞ্চলে আধুনিক মৎস্য অবতরণ কেন্দ্র স্থাপনের মাধ্যমে মৎস্য অবতরণ, সংরক্ষণ ও বাজারজাতকরণ ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন;
- শুটকি উৎপাদন ও সংরক্ষণ ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন;
- বাজার অবকাঠামোর উন্নয়নের মাধ্যমে পোস্টহার্ভেস্ট লস কমিয়ে আনা;
- মৎস্যবাছাই, প্রক্রিয়াকরণ ও প্যাকেজিংএর কাজে জড়িত মহিলাদের জন্য বর্ধিত হারে কর্ম সৃজন ও দারিদ্র্য বিমোচনে সহায়তা করা;
- সুনামগঞ্জ জেলার দিরাই উপজেলায় আধুনিক ও স্বাস্থ্যসম্মত মৎস্য অবতরণ কেন্দ্র স্থাপন;
- HACCP (Hazard Analyisis Critical Control Point) মান অনুযায়ী দেশের মৎস্য বিপণন নেটওয়ার্কের উন্নয়ন।

খ) প্রকল্পের আউটপুট

- বছরে প্রায় ৬,৮০০ মে. টন মাছ স্বাস্থ্যসম্মতভাবে অবতরণ ও প্যাকিং;
- বছরে প্রায় ৪,০৫০ মে. টন বরফ উৎপাদ;
- বছরে প্রায় ৮১০ মে. টন মাছ হিমায়ন;

- বছরে প্রায় ২৫২ মে. টন নিরাপদ শুটকি মাছ উৎপাদন;
- বছরে প্রায় ৬,০০০ মে. টন মাছ সংরক্ষণ সুবিধা সৃষ্টি।

গ) জনবল

- বাস্তবায়ন পর্যায়ে প্রকল্প পরিচালকসহ বিভিন্ন গ্রেডের ও পদের ০৪ জন জনবল প্রেষণে নিয়োগ;
- আউটসোর্সিং প্রক্রিয়ায় ০২টি সেবা ক্রয়;
- বাস্তবায়নোত্তর পর্যায়ের জন্য বিভিন্ন গ্রেডের ও পদের ১১টি পদ সৃষ্টি করে জনবল পদায়ন।

ঘ) প্রকল্পের উল্লেখযোগ্য কার্যাবলী

- প্রকল্প এলাকায় ২০২৫০ ঘনমিটার ভূমি উন্নয়ন;
- ১৭০০০ বর্গফুটের (দ্বিতল) মাল্টিপারপাস বিল্ডিং নির্মাণ;
- ১৫ টন ক্ষমতাসম্পন্ন বরফকল এবং ২০ টন ক্ষমতাসম্পন্ন কোল্ড স্টোরেজ নির্মাণ;
- ০৪টি গ্রিন হাউজ মেকানিক্যাল ড্রায়ার
- ০৪টি সোলার মিনিগ্রিড চালিত ড্রায়ার স্থাপন;
- ৬ ফুট উচ্চতার ৮৩৫ রানিং ফুট বাউন্ডারি ওয়াল নির্মাণ;
- ০২টি জেনারেটরসহ ০১টি বৈদ্যুতিক সাব-স্টেশন স্থাপন।

গ। বিএফডিসি কর্তৃক ২০০৯-২০২৩ সময়কালে উল্লেখযোগ্য উদ্ভাবন ও ডিজিটালাইজেশন

১। উদ্ভাবনী উদ্যোগ: অনলাইনে ফরমালিনমুক্ত মাছ বিক্রয় কার্যক্রমের সেবা সহজিকরণ

<table>
<tr><td>i</td><td>সমস্যা</td><td>:</td><td colspan="2">কর্মব্যস্ত জীবনে বাজারে গিয়ে মাছ ক্রয়ের বিড়ম্বনা, সময় ও শ্রমের অপচয়।</td></tr>
<tr><td>ii</td><td>সমাধান</td><td>:</td><td colspan="2">বর্তমানে কর্মব্যস্ত জনগোষ্ঠী বাজারে গিয়ে মাছ ক্রয় করতে যে পরিমাণ সময়, অর্থ ও শ্রম ব্যয় করেন তা থেকে পরিত্রাণ প্রদানের লক্ষ্যে অর্থাৎ ঘরে বসে অনলাইনের মাধ্যমে ফরমালিনমুক্ত তাজা মাছ ক্রয়ের সেবা পাওয়ার জন্য এ উদ্ভাবনী প্রচেষ্টা।</td></tr>
<tr><td rowspan="2">iii</td><td rowspan="2">বর্ণনা (ছবিসহ)</td><td rowspan="2">:</td><td colspan="2"> </td></tr>
<tr><td colspan="2">• ডিজিটাল পদ্ধতিতে সেবা প্রদান।
• ঘরে বসে মৎস্য প্রাপ্তির সুবিধা।
• সফটওয়্যারের মাধ্যমে সেবা ব্যবস্থাপনার ফলে মোবাইল ফোনের মাধ্যমে অর্ডার করা সম্ভব।</td></tr>
<tr><td rowspan="4">iv</td><td rowspan="4">টিসিবি</td><td rowspan="4">:</td><td>বিষয়</td><td>সময়</td></tr>
<tr><td>আইডিয়া বাস্তবায়নের আগে</td><td>বাজারে গিয়ে যাচাই-বাছাইয়ের মাধ্যমে মাছ ক্রয় করে বাসায় পৌঁছাতে ১.০০-১.৩০ ঘণ্টা সময় লাগত।</td></tr>
<tr><td>আইডিয়া বাস্তবায়নের পরে</td><td>ঘরে বসে ০৫-১০ মিনিটের মধ্যে পছন্দসই মাছের অর্ডার দেয়া যায়।</td></tr>
<tr><td>আইডিয়া বাস্তবায়নের ফলে সেবা গ্রহীতার প্রত্যাশিত বেনিফিট</td><td>সময় ও শ্রমের সাশ্রয়।</td></tr>
<tr><td>v</td><td>প্রত্যাশিত ফলাফল</td><td>:</td><td colspan="2">ভোক্তাগণ ঘরে বসেই অন-লাইনের মাধ্যমে ফরমালিনমুক্ত তাজা মাছ ক্রয়ের সুবিধা পেয়ে থাকে।</td></tr>
<tr><td>vi</td><td>শোকেসিং</td><td>:</td><td colspan="2">গত ২৮ ফেব্রুয়ারি, ২০১৮ তারিখে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির আর্ট গ্যালারিতে ইনোভেশন শোকেসিং কর্মশালায় প্রদর্শিত হয়।</td></tr>
</table>

২। উদ্ভাবনী উদ্যোগ: রেডি টু কুক ফিশ

<table>
<tr><td>i</td><td>সমস্যা</td><td>:</td><td colspan="2">কর্মব্যস্ত জীবনে বাজারে গিয়ে মাছ ক্রয়ের বিড়ম্বনা, সময় ও শ্রমের অপচয় হয়।</td></tr>
<tr><td>ii</td><td>সমাধান</td><td>:</td><td colspan="2">বর্তমান অবস্থায় একজন ক্রেতা বাজারে গিয়ে মাছ ক্রয় করতে যে পরিমাণ সময়, অর্থ ও ক্রয় পরবর্তী মাছ কাটা-ধোয়ার ঝামেলা ভোগ করে তা থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার লক্ষ্যে রেডি টু কুক ফিশ আইডিয়া।</td></tr>
<tr><td rowspan="2">iii</td><td rowspan="2">বর্ণনা (ছবিসহ)</td><td rowspan="2">:</td><td colspan="2"> </td></tr>
<tr><td colspan="2">• মাছ কুটা অবস্থায় রান্নার উপযোগী করে বিক্রয় করা হয় বলে কর্মজীবী মহিলাদের মাছ কাটা-ধোয়ার ঝামেলা মুক্তকরণ।
• অতি সহজে খাবার প্রস্তুতকরণ।
• সহজপ্রাপ্য, সহজলভ্য, চমকপ্রদ, সুস্বাদু এবং সঠিক গুণগতমান।</td></tr>
<tr><td rowspan="4">iv</td><td rowspan="4">টিসিবি</td><td rowspan="4">:</td><td>বিষয়</td><td>সময়</td></tr>
<tr><td>আইডিয়া বাস্তবায়নের আগে</td><td>ক্রয়কৃত মাছ রান্নার উপযোগী করার জন্য সময় এবং শ্রম ব্যয় হতো।</td></tr>
<tr><td>আইডিয়া বাস্তবায়নের পরে</td><td>রেডি টু কুক ফিশ রান্নার উপযোগী অবস্থায় থাকে বিধায় এতে সময় ও শ্রম কম ব্যয় হয়।</td></tr>
<tr><td>আইডিয়া বাস্তবায়নের ফলে সেবা গ্রহীতার প্রত্যাশিত বেনিফিট</td><td>কর্মব্যস্ত জীবনে সময় ও শ্রমের সাশ্রয়।</td></tr>
<tr><td>v</td><td>প্রত্যাশিত ফলাফল</td><td>:</td><td colspan="2">রেডি টু কুক ফিশ রান্নার উপযোগী অবস্থায় থাকে বিধায় এতে মাছ পরিষ্কার ও রান্না করতে সময় ও শ্রম সাশ্রয় হয়।</td></tr>
<tr><td>vi</td><td>শোকেসিং</td><td>:</td><td colspan="2">গত ২৮ ফেব্রুয়ারি, ২০১৮ তারিখে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির আর্ট গ্যালারিতে ইনোভেশন শোকেসিং কর্মশালায় প্রদর্শিত হয়।</td></tr>
</table>

৩। উদ্ভাবনী উদ্যোগ: কাপ্তাই লেকে উৎপাদিত মাছ ডিজিটাল স্কেলে পরিমাপকরণ

<table>
<tr><td>i</td><td>সমস্যা</td><td>:</td><td colspan="3">সনাতন পদ্ধতিতে মাছের সঠিক ওজন নির্ণয়।</td></tr>
<tr><td>ii</td><td>সমাধান</td><td>:</td><td colspan="3">বর্তমানে মৎস্যজীবী/ মৎস্য ব্যবসায়ীরা কাপ্তাই লেকে মাছ পরিমাপের সেবা পেতে গিয়ে যে পরিমাণ সময়, শ্রম ও ভোগান্তি/দুর্ভোগের শিকার হয় তা থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার লক্ষ্যে ডিজিটাল স্কেলে সেবা উদ্ভাবনী প্রচেষ্টা।</td></tr>
<tr><td>iii</td><td>বর্ণনা (ছবিসহ)</td><td>:</td><td colspan="3">
• ডিজিটাল পদ্ধতিতে সেবা প্রদান।
• প্রজাতিভিত্তিক মাছের সঠিক ওজন পরিমাপকরণ।
• মাছ পরিমাপের জন্য সময় ও শ্রম সাশ্রয়।</td></tr>
<tr><td rowspan="4">iv</td><td rowspan="4">টিসিবি</td><td rowspan="4">:</td><td>বিষয়</td><td>সময়</td><td>আয়</td></tr>
<tr><td>আইডিয়া বাস্তবায়নের আগে</td><td>টন প্রতি ৪৫ মিনিট-১ ঘণ্টা</td><td>১,০০,০০০ টাকা</td></tr>
<tr><td>আইডিয়া বাস্তবায়নের পরে</td><td>টন প্রতি ৫ মিনিট-১০ মিনিট</td><td>১,০৫,০০০ টাকা
১,১০,০০০ টাকা</td></tr>
<tr><td>আইডিয়া বাস্তবায়নের ফলে সেবা গ্রহীতার প্রত্যাশিত বেনিফিট</td><td>সময় ও শ্রম উভয়ই সাশ্রয়</td><td>টন প্রতি ৫০০০-১০০০০ টাকা বৃদ্ধি</td></tr>
<tr><td>v</td><td>প্রত্যাশিত ফলাফল</td><td>:</td><td colspan="3">অবতরণকৃত মাছের পরিমাণ নির্ভুলভাবে এবং স্বল্পতম সময়ে পরিমাপ করা সম্ভব হয়।</td></tr>
<tr><td>vi</td><td>শোকেসিং</td><td>:</td><td colspan="3">গত ২৮ ফেব্রুয়ারি, ২০১৮ তারিখে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির আর্ট গ্যালারিতে ইনোভেশন শোকেসিং কর্মশালায় প্রদর্শিত হয়।</td></tr>
</table>

৪। উদ্ভাবনী উদ্যোগ: ডেবা নার্সারি

<table>
<tr><td>i</td><td>সমস্যা</td><td>:</td><td>(ক) নার্সারি হতে লেকে অবমুক্ত পোনা মাছের অভিযোজন ক্ষমতা কম হয়।
(খ) নার্সারি হতে লেকে স্থানান্তরে অনেক বেশি পরিবহন খরচ হয়।</td></tr>
<tr><td>ii</td><td>সমাধান</td><td>:</td><td>শুষ্ক মৌসুম অর্থাৎ জানুয়ারি থেকে মার্চ মাসে হ্রদের পানি কমে গিয়ে বিভিন্ন জায়গায় ছোট ছোট নার্সারি পুকুরের মত জলাশয়ের সৃষ্টি হয়। সে সময়ে উক্ত স্থানে রেণু পোনা অবমুক্ত করে লালন পালন করা যায়। হ্রদের পানি বৃদ্ধি পাওয়ার পূর্বেই রেণু বড় হয়ে পোনায় পরিণত হবে এবং হ্রদের পানি বৃদ্ধির সাথে সাথে পোনাগুলো হ্রদের পানির সাথে মিশে যাবে। হ্রদের পানিতে রেণুগুলো লালন পালন করায় এগুলোর অভিযোজন ক্ষমতা অন্যান্য মাছের থেকে বেশি হয়।</td></tr>
<tr><td>iii</td><td>বর্ণনা (ছবিসহ)</td><td>:</td><td> </td></tr>
<tr><td>iv</td><td>টিসিবি</td><td>:</td><td colspan="2"><table>
<tr><th>বিষয়</th><th>সময়</th></tr>
<tr><td>আইডিয়া বাস্তবায়নের আগে</td><td>নার্সারি হতে হ্রদে পোনা স্থানান্তরের সময় কিছু পোনা মারা যেত।</td></tr>
<tr><td>আইডিয়া বাস্তবায়নের পরে</td><td>মাছের অভিযোজন ক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে।</td></tr>
<tr><td>আইডিয়া বাস্তবায়নের ফলে সেবা গ্রহীতার প্রত্যাশিত বেনিফিট</td><td>মাছের উৎপাদন উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পাবে।</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>v</td><td>প্রত্যাশিত ফলাফল</td><td>:</td><td>ডেবা নার্সারি নামক উদ্ভাবনী উদ্যোগটির ফলে মাছের উৎপাদন বহুগুণে বৃদ্ধি পাবে।</td></tr>
<tr><td>vi</td><td>বাস্তবায়িত</td><td>:</td><td>২০২০-২১ অর্থবছরে বাস্তবায়িত।</td></tr>
</table>

বাংলাদেশ মেরিন ফিশারিজ একাডেমি

www.mfacademy.gov.bd

মেরিন ফিশারিজ একাডেমি

১৯৭১ সালের মহান স্বাধীনতা যুদ্ধের পর যুদ্ধ-বিধ্বস্ত দেশ পুনর্গঠন পর্যায়ে বঙ্গোপসাগরের চট্টগ্রাম বন্দর চ্যানেলে নিমর্জিত-অর্ধনিমর্জ্জিত জাহাজ এবং বিপদজনক বিস্ফোরক/মাইন ইত্যাদি অপসারণপূর্বক চট্টগ্রাম বন্দরকে ব্যবহার উপযোগী করার জন্য তদানীন্তন বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক রাশিয়ান বিশেষজ্ঞদের নিয়োগ করা হয়েছিল। উক্ত বিশেষজ্ঞগণ তাদের কার্যসম্পাদন করতে গিয়ে বঙ্গোপসাগরে বিপুল মৎস্যসম্পদের বিচরণ প্রত্যক্ষ করেন এবং তা আহরণের ব্যাপক সম্ভাবনা বাংলাদেশ সরকারের নিকট তুলে ধরেন। এরই ধারাবাহিকতায় ১৯৭৩ সনে রাশিয়ান সরকার বাংলাদেশ সরকারকে বঙ্গোপসাগরের মৎস্যসম্পদ আহরণের নিমিত্তে অফিসার, নাবিক এবং বিশেষজ্ঞসহ ১০টি মৎস্য শিকারি জাহাজ (ট্রলার) প্রদান করেন। ভবিষ্যতে দেশীয় প্রশিক্ষিত জনবল দ্বারা উক্ত ট্রলারসমূহ পরিচালনা করা এবং ব্যাপকহারে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে বঙ্গোপসাগরের মৎস্যসম্পদ আহরণের মাধ্যমে দেশের জনসাধারণের প্রাণিজ আমিষের চাহিদাপূরণের উদ্দেশ্যে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সরকারের দুরদর্শীতায় ১৯৭৩ সনে রাশিয়ান সরকারের কারিগরী সহযোগীতায় 'মেরিন ফিশারিজ একাডেমি' প্রতিষ্ঠা করা হয়। একাডেমিতে বর্তমানে নটিক্যাল স্টাডিজ বিভাগ, মেরিন ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ এবং মেরিন ফিশারিজ বিভাগে ৩টি বিষয়ে প্রি-সী ট্রেনিং/বিএসসি (অনার্স) পর্যায়ের শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালিত হয়। ২০১৮ সালে অত্র একাডেমিকে নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় কর্তৃক অন্যতম মেরিটাইম শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করা হয় এবং একাডেমির নটিক্যাল স্টাডিজ ও মেরিন ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের ক্যাডেটগণ নৌবাণিজ্যিক জাহাজে কর্মসংস্থানের জন্য নৌপরিবহন অধিদপ্তর হতে প্রয়োজনীয় Seaman Book/CDC (Continuous Discharge Certificate) প্রাপ্ত হচ্ছে।

প্রকল্পসমূহ

(২০০৮-০৯ হতে ২০১৮-১৯) উন্নয়ন কর্মসূচি/উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন সংক্রান্ত তথ্য।

ক্র. নং	উন্নয়ন কর্মসূচি/প্রকল্পের নাম	বাস্তবায়নকাল	বরাদ্দ/টাকা	ব্যয়/টাকা
ক।	মেরিন ফিশারিজ একাডেমি জোরদারকরণ কর্মসূচি (২য় পর্যায়)	জুলাই ২০০৭ হতে জুন ২০১১	৪৪১.১৩ লক্ষ	৪০৫.৮২ লক্ষ
খ।	'বাংলাদেশ মেরিন ফিশারিজ একাডেমির প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন ও জোরদারকরণ'	জুলাই ২০১১ হতে জুন ২০১৭	৫২২৪.৮৫ লক্ষ	৫০২৯.১৮ লক্ষ

অবকাঠামোগত উন্নয়ন

(২০০৮-০৯ হতে ২০১৯-২০) একাডেমির অবকাঠামোগত উন্নয়ন সংক্রান্ত তথ্যচিত্র।

২০১০-১১ অর্থবছরে একাডেমির নতুন ক্যাডেট হোস্টেল ভবন ও সম্প্রসারিত প্যারেড গ্রাউন্ড নির্মাণ করা হয়েছে। ইহার ফলে বর্ধিত ক্যাডেটদের আবাসন এবং পিটি/প্যারেড ক্লাশের সমস্যার সমাধান হয়েছে।

২০১১-১২ অর্থবছরে উন্মুক্ত একাডেমির সীমানা প্রাচীর নির্মাণ করা হয়েছে। ইহার ফলে একাডেমিকে একটি স্বতন্ত্র শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে চিহ্নিত করাসহ এর সার্বিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার হয়েছে।

২০১৩-১৪ অর্থবছরে বৈদ্যুতিক সাব-স্টেশন কাম পাম্পহাউজ ভবন নির্মাণ করা হয়েছে। ইহার ফলে একাডেমির স্থাপনাসমূহের বৈদ্যুতিক ব্যবস্থাপনাসহ বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থা নির্বিঘ্ন হয়েছে এবং একাডেমির সকল প্রশাসনিক ও আবাসিক ভবনে সার্বক্ষণিক পানি সরবরাহ নিশ্চিত হয়েছে।

২০১০ সনের পূর্বে এ একাডেমিতে মহিলা ক্যাডেট ভর্তির সুযোগ ছিল না। বর্তমান সরকারের অন্যতম নির্বাচনী ইশতিহার নারী শিক্ষা উন্নয়ন তথা নারীর ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে ২০১০-২০১১ শিক্ষাবর্ষ থেকে এ একাডেমিতে মহিলা ক্যাডেট ভর্তি শুরু করা হয়। মহিলা ক্যাডেটদের পূর্ণাঙ্গ আবাসনের নিমিত্তে ২০১৪-১৫ অর্থ বছরে মহিলা ক্যাডেট হোস্টেল ভবন নির্মাণ করা হয়। তাছাড়া একাডেমিকে একটি আন্তর্জাতিক মানের মেরিটাইম শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে উন্নীত করার লক্ষ্যে বিদেশি ক্যাডেট ভর্তির নিমিত্তে অবকাঠামোগত সুবিধা হিসেবে ২০১৪-১৫ অর্থবছরে বিদেশি ক্যাডেট হোস্টেল ভবন নির্মাণ করা হয়।

২০১৫-১৬ অর্থবছরে একাডেমিক ভবন-২ এর উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ, অফিসার্স কোয়ার্টার, স্টাফ কোয়ার্টার এবং বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশনের জন্য বিকল্প রাস্তা নির্মাণ করা হয়েছে। ইহার ফলে একাডেমির অধিক সংখ্যক ক্যাডেটদের প্রশিক্ষণ ক্লাসের স্থান সংকুলান হয়েছে এবং কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের আবাসন সমস্যার সমাধান হয়েছে। পূর্বে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য একাডেমির ক্যাম্পাসে নিজস্ব কোন আবাসন সুবিধা না থাকায় তারা পরিবার-পরিজনসহ বাহিরে ভাড়া বাসায় বসবাস করত। ফলে সরকারের রাজস্ব বেসরকারি খাতে চলে যেত যা বর্তমানে সুরাহা হয়েছে। বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশনের জন্য বিকল্প রাস্তা নির্মাণ করার ফলে একাডেমির প্যারেড মাঠের পাশ দিয়ে সর্বসাধারণের অবাধ যাতায়াত বন্ধ হয়েছে এবং একাডেমির পৃথক প্রাতিষ্ঠানিক সত্ত্বা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

২০১৬-১৭ অর্থবছরে সুইমিংপুল, জিমনেশিয়াম ও অডিটোরিয়াম কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ করা হয়েছে। ইহার ফলে একাডেমির ক্যাডেটদের সমুদ্রে চাকরির ক্ষেত্রে অত্যাবশ্যকীয় চাহিদা হিসেবে সাঁতার প্রশিক্ষণ, শারীরিক সুগঠন এবং বিভিন্ন কো-কারিকুলাম কার্যক্রম সম্পন্ন করার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

২০১৩	১টি মাইক্রোবাস, ১টি এ্যাম্বুলেন্স সংগ্রহ।
২০১৬	১টি পাজেরো জিপ, ১টি পিকআপ
২০১৭	১টি মাইক্রোবাস
২০১৫	ট্রেনিং-কাম-ফেরিবোট

২০১৬	 হাই স্পিড রোবাস্ট টাইপ (RHIB) বোট

ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে কার্যক্রম

আইসিটি/ডিজিটাইজেশন বিষয়ক কার্যক্রম।

একাডেমির কোর্স কারিকুলামে আইসিটি বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে এবং একাডেমিতে ৬১টি ওয়ার্কস্টেশন সম্পন্ন আইসিটি ল্যাব প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। দাপ্তরিক এবং ক্যাডেট ভর্তি সংক্রান্ত কাজে ইন্টারনেট ব্যবহার নিশ্চিত করা হয়েছে। একাডেমির নিজস্ব ওয়েবসাইট (www.mfacademy.gov.bd) রয়েছে। ই-নথি সিস্টেমের ব্যবহার চালু করা হয়েছে এবং ই-জিপির মাধ্যমে শতভাগ ক্রয় প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হচ্ছে। আইসিটির উন্নয়ন কার্যক্রম অর্থবছর অনুযায়ী নিম্নে বিস্তারিত উপস্থাপন করা হলো:

ক্র. নং	অর্থ-বছর	কার্যক্রম
ক।	২০০৮-২০০৯	মেরিন ফিশারিজ একাডেমিতে আইসিটি ল্যাব স্থাপন।
খ।	২০০৯-২০১০	একাডেমির সকল বিভাগের পাঠ্যক্রমে আইসিটি বিষয় অন্তর্ভূক্তকরণ।
গ।	২০১০-২০১১	একাডেমিতে ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট সংযোগ প্রদান ও দাপ্তরিক কাজে ইন্টারনেটের ব্যবহার চালুকরণ।
ঘ।	২০১১-২০১২	মেরিন ফিশারিজ একাডেমির ওয়েবসাইট তৈরিকরণ।

ঙ।	২০১২-২০১৩	আইসিটি বিষয়ক প্রশিক্ষণে একাডেমির মহিলা ও পুরুষ ক্যাডেটদের সম্পৃক্তকরণ।
চ।	২০১৩-২০১৪	একাডেমির সকল ক্লাসে মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর স্থাপন ও ডিজিটাল কনটেন্ট তৈরি করে পাঠদান প্রদান।
ছ।	২০১৪-২০১৫	একাডেমির সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীর উপস্থিতি ডিজিটালাইজকরণ।
জ।	২০১৫-২০১৬	একাডেমিতে লাইব্রেরি ম্যানেজমেন্ট সফটওয়্যার ব্যবহারের মাধ্যমে লাইব্রেরি সেবা প্রদান।
ঝ।	২০১৬-২০১৭	ক। একাডেমির ভিজিটিং লেকচারারদের সম্মানী বিল ক্লাস অনুযায়ী অটোমেশন সফটওয়্যার প্রস্তুত। খ। একাডেমির একাউন্টিং ম্যানেজমেন্ট সফটওয়্যার প্রস্তুত ও ব্যবহার। গ। একাডেমির স্টোর কিপিং ম্যানেজমেন্ট সফটওয়্যার প্রস্তুত ও ব্যবহার।
ঞ।	২০১৮-২০১৯	ক। একাডেমির দাপ্তরিক কাজে ই-নথির সফল ব্যবহার। খ। একাডেমির সকল সরকারি ক্রয় প্রক্রিয়ায় ই-জিপির সফল ব্যবহার। গ। ডিজিটাল ল্যাঙ্গুয়েজ ল্যাব-উইথ-মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম সিস্টেম স্থাপন।

নারী শিক্ষার উন্নয়ন

সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার বাস্তবায়নে নারীশিক্ষা উন্নয়ন তথা নারীর ক্ষমতায়নে গৃহীত পদক্ষেপ।

নারী শিক্ষা উন্নয়ন তথা নারীর ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে অত্র একাডেমিতে বর্তমান সরকারের নির্দেশনায় ২০১০-১১ শিক্ষাবর্ষ হতে মহিলা ক্যাডেট ভর্তি করা হচ্ছে; যাহা বাংলাদেশের কোনো মেরিটাইম শিক্ষায়তনে প্রথম দৃষ্টান্ত। ২০১০ সালে ৩২তম ব্যাচ হতে মহিলা ক্যাডেট ভর্তি শুরু হয় এবং ৩২তম হতে ৩৮তম ব্যাচ পর্যন্ত সর্বমোট ৪৮ জন মহিলা ক্যাডেট এ একাডেমি হতে উত্তীর্ণ হয়েছে, তন্মধ্যে ০৯ জন মেরিন ইঞ্জিনিয়ারিং ও ৩৯ জন মেরিন ফিশারিজ বিভাগ হতে।

মেরিটাইম শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসাবে স্বীকৃতি লাভ

পূর্বে এ একাডেমির ক্যাডেটদের কর্মক্ষেত্র কেবল মাত্র সমুদ্রগামী মৎস্য শিকারি জাহাজে সীমাবদ্ধ ছিল। একাডেমির ক্যাডেটদেরকে কাঙ্খিত নৌ-বাণিজ্যিক জাহাজে চাকুরি লাভের ক্ষেত্রে নৌ-পরিবহণ অধিদপ্তর কর্তৃক প্রয়োজনীয় সী-ম্যান বুক/ Continuous Discharge Certificate (CDC) ইস্যু করা হতো না। উদ্ভূত **পরিস্থিতিতে** বর্তমান সরকারের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় মাননীয় **প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সুপারিশের প্রেক্ষিতে নৌপরিবহন অধিদপ্তর** ২০১৮ সালে এ একাডেমিকে মেরিটাইম শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করা হয় এবং একই সাথে ক্যাডেটদেরকে নৌ-পরিবহণ অধিদপ্তর কর্তৃক প্রয়োজনীয় সী-ম্যান বুক/ Continuous Discharge Certificate (CDC) ইস্যু করার বিষয়টি অনুমোদিত হয়। ইতোমধ্যে প্রায় ৮০০ জন ক্যাডেট CDC লাভ করেছে এবং বিভিন্ন দেশে কর্মসংস্থানের সুযোগ পেয়েছে।

প্রশিক্ষণে অনার্স ডিগ্রী প্রদান

পূর্বে এ একাডেমি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় অধিভূক্ত স্নাতক (পাশ) পর্যায়ের প্রতিষ্ঠান ছিল। **২০১৭-১৮ শিক্ষাবর্ষ হতে** মেরিন ফিশারিজ একাডেমি **০৪ বছর মেয়াদী বিএসসি ইন নটিক্যাল** স্টাডিজ, **বিএসসি ইন মেরিন ইঞ্জিনিয়ারিং ও বিএসসি (অনার্স) ইন মেরিন ফিশারিজ কোর্সে** বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেরিটাইম ইউনিভার্সিটিতে অধিভূক্তি লাভ করে যা একাডেমিকে একটি আন্তর্জাতিক মানের মেরিটাইম শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে উন্নীত করে। ইহার ফলে ক্যাডেটদের বহুমুখী কর্মসংস্থান নিশ্চিত হয়েছে।

বৈদেশিক ভাষা প্রশিক্ষণ

ক্যাডেটদের বাণিজ্যিক জাহাজে চাকুরীর কারণে উচ্চশিক্ষা গ্রহণের জন্য বহিঃবিশ্বে গমণের বিষয়টি বিবেচনা করে একাডেমির ক্যাডেটদের বৈদেশিক ভাষা শিক্ষার বিষয়ে একটি পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। এরই ফলশ্রুতিতে ইতোমধ্যে একাডেমিতে নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় ফরাসি **ও চীনা ভাষা শিক্ষার প্রশিক্ষণ কার্যক্রম শুরু হয়েছে। ভবিষ্যতে ক্যাডেটদের বৈদেশিক ভাষার দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য আরোও বৈদেশিক ভাষা শিক্ষার কার্যক্রম গ্রহণের ব্যবস্থা নেওয়া হবে।**

ক্যাডেটদের চাকুরির সুবিধা বৃদ্ধি

এ সময়ে একাডেমির প্রশিক্ষণ ও সনদের মান উন্নয়নের ফলে একাডেমি হতে পাশকৃত ক্যাডেটগণ **দেশি-বিদেশি সমুদ্রগামী মৎস্য ও বাণিজ্যিক জাহাজসহ বিভিন্ন** সেক্টরে **চাকুরীর ব্যাপক সুযোগ পাচ্ছে**। সম্প্রতিকালে দেশ বিদেশের সমুদ্রগামী মৎস্য ও বাণিজ্যিক জাহাজে নেভিগেটর ও মেরিন ইঞ্জিনিয়ার, ফিশ প্রসেসিং টেকনোলজিস্ট ও মান নিয়ন্ত্রণ কর্মকর্তা, শিপইয়ার্ড, শিপ বিল্ডার প্রতিষ্ঠান ও ড্রাইডকের ইঞ্জিনিয়ার, মৎস্য ও চিংড়ি প্রক্রিয়াজাতকরণ কারখানার নির্বাহী কর্মকর্তাসহ বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা ও সার্ভেয়ার হিসেবে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক যোগদান করছে। এছাড়াও একাডেমি হতে পাশকৃত ক্যাডেটগণ Inter Services Selection Board (ISSB) পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে সরাসরি নৌবাহিনীতে অফিসার পদে যোগদান করতে পারছে।

ব্লু-ইকোনমি বা সুনীল অর্থনীতিতে একাডেমির অবদান

ব্লু-ইকোনমি বা সুনীল অর্থনীতি হল টেকসই পদ্ধতিতে সমুদ্রসম্পদ ব্যবহার করার একটি নতুন ধারণা। বাংলাদেশ একটি সমুদ্র উপকূলীয় দেশ। ৭১০ কিলোমিটার দীর্ঘ উপকূল লাইন এবং ১ লক্ষ বর্গ.কি.মি. এরও বেশি একান্ত অর্থনৈতিক এলাকা আচ্ছাদিত নীল অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের টেকসই অনুশীলনের জন্য বাংলাদেশ অত্যন্ত সম্ভাব্য অবস্থানে রয়েছে। বাংলাদেশে সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ অনুসন্ধান, আহরণ ও টেকসই ব্যবহারের সাথে খাদ্য নিরাপত্তা বিষয়টি খুব ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। মেরিন ফিশারিজ একাডেমি একমাত্র জাতীয় পেশাভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান, যেখানে সমুদ্রসম্পদ অনুসন্ধান, আহরণ এবং প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং টেকসই সংরক্ষণ ও ব্যবহারের বিষয়ে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ জনসম্পদ উৎপাদন করা হয়।

বাংলাদেশ ভেটেরিনারি কাউন্সিল

www.bvc.gov.bd

বাংলাদেশ ভেটেরিনারি কাউন্সিল

ভূমিকা

ভেটেরিনারি শিক্ষা, পেশা ও সেবার মাননিয়ন্ত্রণের জন্য বাংলাদেশ ভেটেরিনারি কাউন্সিল একটি সংবিধিবদ্ধ (Statutory Body) প্রতিষ্ঠান। ইহা দি বাংলাদেশ ভেটেরিনারি প্র্যাকটিশনার্স অধ্যাদেশ-১৯৮২ (১৯৮৬ সালের ১নং আইন) এর মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয়। এ পেশাকে আধুনিক ও আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত করার লক্ষ্যে বিগত ১০ জুলাই,২০১৯ তারিখে বাংলাদেশ ভেটেরিনারি কাউন্সিল আইন-২০১৯ জারি করা হয়। গুণগত মানসম্পন্ন ভেটেরিনারি পেশা এবং শিক্ষা নিশ্চিত করাসহ জনস্বার্থে ইহাকে প্রয়োগ করা ও প্রাণিচিকিৎসকদের আইনগত অধিকার সুরক্ষিত করা এ প্রতিষ্ঠানের প্রধান লক্ষ্য। এ প্রতিষ্ঠানের রেজিস্টার্ড ভেটেরিনারিয়ানগণ প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা প্রতিষ্ঠান, বাংলাদেশ আর্মি, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, সিটি কর্পোরেশন, বন বিভাগ, ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর, পুলিশ, বিজিবি, পোল্ট্রি সেক্টর, ডেইরি সেক্টর, এনজিও, গবেষণা প্রতিষ্ঠান, বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকসহ দেশে ও বিদেশে নানাবিধ পেশাগত কাজে কর্মরত আছেন। কর্মরত ভেটেরিনারিয়ানদের পাশাপাশি অবসরপ্রাপ্ত ও নবীন ভেটেরিনারিয়ানরা প্রাইভেট প্র্যাকটিস-এর মাধ্যমে তৃণমূল পর্যায়ে প্রাণিজ প্রোটিন উৎপাদন, প্রাণির স্বাস্থ্য রক্ষা, রোগ নিয়ন্ত্রণ, জনস্বাস্থ্যের উন্নয়নসহ সকল প্রকার ভেটেরিনারি সার্ভিস প্রদান করছেন; যা নিরাপদ প্রাণীজ আমিষ উৎপাদন, দারিদ্র বিমোচন ও নারীর ক্ষমতায়ন নিশ্চিতকরণসহ দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের ভূমিকা রাখছে।

(ক) আনুষঙ্গিক সুবিধাসহ বাংলাদেশ ভেটেরিনারি কাউন্সিল ভবন নির্মাণ প্রকল্প: মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের ঐকান্তিক ইচ্ছার কারণে দীর্ঘ ৩১ বছর পর বাংলাদেশ ভেটেরিনারি কাউন্সিলকে কেন্দ্রীয় ভেটেরিনারি হাসপাতাল চত্বরে প্রায় ১৩.৪৩ শতাংশ জমি বরাদ্দ করা হয়। বর্তমান কৃষি বান্ধব সরকারের সদিচ্ছার কারণে বাংলাদেশ ভেটেরিনারি কাউন্সিল ১ হাজার ৬ শত ৮৩ দশমিক ৩৪ লক্ষ টাকার একটি বিনিয়োগ প্রকল্পের মাধ্যমে ১০তলা ভিতের উপর ৫ তলা ভবনের কাজ সম্পন্ন হওয়ায় মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব শ ম রেজাউল করিম, এমপি ১৮ জুলাই'২২ তারিখে ভবনটি শুভ উদ্বোধন করেন। এই ভবনে কাউন্সিলের অফিসসহ শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, কনফারেন্স হল, বোর্ড রুম, ভিডিও কনফারেন্স, ই-লাইব্রেরি, ট্রেনিং হল, কমনরুম, লাইব্রেরি ও মহিলাদের জন্য নামাজের জায়গার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। তাছাড়া রয়েছে আইসিটি শাখা ও শক্তিশালী ডাটাবেইজ; যার মাধ্যমে দেশের প্রতিটি বিভাগীয়, জেলা ও উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তর এবং পেশা সংশ্লিষ্ট অন্যান্য অংশীদারী প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সংযুক্ত হবে। এ প্রকল্পের মাধ্যমে কাউন্সিলের কার্যক্রম সম্প্রসারিত হয়েছে এবং ভেটেরিনারিয়ানদের নানাবিধ সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি হয়েছে।

বাংলাদেশ ভেটেরিনারি কাউন্সিল ভবন

বাংলাদেশ ভেটেরিনারি কাউন্সিল ভবন
শ ম রেজাউল করিম এমপি
মাননীয় মন্ত্রী
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়

শুভ উদ্বোধন ও সেমিনার
প্রধান অতিথি : শ ম রেজাউল করিম এমপি
মাননীয় মন্ত্রী, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়।
বিশেষ অতিথি : ড. মুহাম্মদ ইয়ামিন চৌধুরী, সম্মানিত সচিব, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়।
: ডা. মনজুর মোহাম্মদ শাহজাদা, মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর।
সভাপতি : ডাঃ মোঃ মনজুর কাদির, সভাপতি, বাংলাদেশ ভেটেরিনারি কাউন্সিল।

(খ) বিডিভেট হেল্পলাইন (মোবাইল এ্যাপস):

বিডিভেট হেল্পলাইন (মোবাইল এ্যাপস) ব্যবহার করে যে কেহ কাউন্সিলের যেকোন তথ্য ও ভেটেরিনারিয়ানদের তথ্য সম্পর্কে সহজেই অবহিত হতে পারছে। এ্যাপসটি গুগল প্লে-স্টোরে আপলোড করা আছে। বর্তমানে এর ব্যবহারকারীর সংখ্যা প্রায় ২০০০।

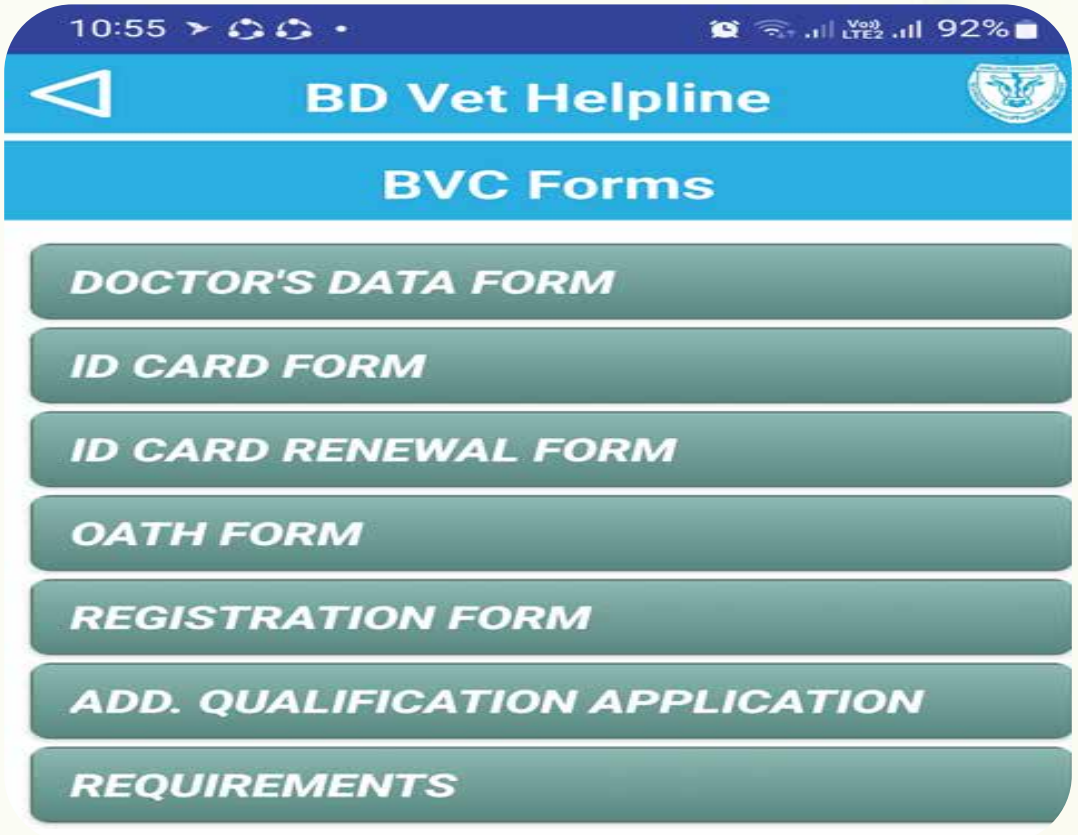
10:55
92%
BD Vet Helpline
BVC Forms
DOCTOR'S DATA FORM
ID CARD FORM
ID CARD RENEWAL FORM
OATH FORM
REGISTRATION FORM
ADD. QUALIFICATION APPLICATION
REQUIREMENTS

10:55
92%
BD Vet Helpline
Registration fee BDT 150
ID card fee BDT 150
ID card renewal fee BDT 150
Additional Qualification fee BDT 50
Registration re-included fee BDT 200
Duplicate registration certificate fee BDT 100

(গ) ই-পেমেন্ট (মোবাইল ব্যাংকিং) :

২০২২-২৩ অর্থবছর হতে এ দপ্তরের যাবতীয় সেবামূল্য ই-পেমেন্ট (মোবাইল ব্যাংকিং) এর মাধ্যমে গ্রহণ করা হচ্ছে। ফলে সেবাগ্রহীতারা সহজেই সেবামূল্য প্রদান করতে পারছে, এতে সেবামূল্য প্রদানের ভোগান্তি কমেছে।

ই-পেমেন্টের মাধ্যমে গৃহীত সেবামূল্য সরাসরি অত্র দপ্তরের ব্যাংক হিসেবে জমা হয়। ফলে ব্যাংকে গিয়ে টাকা জমা দেয়ার ভোগান্তিও কমেছে।

কিউআর (QR) কোডের মাধ্যমে ই-পেমেন্ট।

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তর

www.flid.gov.bd

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তর

বলা হয়ে থাকে, 'Connectivity is productivity'। অর্থাৎ সংযুক্তিই উৎপাদনশীলতা। সংযুক্তি বাড়লে উৎপাদনশীলতা বাড়ে। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাতের অংশীজনদের সঙ্গে সংযুক্তির এ মহামূল্যবান কাজটি করে যাচ্ছে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তর। এ দপ্তর মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সমন্বিত প্রচার মাধ্যম হিসেবে এ খাতের বিভিন্ন অর্জন, উদ্ভাবন ও সাফল্য জনসাধারণের কাছে পৌঁছে দিতে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। ফেসবুক, ইউটিউব, ওয়েবপোর্টাল, এন্ড্রয়েড এ্যাপস, নিউজ পোর্টাল, প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় প্রচারের মাধ্যমে সরকার ও জনগণের মধ্যে সেতুবন্ধন হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তর।

২০০৯-২৩ সাল পর্যন্ত বাস্তবায়িত/বাস্তবায়নাধীন সকল প্রকল্প/কর্মসূচি

উল্লেখযোগ্য উদ্ভাবন ও ডিজিটালাইজেশন সম্পর্কিত তথ্যাদি:

১. "মৎস্য ও প্রাণি সংবাদ" নামে একটি নিউজ পোর্টাল চলমান রয়েছে । যার মাধ্যমে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী, সম্মানিত সচিব ও বিভিন্ন দপ্তর, সংস্থার সভা, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম ও ওয়ার্কসপের খবর, স্থিরচিত্র ও ভিডিও প্রচারসহ মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাতের সমস্ত উন্নয়নমূলক কার্যক্রম ও হালনাগাদ তথ্যাদি প্রচার করা হচ্ছে। নিউজ পোর্টালটির লিংক : motshoprani.org।

২. "মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তর - অফিসিয়াল পেইজ" নামে ফেইসবুক পেইজ চলমান রয়েছে। যার মাধ্যমে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাতে বিভিন্ন উদ্যোক্তার সফলতার খবর, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদখাতের নতুন নতুন লাগসই প্রযুক্তির খবর ও বিভিন্ন মিডিয়ায় প্রকাশিত মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ সেক্টরের ইতিবাচক খবরের লিংক প্রচার করা হচ্ছে; যার লিংক: flid20।

৩. মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তরের নিজস্ব ইউটিউব চলমান রয়েছে। যার মাধ্যমে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তর কর্তৃক নির্মিত মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাতের বিভিন্ন বিষয়ে জনসচেতনতা বৃদ্ধিমূলক টিভিসি, ডকুমেন্টারি, জিঙ্গেল ও নাটিকাসহ বিভিন্ন ভিডিও প্রচার করা হয়; যার লিংক: FLID Bangladesh।

৪. মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় ও এর আওতাধীন সকল দপ্তর-সংস্থার জনকল্যাণমুখী সকল তথ্য এবং মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ বিষয়ক সকল লাগসই প্রযুক্তি, জাত উদ্ভাবন এবং আধুনিক গবেষণাসহ সকল তথ্য জনগণের দোরগোড়ায় সহজে, স্বল্প সময়ে পৌঁছে দিতে **"মৎস্য ও প্রাণী তথ্য ভান্ডার"** নামে একটি অ্যান্ড্রয়েড ও ওয়েববেইজড এ্যাপ তৈরি করা হয়েছে।

৫. মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ বিষয়ক সকল উন্নয়নমূলক ও সচেতনতামূলক তথ্য জনগণের নিকট সচিত্র ও ভিডিও আকারে তুলে ধরতে তথ্য দপ্তরের প্রধান কার্যালয়ের সম্মুখপ্রান্তে একটি এলইডি স্মার্ট মনিটর স্থাপন করা হয়েছে।

৬. জেলা, উপজেলা ও বিভাগীয় পর্যায়ের মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ বিষয়ক সকল উন্নয়নমূলক কার্যক্রমের খবর তুলে এনে তথ্য দপ্তরের নিজস্ব নিউজপোর্টালসহ দেশের অন্যান্য প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার মাধ্যমে জনগণের কাছে পৌঁছে দেওয়ার কাজকে আরো বেগবান করতে তথ্য দপ্তরের আঞ্চলিক অফিসগুলোতে ষাণ্মাসিক

রিপোর্ট প্রদানের ভিত্তিতে "সেরা অফিস অ্যাওয়ার্ড" চালু করা হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় ২০২২ সালে কুমিল্লা আঞ্চলিক অফিসকে সেরা অফিস হিসেবে নির্বাচিত করে সেরা অফিস অ্যাওয়ার্ড প্রদান করা হয়েছে।

৭. "মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তর-অফিসিয়াল পেইজ" নামে ফেইসবুক পেইজের মেসেঞ্জারে জনসাধারণের নিকট থেকে আসা মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ বিষয়ক বিভিন্ন প্রশ্নের যথাযথ উত্তর প্রদানের লক্ষ্যে ৫ সদস্যের কমিটি গঠন করা হয়েছে। যারা সার্বক্ষণিক প্রাসঙ্গিক উত্তর প্রদান করে থাকেন।

আধুনিক কনফারেন্স রুম নির্মাণঃ

সর্বাধুনিক ইনটেরিয়র ডিজাইন, এলএইডি মনিটর ও সাউন্ডসিস্টেম সমৃদ্ধ, আধুনিক আসন-বিন্যাস এবং অন্যান্য সুযোগ-সুবিধাসহ একটি কনফারেন্স রুম নির্মাণ করা হয়েছে। ভিডিও কনফারেন্স-এর মাধ্যমে মিটিং ও ওয়েবিনার আয়োজন। বর্তমানে এ দপ্তরের সকল প্রশিক্ষণ, সভা, সেমিনার, কর্মশালা এবং অনুষ্ঠান এই আধুনিক কনফারেন্স রুমে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এর মাধ্যমে দক্ষ মানবসম্পদ গড়ে তোলা সম্ভব হচ্ছে।

আধুনিক কনফারেন্স রুম

আইসিটি/ ডিজিটালাইজেশন কার্যক্রম:

- মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তরের ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী দপ্তরের ছুটি ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম ডিজিটালাইজশনের নিমিত্তে "অনলাইন ছুটি ব্যবস্থাপনা" সফটওয়্যার তৈরি করা হয়েছে এবং বর্তমানে এই সফটওয়্যার এর কার্যক্রম চলমান রয়েছে;
- দপ্তরের সম্মুখভাগে একটি ডিস-প্লে বোর্ড স্থাপন করা হয়েছে; যার মাধ্যমে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ বিষয়ক প্রয়োজনীয় তথ্য ডিস-প্লে করা হচ্ছে;
- ই-নথি ব্যবস্থাপনা;
- ই-প্রশিক্ষণ ব্যবস্থাপনা;
- ডিজিটাল কন্টেন্ট ও ওয়েবসাইট-এ লিংক সংযোজন;
- ভিডিও কনফারেন্সিং স্থাপন;
- দাপ্তরিক ই-মেইল সিস্টেম ডেভেলপমেন্ট;
- ওয়েবপোর্টাল হালনাগাদকরণ:
- "মৎস্য ও প্রাণী সংবাদ" নামে একটি নিউজপোর্টাল চালুকরণ;
- **"মৎস্য ও প্রাণী তথ্য ভান্ডার"** নামে একটি অ্যান্ড্রয়েড ও ওয়েববেইজড এ্যাপ চালুকরণ।

সেবা সহজিকরণ:

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তর কর্তৃক "অনলাইন ছুটি ব্যবস্থাপনা" নামে একটি সেবা সহজিকরণ/ডিজিটালাইজড করা হয়েছে। এর মাধ্যমে তথ্য দপ্তরের মোট ৬৭ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী সহজে স্বল্প সময়ে যে কোন জায়গা থেকে ছুটির জন্য আবেদন করতে পারবেন। এতে করে বর্তমান সরকারের গৃহীত স্মার্ট বাংলাদেশ গঠনের প্রক্রিয়া আরো সহজ হবে, পাশাপাশি পেপারলেস অফিসও বাস্তবায়ন হবে। ফলশ্রুতিতে সরকারের এসডিজি বাস্তবায়নের প্রক্রিয়াও ত্বরান্বিত হবে।

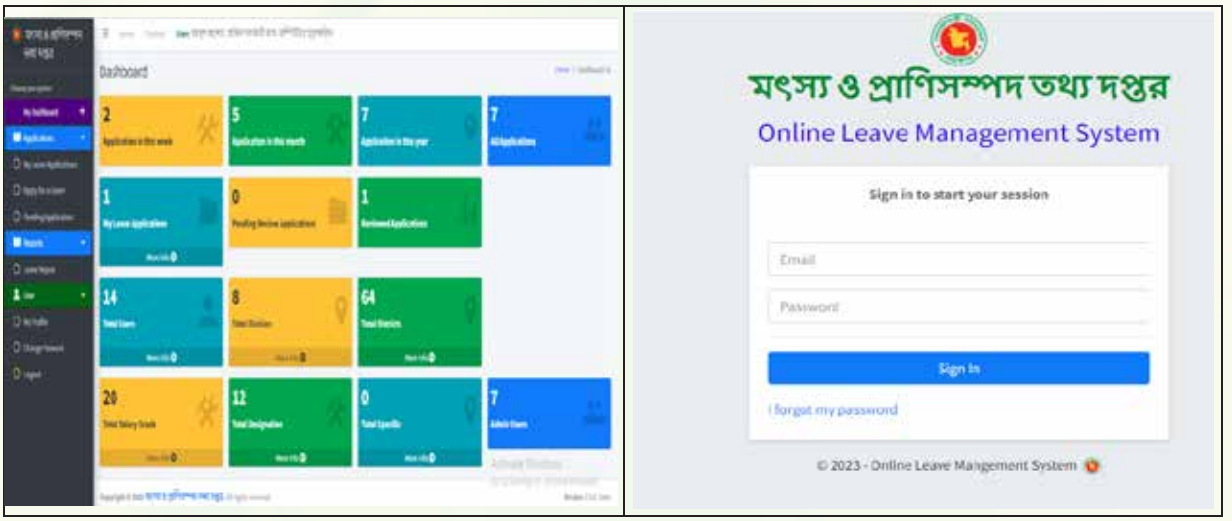

অনলাইন ছুটি ব্যবস্থাপনা

ইনোভেশন: মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তর কর্তৃক ২০২১-২২ অর্থবছরে "মৎস্য ও প্রাণী তথ্য ভান্ডার" নামে একটি নতুন এ্যাপ উদ্ভাবন করা হয়েছে। এ্যাপটির মাধ্যমে তথ্য প্রচার করার কাজ চলমান রয়েছে এবং অনলাইন

নিউজপোর্টাল “মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ সংবাদ” এর মাধ্যমে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ বিষয়ক বিভিন্ন উন্নয়ন এবং জনসচেতনতামূলক তথ্য প্রচার কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

অনলাইন নিউজপোর্টাল “মৎস্য ও প্রাণী সংবাদ”

প্রকাশনায়
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তর
বিএফডিসি ভবন
২৩-২৪, কারওয়ান বাজার, ঢাকা
www.flid.gov.bd